মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট বুক
২০০১

ডেমক্রেসিওয়াচ

মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট বুক ২০০১

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০১

প্রকাশক
ডেমক্রেসিওয়াচ
৭ সার্কিট হাউজ রোড
ঢাকা- ১০০০
ফোন- ৯৩৪৪২২৫-৬
ফ্যাক্স - ৮৩১৫৮০৭
ইমেইল- info@dwatch-bd.org
Web- www.dwatch-bd.org

সম্পাদনা
তালেয়া রেহমান

সমন্বয়কারী
আবু সুফিয়ান

প্রোগ্রাম অফিসার
মাশহুদুল হক
শাহ ফিরোজ মোঃ নূরুন-নবী
মোঃ হাবিবুর রহমান
সৈয়দ আহসানুল হাবিব
শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী
নওশিন হামিদ চৌধুরী
শর্মিন হক/রুখসানা সিদ্দিকা/নিশাত সুলতানা
ফাতেমা লিপি/নয়ন আরা/সায়রা সুলতানা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মাকসুদুর রহমান

মূল্য : ১৫০ টাকা

সূচিপত্র

ক. ১৯৯৩ ও ১৯৯৯ সালে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ আমলে বিটিভি সংবাদ পর্যবেক্ষণ :

আটটার রাজনীতি/ ***অঙ্কুশ***
পক্ষপাত দুষ্ট সংবাদ পরিবেশনে সচল সরকার এবং সমালোচনায় অচল বিরোধী দল ***(যায়যায়দিন)***
বিটিভির সংবাদ : তাল গাছটা আমার ***(প্রথম আলো)***

খ. ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিটিভি ও ইটিভির সংবাদ প্রচার নীতিমালা :

বিটিভি ও একুশে টেলিভিশনের উদ্যোগ, নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ***(জনকণ্ঠ)***

গ. মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট ২০০১ :

আটটার যন্ত্রনা আটটার সুখ ***(যায়যায়দিন)***
কেউ ক্ষতিগ্রস্থ নয়, সবাই লাভবান ***(যায়যায়দিন)***
পরিবর্তন ঘটছে ***(যায়যায়দিন)***

ঘ. মিডিয়াওয়াচ প্রেস কনফারেন্স রিপোর্ট :

প্রথম প্রেস কনফারেন্স রিপোর্ট
দ্বিতীয় প্রেস কনফারেন্স রিপোর্ট

ঙ. সংবাদপত্রে প্রকাশিত মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট ২০০১ :

বিটিভিতে রাজনৈতিক দলের খবর প্রচারে ভারসাম্য এসেছে ***(প্রথম আলো)***
ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সংবাদ প্রচারে ভারসাম্য এসেছে ***(আজকের কাগজ)***
সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমসহ ই-মিডিয়াতে রাজনৈতিক কভারেজ বৈষম্য কমে এসেছে ***(ইনকিলাব)***
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নিরপেক্ষ ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ ***(ইত্তেফাক)***
রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম অনুযায়ী ব্যালান্স সংবাদ প্রচার করা হোক ***(সংগ্রাম)***
ইলেকট্রনিক মিডিয়া : ডেমক্রেসিওয়াচের দাবি আওয়ামী লীগই প্রচার পাচ্ছে বেশি ***(সংবাদ)***
রেডিও টেলিভিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর কভারেজের অনুপাতে পরিবর্তন ঘটছে ***(মানবজমিন)***
ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আওয়ামী লীগের কভারেজ বেশি, বিএনপির কম ***(দিনকাল)***
বিটিভিতে বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগের কভারেজ বেশি ***(মুক্তকণ্ঠ)***
২০ জুলাই থেকে ৯ আগষ্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কভারেজে আওয়ামী লীগ এগিয়ে ***(মাতৃভূমি)***
বেতার, বিটিভিকে নিরপেক্ষভাবে চালাতে হবে ***(প্রভাত)***
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রাজনৈতিক ভূমিকা মনিটর করছে মিডিয়াওয়াচ ***(আল আমীন)***
AL getting more coverage in electronic media : Democracywatch survey ***(The Independent)***
AL 'getting preference' in electronic media ***(The Financial express)***
BTV gvam higher coverage to BNP, ETV to AL ***(The New Nation)***
ডেমক্রেসিওয়াচ-এর মিডিয়া পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশিত ***(ইত্তেফাক)***
আওয়ামী লীগের প্রাধান্য অব্যাহত থাকলেও ক্রমশ কমে এসেছে ***(ইনকিলাব)***
বিটিভি ও ইটিভিতে গত দুই সপ্তাহে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমান প্রচার পেয়েছে ***(প্রথম আলো)***
ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার কভারেজ বেশি ***(দিনকাল)***
বিটিভি-ইটিভিতে বড় দু'দলের কভারেজের পার্থক্য কমে এসেছে ***(মাতৃভূমি)***
ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাচনী রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে ***(মুক্তকণ্ঠ)***
আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সমান প্রচার পাচ্ছে ***(প্রভাত)***
আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ইটিভি বিটিভিতে সমান প্রচার পাচ্ছে ***(অর্থনীতি)***
AL BNP getting equal coverage in electronic media ***(Daily Star)***
AL given more coverage in BTV, ETV ***(New Nation)***

চ. নির্বাচনের পূর্বে ও পরে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত মিডিয়াওয়াচ ২০০১ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রিপোর্ট:

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম দশ দিনে বার বার রং বদলেছে বিটিভি, ইটিভি ও বেতার (*আজকের কাগজ*)
সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে খবর প্রচারে নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব *(ইনকিলাব)*
বিটিভির বার্তা বিভাগ : সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে অব্যাহত রয়েছে দলীয়করণও *(আজকের কাগজ)*
নির্বাচন পরবর্তী হাওয়ায় পাল্টে গেছে টেলিভিশন চ্যানেলসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়া/ *আহমেদ আবিদ*
সরকার নির্দেশ দেয়নি তবুও বঙ্গবন্ধুর বাণী ধ্বংস *(মাতৃভূমি)*
ইলেকট্রনিক মিডিয়া হবে নির্দলীয়/ তথ্যমন্ত্রী *ডঃ মঈন খান*
বেতার ও টিভিকে রাজনৈতিক দলের প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না : তথ্যমন্ত্রী *মঈন খান*

ছ. নির্বাচনের পূর্বে ও পরে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত মিডিয়াওয়াচ ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিবন্ধ :

ডেমক্রেসিওয়াচের মিডিয়া কভারেজ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন/ *ড. শেখ আবদুস সালাম*
বিটিভিকে নিরপেক্ষ করুন/ *মুঃ জাহাঙ্গীর আলম আনসারী*
আওয়ামী বেদীতে সুস্থ ইটিভির আত্মহত্যার প্রচেষ্টা/ *মাহবুব কামাল*
তথ্যমন্ত্রীর প্রতি সবিনয় নিবেদন/ *মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর*
প্রধানমন্ত্রী আপনার ভাষণ ও টেলিভিশন/ *নির্মল সেন*

জ. মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট ২০০১ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া :

বিবিসিতে চিঠি
বিটিভিতে বার্তা সম্পাদক রদবদল

ঝ. প্রিন্ট মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট ২০০১ :

রাজনৈতিক সংবাদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাসের চিত্র

ঞ. Appendices

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিটিভি ও ইটিভির সংবাদ কাঠামো
বিটিভি ইটিভিতে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, এরশাদ, মতিউর রহমান নিজামীর একক কভারেজ
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকাল : এক নজরে সাতটি মিডিয়া
গ্রাফ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১২ সপ্তাহে সাতটি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রাজনৈতিক কভারেজ
পাই চার্টে মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট

আটটার রাজনীতি

প্রাক কথা :

মে ১৯৯৩। আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলো আটটার খবর নিয়ে। বললাম, সেখানে দেখার বা শোনার মতো কিছু নেই। তাই খবর দেখা হয় না। খবর শুরু হয় **খালেদা** জিয়ার সুশ্রী মুখ দেখিয়ে। আর শেষ হয় মন্ত্রী ও তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের কর্মতৎপরতা ইত্যাদি দিয়ে। মাঝে যা থাকে তা একঘেয়েমি দূর করার ব্যর্থ কৌশল। তবে কিছু লোককে কিছু সময় বোকা বানিয়ে রাখা গেলেও সব লোককে সব সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। তার খুব কাছের প্রমাণ জেনারেল এরশাদ। এরশাদ সেই বোকা বানানোর খেলায় মেতে উঠেছিলেন। উঠেছিলেন টিভির মাধ্যমে। এই আটটার সংবাদ দ্বারাই। পরিস্থিতি তখন এমন হয়েছিল যে, লোকে টিভিকে টিভি বলতো না। বলতো 'সাহেব-বিবি-গোলামের বক্স'। তার পতনের পর সবাই ভেবেছিল পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। তেমন প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু না সরকারি প্রভাবমুক্ত বাংলাদেশ টেলিভিশন যেন রূপকথার রাজকন্যা। তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়। জীয়ন কাঠি লুকিয়ে রাখে সাহেব-বিবি-গোলামেরা। কখনো বা বিবি-গোলামেরা। টেলিভিশনের ঘুম আর ভাঙে না।

আমার আত্মীয়টি খেপে গেলেন। বিএনপির মন্ত্রীদের মতো বললেন, এগুলো সব ষড়যন্ত্র, মনগড়া কথা। এসব 'ধানাই পানাই' নাকি তার অনেক দেখা। সে প্রমাণ চাইলো। রাজি হলাম প্রমাণ দেবো। প্রমাণ দেয়ার জন্য ১৮ মে ১৯৯৩ থেকে ৩০ মে ১৯৯৩ পর্যন্ত ১৩ দিনের ৮টার সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রেকর্ড করা হলো। তারই ভিত্তিতে নিচের প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছিল।

বৈশিষ্ট্য

আটটার সংবাদকে প্রধানত চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাগ করা যায়। সেগুলো হচ্ছে:

(ক) **প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীরা :** খবর শুরুই হবে **খালেদা** জিয়া ও তার মন্ত্রীদের দেখিয়ে এবং তা অব্যাহত থাকবে খবরের ৩০.০৩% সময় জুড়ে (সারণি-১)। এ সময় প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের বিভিন্ন কর্মতৎপরতার ছবি দেখানো হয়। এ সময়ে ডিসি-10 বিমান দুর্ঘটনাকবলিত হয়েছে এবং হয়ে গেছে দুটো হরতাল। এগুলোর খবর আটটার সংবাদে আসেনি। যদিও এই তেরো দিনের সিংহভাগ সময় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের খামার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বেশি। তবে তাদের বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল, একটি চিহ্নিত মহল বিএনপির উন্নয়নের রাজনীতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

(খ) **বিদেশি সংবাদ :** খবরের দ্বিতীয়ভাগে থাকে বিদেশি সংবাদ। যেগুলো বিবিসি ও সিএনএন- এর কল্যাণে সারা দিনে আগেই কয়েকবার দেখা হয়ে যায় সেগুলো। এর স্থায়িত্বকাল হচ্ছে খবরের মোট সময়ের ২৫.৪২% (সারণি- ১)।

(গ) **বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের তৎপরতা :** এ পর্যায়ে শুধু মন্ত্রীরা নন, পার্টির মাঝারি এবং ছোট সাইজের নেতারাও টিভিতে দৃশ্যমান হন। এর মধ্যে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার কার্যক্রম বেশি মাত্রায় চোখে পড়ে। এছাড়াও আরেকটি বিষয় দৃষ্টি কাড়ে, সেটি হলো কিছু সুবিধাবাদীর বিএনপিতে যোগদান। এটি ফলাও করে প্রচার করা হয়। এর স্থায়িত্বকাল ৭.৬% (সারণি-১)।

(ঘ) **অন্যান্য :** এ পর্যায়ে থাকে বিভিন্ন মৃত্যু, দুর্ঘটনা, খেলাধুলা, আবহাওয়া, ইত্যাদি সংবাদ। এতে খরচ হওয়া সময়ের পরিমাণ ৩০.৬২% (সারণি- ১)।

কাঠামো

একটু বিশদভাবে দেখার জন্য আটটার সংবাদের কাঠামোকে মোটমুটি ৯টি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। মূলত খবরে কাকে কাকে দেখানো হয়, কতো সময় ধরে দেখানো হয়, এবং কিভাবে দেখানো হয় সেই চিত্রটি তুলে ধরার প্রয়াস এটি। নিচে একটি সারণির সাহায্যে চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো :

সারণি- ১

তেরো দিনের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত ১৮ মে ১৯৯৩ থেকে ৩০ মে ১৯৯৩ পর্যন্ত

বিষয়	সময় (মিনিট)	শতকরা হার
শিরোনাম	৯.১৮	৩.১৫%
প্রধানমন্ত্রী	৪২.০০	১৪.৪৪%
মন্ত্রীরা	৪৫.০০	১৫.৫৯%
বিএনপি (নেতা ও মন্ত্রীরা)	২২.০০	৭.৬%
প্রেসিডেন্ট	৬.৪০	২.২০%
সামরিক বাহিনী	৩.২০	০.৮৬%
বিরোধী দল	০.৩৫	০.১২%
বিদেশি সংবাদ	৭৪.১০	২৫.৪২%

অন্যান্য	৮৯.২২	৩০.৬২%
মোট	**২৯১.৪৫**	**১০০%**

মোট যোগফলের ওপর সরাসরিভাবে পার্সেনটেজ বের করা হয়েছে।

প্রতিদিন গড়ে খবর হয় প্রায় ২২.৪০ মিনিট। এর মধ্যে **খালেদা** জিয়া, মন্ত্রীরা, বিএনপি ও নেতারা এবং প্রেসিডেন্ট থাকেন ৩৯.৮৩% বা প্রায় ৮.৯২ মিনিট জুড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই নির্দিষ্ট তেরো দিনের মধ্যে বিরোধী দলের খবর এসেছে একবার। তাও শুধু খবর ছবি ছাড়া।

মন্ত্রীরা পৃথকভাবে কে কতোটুকু কভারেজ পান ?

টিভির বার্তা বিভাগের লোকজন সব সময় মন্ত্রীদের নির্দেশের অপেক্ষায় তটস্থ থাকেন। আজকাল টিভি ক্যামেরা ছাড়া মন্ত্রীদের চলে না। মন্ত্রীরা ঠিকমতো কভারেজ না পেলে দায়ী সংশ্লিষ্ট অনেকের কপালে শনি ঘটে। দুই তিন ঘণ্টার নোটিশে বদলি জাতীয় পানিশমেন্টও জোটে।

নিচে সারণি- ২ উপস্থাপন করা হলো। এ থেকে সহজে বোঝা যাবে মন্ত্রীরা কে কতোটুকু সময় টিভির মনিটরে ভেসে উঠেছেন।

নাম	সময় (মিনিট)
সালাম তালুকদার	৪.০০
মির্জা গোলাম হাফিজ	৩.৪৮
নাজমুল হুদা	৩.৩৫
তরিকুল ইসলাম	২.৫৫
আবদুল্লাহ আল নোমান	২.৫৪
মির্জা আব্বাস	২.৫২
মোশাররফ হোসেন	২.৫১
জাহানারা বেগম	২.৪৪
মাজিদ-উল-হক	২.৪১
নূরুল হুদা (সাবেক)	২.১৮
অলি আহমেদ	২.১৮
সাদেক হোসেন	১.৫২
মতিন চৌধুরী	১.৫০
আমিনুল হক	১.৪৮
লুৎফর রহমান	১.২৭
মোস্তাফিজুর রহমান	১.২০
কামাল ইবনে ইউসুফ	১.০০
অন্যান্য	১২.০০

অন্যান্য অনুষ্ঠানসহ মন্ত্রীদের জন্য মোট দেয়া সময় (৪৫+৯.৩৩) = ৫৪.৩৩ মিনিট। পার্টির সহাসচিব হিসেবে সর্বাধিক কভারেজ পেয়েছেন সালাম তালুকদার। দ্বিতীয় স্থানে আছেন সিনিয়র মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ। যে সকল মন্ত্রীর এক মিনিটের কম সময় দেখানো হয়েছে তাদেরকে তালিকার অন্যান্য অংশে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন আবদুল মান্নান ভূঞা, হারুনুর রশীদ, এম কে আনোয়ার, ইউনুস খান, ফজলুর রহমান, সরোয়ারী রহমান প্রমুখ। এছাড়াও স্বল্প সময়ের জন্য দেখানো হয়েছে বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলীকে।

তেরো দিনের টুকিটাকি

- ঘটনাটি আশ্চর্যের। কিন্তু সত্য। এই তেরো দিনের মধ্যে ২৮.০৫.৯৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীকে এক মুহূর্তের জন্যও দেখানো হয়নি। এদিন শিরোনামে ছিলেন অলি আহমেদ।
- এই একই তারিখে বিরোধী দলের নেত্রীর ৩৫ সেকেন্ড স্থায়ী সংবাদ পরিবেশিত হয় ছবি ছাড়া। নির্দিষ্ট সময়ে প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে দেখানো হয়েছে চার দিন। তার মধ্যে তিন দিন দেখানো হয়েছে মন্ত্রীদের পরে। একদিন প্রথম অংশে।
- বিএনপির খবর প্রায় প্রতিদিনই ছিল। তবে জাসাস-এর কর্মতৎপরতা চোখে পড়ার মতো। সম্ভবত মে মাস বলে কথা।
- ৩০ মে সংবাদের স্থায়িত্বকাল ছিল ১৯ মি. ৫০ সেকেন্ড। এদিন ছিল **সাবেক প্রেসিডেন্ট** জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিন খবরের প্রথম ৮ মি. ৪৫ সে. জুড়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং বিএনপির বিভিন্ন সারির নেতাগণ। অর্থাৎ খবরের প্রথম ৪৩.৩৩% ভাগ সময় ধরে দেখানো হয় জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী।
- **পরিশেষে স্মরণ**
  ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের আগে খালেদা জিয়া একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেই টিভি সাক্ষাৎকারে তিনি টেলিভিশনকে ক্ষমতাসীনদের 'বাক্স' হিসাবে ব্যবহার না করার অঙ্গীকার করেছিলেন। টিভিকে সত্যিকার অর্থে জনগণের মাধ্যম হিসেবে চালু করার প্রতিশ্রুতি ছিল তার কণ্ঠে। আর ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে কিছু দিন আগে তথ্যমন্ত্রী বললেন- টিভি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এবং তিনি সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সুতরাং তার কথা মতোই টিভি চলবে।

পাদটীকা

এক জাদরেল রাজনীতিবিদ ছেলের একান্ত পীড়াপীড়িতে হাতে কলমে রাজনীতি শিক্ষা দেয়ার জন্য ছেলেকে তার গাছের আগায় চড়িয়ে নিচে লাফ দেয়ার জন্য বললেন।

ছেলে আতঙ্কিত হয়ে বললো, সে কি ! নিচে পড়ে তো হাত পা ভেঙে যাবে বাবা।

বাবা বললেন না, না, আমি আছি। তোমাকে ধরে ফেলবো, পড়বে না।

পিতার কথায় আশ্বস্ত পুত্র লাফিয়ে পড়তেই বাবা দুইকদম পিছিয়ে দাড়ালেন। ছেলের হাত-পা ভেঙে একাকার। বাবার প্রতারণায় সে স্তম্ভিত !

রাজনীতিবিদ বাবা বললেন, বুঝলে বাবা, তোমাকে হাতে-কলমে রাজনীতির তালিম দিলাম। এ দেশে যে যতো বেশি প্রতারণা করতে পারে সে ততো বড় পলিটিশিয়ান।

অঙ্কুশ

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যায়যায়দিন, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশনে সচল সরকার এবং সমালোচনায় অচল বিরোধী দল

আটটার এবং দশটার সংবাদ টিভির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যদিও সাধারণ দর্শককের কাছে এর গুরুত্ব ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৩ সালেও সে ধারার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। বরং টিভি দর্শকদের হতাশার মাত্রা আরো খানিকটা বেড়েছে। এবং টিভি সংবাদের প্রতি বিশ্বাসহীনতা গভীর থেকে আরো গভীরতর হচ্ছে গণতান্ত্রিক আমলেও স্বৈরাচারী আমল থেকে ভিন্ন কোনো অবস্থান না দেখে যদিও অনেকেই ভেবেছিলেন বিএনপি ক্ষমতায় এলে রেডিও টিভির দুর্নামজনিত সমস্যার সমাধান হবে। বিশেষত সংবাদ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এজন্য অপেক্ষাও করেছেন। ১৯৯১-এর শেষার্ধে বিএনপি পূর্ণ ক্ষমতায় এসেছে। ১৯৯২ তে নিজেদের সুসংগঠিত করার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। সবাই ধৈর্য্য ধরে ছিলেন এ আশায় যে ১৯৯৩ সালে এসে সমস্যার সমাধান হবে। আরো বেশি আশাবাদী হওয়ার কারণ ছিল, ক্ষমতাগ্রহণের আগে খালেদা জিয়া এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে ১৯৯৩-এ এসেও কোনো কিছুই হয়নি। সকল আশাবাদ এবং প্রতিশ্রুতির ফলাফল ছিল শূন্য।

তথ্যমন্ত্রীর মাস্তানি সংলাপ

মাঝে বিভিন্ন মহল থেকে রেডিও টিভির স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে দাবি উঠেছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে জুন ১৯৯৩-এ তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা একটি বিবৃতি দেন। মাস্তানি ঢঙ-এ ঘোষণা করেন, সরকার যারা নিয়ন্ত্রণ করে টেলিভিশন তাদের সংস্থা। বিএনপি যতোদিন ক্ষমতায় আছে ততোদিন বিএনপি সরকারই নির্ধারণ করবে টেলিভিশন কিভাবে চলবে। আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, আমার হুকুম মতোই টেলিভিশন চলবে।

ব্যর্থ বিরোধী দল

দশটার, আটটার সংবাদ নিয়মিত মনিটরিং করা যুগপৎভাবে বিরক্তির এবং কষ্টের। যায়যায়দিন নিয়মিতভাবে বেশি কিছু সময় সেটি মনিটরিং অব্যাহত রেখেছে মূলত তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। প্রথমত. আমাদের পাঠক ও টিভি দর্শককে সচেতন করে তোলা। দ্বিতীয়ত. বিরোধীদলের সদস্যদের ম্যান্ডেট অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য কভারেজের অধিকার আদায়ে সজাগ করে তোলা। এবং তৃতীয়ত. সরকারকে সৎ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে টিভি সংবাদ পরিবেশনে (প্রচারে নয়) সহায়তা করা। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় হচ্ছে প্রথমটি ছাড়া বাকি উদ্দেশ্য দুটি অর্জিত হয়নি। সরকারিতরফ থেকে হয়নি। এতে বিস্মিত হওয়ার খুব বেশি কিছু নেই। অন্তত টিভি কভারেজের ক্ষেত্রে সকলেই তার পূর্বসূরিকেই অনুসরণ করে আসছে। এবং সেই স্বাভাবিক নিয়মধারায় বিএনপি সরকারও জাতীয় পার্টি সরকারকেই অনুসরণ করে চলেছিল।

বছরের সংবাদ প্রজেকশন

১৯৯৩ সালে আটটার, দশটার অনুষ্ঠানগুলো ছিল মূলত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, বিএনপি নেতা ও তাদের কর্মকাণ্ডের একচেটিয়া প্রচারে ভরপুর। আগে যেখানে গত সরকারের আমলে টিভিকে বলা হতো সাহেব-বিবি-গোলামের বক্স সেখানে ১৯৯৩ সালে এসে শুধু সাহেব বাদ পড়েছে। লোকে বলে বিবি-গোলামের বক্স। বক্সবন্দী অবস্থা থেকে টিভির উত্তরণ ঘটেনি। যায়যায়দিন ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ আটটার সংবাদের ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে যা পাঠকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে বলেই বিশ্বাস। ফলস্বরূপ পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে আটটার সংবাদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বছরের

বিভিন্ন সময়ে মোট ৯১ দিন আটটার/দশটার অনুষ্ঠান রেকর্ড করা হয় (১৯৯৩)। তারই ভিত্তিতে সারা বছরের সংবাদ চিত্রটি কেমন ছিল তার দুটি সারণি দিয়ে উপস্থাপন করা হলো।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, মন্ত্রী-নেতাদের কভারেজের মধ্যে এককভাবে টপ কভারেজপ্রাপ্ত তিনজন মন্ত্রী হচ্ছেন তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা ৯%, অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহামন ৭% এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রী আবদুস সালাম তালুকদার ৫%। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কভারেজপ্রাপ্ত অন্যান্য মন্ত্রী হচ্ছেন জহীরউদ্দিন খান, আবদুল্লাহ-আল নোমান, অলি আহমেদ প্রমুখ।

১৯৯৩ সালে ৯১ দিনের সংবাদে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের কভারেজ ছিলো নিম্নরূপ

বিষয়	প্রাপ্ত কভারেজ %
১. প্রধানমন্ত্রী	১২%
২. মন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট, নেতা	২৩%
৩. সংসদ সংবাদ	৪%
৪. বিরোধী দল	১%
৫. জাতীয় সংবাদ	৫%
৬. আন্তর্জাতিক সংবাদ	২৩%
৭. খেলাধুলা	৮%
৮. অন্যান্য	২৪%
মোট	১০০%

বর্ষ শুরু সংখ্যা ০৪ জানুয়ারী ১৯৯৪, যায়যায়দিন

১৯৯৩ সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী যার যতোটুকু প্রাপ্য ছিল এবং যতোটুকু পেয়েছে :

দল	প্রাপ্ত আসন	পাওয়া উচিত %	পেয়েছে %	অতিরিক্ত ঘাটতি %
বিএনপি	১৭৪	৫৩%	৯৩%	৪০%
আ.লীগ	৯২	২৮%	৪%	(২৪) %
জা. পার্টি	৩৫	১১%	১%	(১০) %
জামায়াত	২০	৬%	১%	(৫) %
অন্যান্য	৯	২%	১%	(১) %
মোট	৩৩০	১০০%	১০০%	০

বর্ষ শুরু সংখ্যা ০৪ জানুয়ারী ১৯৯৪, যায়যায়দিন ( ) ব্রাকেট দ্বারা ঘাটতি দেখানো হয়েছে।

শেষ কথা

কেমন হবে নতুন বছর ১৯৯৪ ? এ প্রসঙ্গে ১৯৯৩ সালে মোটামুটি আটটার অনুষ্ঠান দেখেছেন এমন একজন টিভি দর্শকের মূল্যায়ন হলো গত আড়াই বছরে অনেক সম্ভাবনার পরেও অবস্থার যেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, পরবর্তী আড়াই বছরেও তার চেয়ে বেশি কিছু আশা না করাই ভালো। কারণ যে যাবে লংকায় সেই হবে বারণ। বলা কঠিন এ পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটবে কবে। তথ্যমন্ত্রী যদি খানিকটা উদ্যোগী হন, সাহসী হন তাহলে সরকারি অবস্থানে থেকেও টিভি সংবাদের মান উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। একই সঙ্গে এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যে সন্দেহ রয়েছে সেটিও দূর হতে পারে। এক্ষেত্রে দেশে অনেক অভিজ্ঞজন রয়েছেন। যারা বিবিসি, ভিওএ-র মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রয়োজনে তাদের সহায়তাও নেয়া যেতে পারতো। তথ্যমন্ত্রী যদি এই সৎ উদ্যোগটি গ্রহণে সাহসী হতে পারতেন তাহলে তিনি একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকতেন।

আবু সুফিয়ান
যায়যায়দিন
১৪ জানুয়ারী ১৯৯৪

বিটিভি সংবাদ তালগাছটা আমার

লোকটি নরম গলায় বললো, আমার জীবনে যন্ত্রণা তিনটি। তবে দুটি যন্ত্রণা আমি মন থেকে গ্রহণ করে ফেলেছি। কারণ এই যন্ত্রণা দুটির সুখকর বিনিময় আছে। কিন্তু তৃতীয় যন্ত্রণাটি বিরক্তিকর। ফলে এটি মনে নেয়া তো দূরের কথা, কোনোভাবে মেনে নেয়াও কষ্টকর।

যন্ত্রণা তিনটি কি কি? লোকটি তার যন্ত্রণার কথা বললো বাসায় আমার বৌয়ের যন্ত্রণা। তবে বৌয়ের যন্ত্রণা আমি মেনে নিয়েছি এ জন্য যে, এখানে বেনিফিট আছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার অফিসে বসের যন্ত্রণা। ওটাও আমি সহ্য করে নিই। কারণ এখানে মাস শেষের বেনিফিট আছে। আর তৃতীয়য়টি হচ্ছে আমার আটটার (খবরের) যন্ত্রণা। কারণ আমার ডিশের লাইন নেই। ফলে আমাকে আটটার অথবা দশটায় বিটিভির খবরের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বিরক্তি ছাড়া সেখান থেকে কোনো বিনিময়ই আমি পাই না।

১৯৯৩ সালে যায়যায়দিন আটটার সংবাদের ওপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এবং পরবর্তী সময়ে টিভি সংবাদ নিয়মিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে প্রতিবেদন ছাপতে থাকে। সে সময়ের একটি প্রতিবেদনের পাদটীকায় উপরের গল্পটি লেখা হয়েছিল।

টিভি সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বলতে কিছু ছিল না। মানুষকে যে কোনো খবর বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক খবরগুলো জানতে হতো বিবিসি, রেডিও শুনে অথবা পরবর্তী দিনের সংবাদপত্র পড়ে।

টেলিভিশন যেন শুধু সরকারের একক প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত না হয়, বিরোধী দলগুলো যেন তাদের প্রাপ্য কভারেজ পায় সে বিষয়ে দর্শক এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে সচেতন করে তোলা এই প্রতিবেদন তৈরির মূল উদ্দেশ্য ছিল। এটি করা গেলে টেলিভিশন সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি না হলেও এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করা সম্ভব ছিল। এ সম্ভাবনা এখনো আছে।

১৯৯৩ সালে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার আগে তারা বলেছিল ক্ষমতায় গেলে বিএনপি টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন দেবে এবং টিভি সংবাদের নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। বরং এক ধরনের প্রতারণা করেছে। সেক্ষেত্রে যদিও প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের যথেষ্ট সুযোগ ছিল গণমাধ্যমের বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করার। আওয়ামী লীগ সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং তার দায়িত্ব পালনে এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দুর্বল এবং দূরদর্শী অংশ প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন। তাদের প্রতিবাদ না করার কারণ হলো, তারা হয়তো ভেবে নিয়েছেন আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসছে। এ জন্য নীরব ভূমিকা পালনই শ্রেয়। কেননা ক্ষমতায় এলে তাদের দ্বারাও টিভির অনুরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলেই অনেকে মনে করেন (যায়যায়দিন ০৪.০১-৯৪)।

উপরের এই মন্তব্যটি পাচ বছরের মধ্যেই কতো নির্মমভাবে সত্যে পরিণত হয়েছে, নিচের তুলনামূলক টেবিলগুলো লক্ষ্য করলেই সেটি বোঝা যাবে। টেবিল 'এ'তে দেখানো হলো সংবাদে কোনো বিষয় কতো সময় এবং শতকরা কতোভাগ সময় দেখানো হলো।

টেবিল 'এ'

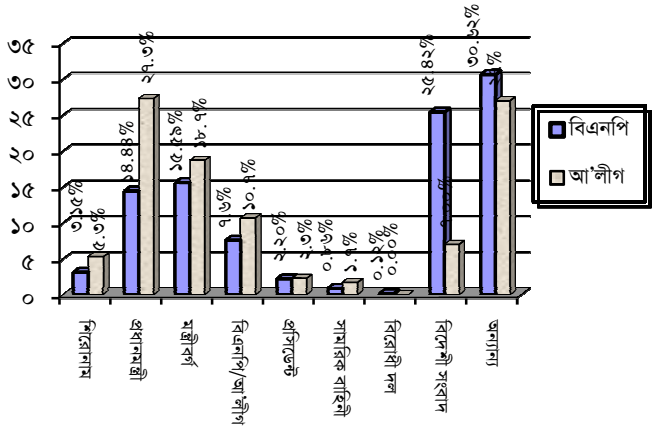

সূত্র: যায়যায়দিন ও লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ। বিএনপির শাসনামলের পর্যবেক্ষণকাল ১৮ থেকে ৩০ মে, ১৯৯৩ আওয়ামী লীগের শাসনামলের পর্যবেক্ষণকাল ৮ থেকে ২৫ নভেম্বর ১৯৯৯।

- মোট সময়ের ওপর সরাসরিভাবে % বের করা হয়েছে।
- সংসদ এবং সংসদীয় কমিটির বৈঠকের নিউজ ছিল ১৩.২৫ মিনিট। এখান থেকে আনুপাতিক হরে কভারেজ বিরোধী দল পাবে। সরাসরি কোনো কভারেজ না থাকায় টেবিল 'এ'তে বিরোধী দলের কভারেজ দেখানো হয়নি।
- ১৯৯৩ সালের ১৩ দিন এবং ১৯৯৯ সালের আট দিনের সংবাদের ভিত্তিতে তুলনামূলক টেবিলটি তৈরি করা হয়েছে।

তুলনামূলক টুকিটাকি

বিএনপি আমলে সংবাদের গড় সময় ছিল ২২ মিনিট ৪০ সেকেন্ড। আওয়ামী লীগ আমলে টিভি সংবাদের গড় সময় ১৯ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড। বিএনপি আমলে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং বিএনপি কার্যক্রম ছিল প্রতিদিন মোট সংবাদের ৩৭.৬৩ ভাগ।

বর্তমান আওয়ামী লীগ আমলে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিরা এবং আওয়ামী লীগ কার্যক্রম থাকছে মোট সংবাদের ৫৪% সময় ধরে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একক কভারেজ প্রতিদিন ৫.২ মিনিট বা ২৭.২৬% ভাগ। গত আমলে বিদেশি সংবাদ ছিল ২৫.৪২%। এখন সেটা কমে দাড়িয়েছে ৭%।

আগে সংবাদে বাণিজ্য এবং শেয়ার বাজার সংবাদ ও আবহাওয়া সংবাদ থাকতো। এখন বাণিজ্য বা আবহাওয়া কোনো সংবাদই থাকে না। হয়তো আওয়ামী আমলের বাণিজ্যিক মন্দা এর কারণ।

সংবাদে কি ছিল কি ছিল না

এই প্রতিবেদনের জন্য গত ৮ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত আট দিনের আটটা ও দশটার সংবাদ রেকর্ড করা হয়েছিল। নিউজ ইনফরমেশন বা নিউজ ভ্যালুর কথা বিবেচনা করে বিবিসি, জিনিউজ কিংবা দূরদর্শনের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের আটটার বা দশটার অনুষ্ঠানকে কোনোক্রমেই সংবাদ অনুষ্ঠান না বলে সরকারি প্রচার বিজ্ঞপ্তি বললে যথার্থ হবে। এদের কারো সঙ্গেই বিটিভির খবরের মিল পাওয়া যায় না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ক্ষমতায় থাকাকালে পিটিভি নিউজের শুরুতেই হতো উজিরে আজম মি. মোহাম্মদ নওয়াজ শরীফ নে কাহা বলে। বিটিভির সংবাদ শুরুই হয় 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন' বলে। বিদেশি এই একটি টিভি নিউজের সঙ্গেই বিটিভি নিউজের মিল পাওয়া যায়।

১০ নভেম্বর ১৯৯৯ শেখ হাসিনার সঙ্গে ছিনতাইকারীদের দ্বারা নিহত পুলিশ সার্জেন্ট আহাদের স্ত্রী সাক্ষাৎ করেন। টেলিভিশনে ৩৯ সেকেন্ড এই ছবি দেখানো হয়। একই দিন বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া যাত্রাবাড়িতে হরতালে পুলিশের গুলিতে নিহত রিনা বেগমের বাসায় যান। এই সংবাদ পরের দিনের খবরের কাগজগুলোতে এসেছে, টিভিতে আসেনি।

১১ নভেম্বর ১৯৯৯ ঢাকা নগরীতে বিরোধী চার দলের বিক্ষোভ, সমাবেশ, মিছিলের খবর টিভিতে আসেনি। কিন্তু একই দিন স্বরাষ্টমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বাগেরহাটে জনসভায় ভাষণ দেন, ভবানীগঞ্জে পুলিশ ক্যাম্প উদ্বোধন করেছেন এবং মাগুরায় মিটিং করেছেন। এসব সংবাদের কভারেজ গুরুত্ব সহকারে ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড জুড়ে দেখানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন রাজশাহী উপনির্বাচনের আচরণবিধি প্রকাশ করেছে। ১৮ তারিখে এক মিনিটের বেশি সময় ধরে এই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু একই দিন নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে এবং তিন রাষ্ট্রদূতপ্রধান সাক্ষাৎ করে টাঙ্গাইল উপনির্বাচন সম্পর্কে প্রকাশ করেন। এই খবর পরের দিনের সব খবরের কাগজে গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হলেও টিভি সংবাদে স্থান পায়নি। ৮ তারিখে বিরোধী দল আহূত হরতাল ছিল। এদিন আওয়ামী লীগের হরতাল বিরোধী মিছিল দেখানো হয় আড়াই মিনিট। বিএনপি বা অন্যান্য বিরোধী দলের হরতাল-মিছিল দেখালে বিটিভির সংবাদ খানিকটা হলেও গ্রহণযোগ্যতা পেতো। তবে এমনও শোনা যায়, বিএনপি তাদের অনুষ্ঠানে বিটিভি ক্যামেরা আসতে দেয় না। ২১ নভেম্বর ভাষা আন্দোলনের ওপর খবরের মাঝে একটি ফিচার রিপোর্ট দেখানো হয়। এ জন্য বিটিভি কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।

টেবিল 'বি'

১৯৯৩ বিএনপি আমল		১৯৯৯ আওয়ামী লীগ আমল	
সালাম তালুকদার	৪.০০ মি.	মোহাম্মদ নাসিম	৭.১৭ মি.
মির্জা গোলাম হাফিজ	৩.৪৮ মি.	তোফায়েল আহমেদ	৩.১৫ মি.
নাজমুল হুদা	৩.৩৫ মি.	আবদুর রাজ্জাক	৩.১৩ মি.
তরিকুল ইসলাম	২.৫৫ মি.	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	২.৩৭ মি.
আবদুল্লাহ আল নোমান	২.৫৪ মি.	আবুদস সামাদ আজাদ	১.২৮ মি.
মির্জা আব্বাস	২.৫২ মি.	অধ্যাপক আবু সাইয়িদ	১.২৭ মি.
মোশাররফ হোসেন	২.৫১ মি.	খন্দকার মোশারফ হোসেন	১.২৩ মি.
জাহানারা বেগম	২.৪৪ মি.	ওবায়দুল কাদের	১.১২ মি.
মাজিদ-উল-হক	২.৪১ মি.	সালাউদ্দিন ইউসুফ	১.০৭ মি.
অলি আহমদ	২.১৮ মি.		

সূত্র যায়যায়দিন, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। লেখকের পর্যবেক্ষণ : ৮ থেকে ২৫ নভেম্বর ১৯৯৯।

বিএনপি আমলে সংবাদের ২২.৬৫% জুড়ে ছিলেন সরকারের মন্ত্রী ও বিএনপি নেতারা। আওয়ামী লীগ আমলে এটা ২৬.৭% গিয়ে দাড়িয়েছে।

মন্ত্রী, নেতারা কে কতোটুকু কভারেজ পেয়েছেন

বিএনপি আমলে এবং আওয়ামী লীগ আমলে মন্ত্রী এবং নেতারা কে কতো সময় কভারেজ পেয়েছেন উপরের টেবিল 'বি'তে দেখানো হলো। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে আমির হোসেন আমু, জিল্লুর রহমান, মি. সাদেক, মেয়র হানিফ প্রমুখকেও টিভি সংবাদে একাধিকবার দেখা গেছে।

পলিটিকাল কভারেজ

গত ৮ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত আট দিনে পলিটিকাল কভারেজের মোট সময় ছিল ১ ঘণ্টা ৪১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড। এর মধ্যে

প্রধানমন্ত্রী	-	৪২ মি. ৩৬ সে.
মন্ত্রীরা	-	২৯ মি. ০৪ সে.
আ.লীগ ও রাজনৈতিক সংবাদ	-	১৬ মি. ৫০ সে.
সংসদ ও সংসদীয়	-	১৩ মি. ২৫ সে.
মোট	-	**১১০ মি. ১১৫ সে.**

অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ৪১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড

বিএনপি ও অন্য বিরোধী দলগুলো সংসদীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিচ্ছে। তাই সংসদ বিষয়ক কভারেজ দলগুলোর সংসদে প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়েছে। সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী কার কতোটুকু কভারেজ পাওয়া উচিত, কে কতোটুকু পেয়েছে। তা টেবিল 'সি'তে একটি তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো।

টেবিল 'সি'

সময় : ১৯৯৩। মোট ৯১ দিনের মনিটরিং-র ভিত্তিতে তৈরি করা টেবিল : (সূত্র : যায়যায়দিন, জুন, ১৯৯৩)

দল	প্রাপ্ত আসন	কভারেজ পাওয়া উচিত %	পেয়েছে %
বিএনপি	১৭৪	৫৩	৯৩
আ.লীগ	৯২	২৮	৪
জাতীয় পার্টি	৩৫	১১	১
জামায়াত	২০	০৬	১
অন্যান্য	০৯	০২	১
মোট	৩৩০	১০০	১০০
সময়: ১৯৯৯। মোট ৮ দিনের মনিটরিং-র ভিত্তিতে তৈরি করা টেবিল			
দল	**প্রাপ্ত আসন**	**কভারেজ পাওয়া উচিত %**	**পেয়েছে %**
বিএনপি	১১০	৩৪	০৪
আ.লীগ	১৮১	৫৫	৯৪
জাতীয় পার্টি	৩০	০৯	০১
জামায়াত	০৮	০২	০১
অন্যান্য	৩২৯	১০০	১০০
* বর্তমানে উপনির্বাচনের জন্য শূন্য আসনগুলো হিসাবে ধরা হয়নি। * ভোলার একটি আসনে প্রার্থীর (মি. বাবুল) মৃত্যু হওয়ায় নির্বাচন এখনো হয়নি। * জাতীয় পার্টি দুই ভাগ হলেও তাদের আসন সংখ্যা একত্রে হিসাব করে দেখানো হয়েছে			

পাদটীকা

প্রথম আলোতে টিভি সংবাদের ওপর এমন একটি শ্রমসাধ্য প্রতিবেদন তৈরি করা পণ্ডশ্রমের শামিল। কারণ টিভির নিউজ বিভাগে এমন কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করেন তাদের স্বভাব হয়ে গেছে বক্র লাঙলের মতো। হাজার চেষ্টা করেও যেমন বক্র লাঙল সোজা করা যায় না। তেমনি বিভিন্ন সরকারের আমলে কিছু উদ্যোগ নেয়া হলেও টিভি কর্মকর্তাদের কারণে টিভি সংবাদের কোনো পরিবর্তন আসে না। মন্তব্যটি করলেন একজন টিভি দর্শক।

ব্যক্তিগতভাবে আমার টেলিভিশনে যাওয়ার ইচ্ছা নেই
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ক্ষমতায় যাওয়ার পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রেডিও টেভির স্বায়ত্তশাসন পূরণ না করা এবং টিভি সংবাদে তার অত্যধিক উপস্থিতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সম্প্রতি প্রথম আলোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান। সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত সেই অংশটুকু এখানে তুলে ধরা হলো।

মতিউর রহমান : প্রায় সাড়ে তিন বছর তো হলে গেল আপনাদের সরকারের। আপনার দলীয় নির্বাচনী কর্মসূচি অনুযায়ী এখনো আপনারা কিছু পূরণ করতে পারেননি। এর মধ্যে একটা রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের কথা আপনি বলেছিলেন। কিন্তু সেটা আপনি করেননি। এটা কি আপনার সময় শেষ হওয়ার আগে আর করতে পারবেন ?

শেখ হাসিনা : সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, যে মুহূর্তে আমি রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের কথা বলবো, সেই মুহূতে রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা স্ট্রাইক শুরু করে দেবে এবং রেডিও টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যাবে। কে দায়িত্ব নেবে বলেন ? এটা তো আমি 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানেও বলেছিলাম। বরং আমরা আরো এক ধাপ উপরে উঠে প্রাইভেট চ্যানেলের অনুমতি দিচ্ছি। আর স্বায়ত্তশাসনের

ব্যাপারেও আলাপ-আলোচনা হচ্ছে কিভাবে করা যেতে পারে। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে, এতো টেকনিকাল ও স্পর্শকাতর স্থাপনা যদি যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায় বা বন্ধ করে দেয় তখন তো আপনারা আবার আমাদের দোষারোপ করবেন। রেডিও বন্ধ হয়ে গেল, টেলিভিশন বন্ধ হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল, বাংলাদেশে মনে হয় ক্যু হয়ে গেল ইত্যাদি কথা এসে যাবে। তারপরও আমরা কমিশন করলাম এবং বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জায়গা থেকে রিপোর্ট নিয়ে ঠিক করলাম যে, এটা করতে যেহেতু সমস্যা হচ্ছে সেহেতু আমরা প্রাইভেট চ্যানেল চালু করার সিদ্ধান্ত নিলাম। স্বায়ত্তশাসন করলে যেহেতু সরকারি চাকরি আর থাকছে না এখানেই সকলের আপত্তি, সবাই আপত্তি জানাচ্ছে। যেমন দৈনিক বাংলা বেসরকারিকরণ করতে যে বিপদে পড়লাম তা থেকে আমরা একটু সজাগ হয়েছি। কারণ আমরা ভেবেছিলাম সবাই যখন দাবি করছেন, ঠিক আছে আমরা দৈনিক বাংলা এবং বিচিত্রা বন্ধ করে দিই। বন্ধ করে দেয়ার পর আমরণ অনশন শুরু হলো। যারা এক সময় লিখেছিলেন তারাই আবার আমরণ অনশন শুরু করলেন। তখন আমরা তো শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। সেই আশঙ্কার কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, প্রাইভেট চ্যানেল চালু করার অনুমতি দিলাম। আমরা স্বায়ত্তশাসন থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। আমরা যদি আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আস্তে আস্তে মানাতে পারি তাহলে পর্যায়ক্রমে স্বায়ত্তশাসন করে দেবো।

মতিউর রহমান : টেলিভিশনে আপনাকে এতো দেখায় এটার কি জবাব দেবেন আপনি?

শেখ হাসিনা : আমি আপনাকে এর জবাব দিচ্ছি। আমি মনে হয় একবার আপনাদের সাংবাদিকদের নিয়ে বসেছিলাম। আমি টেলিভিশনকে আসতে দিইনি। আমার প্রেস সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তখন সাংবাদিকদের দিক থেকে একটা ডিমান্ড এসেছিল, এ সংবাদটা টেলিভিশন কভার করবে না ? তখন আমি টেলিভিশন ডাকি। ব্যক্তিগতভাবে আমার টেলিভিশনে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমি যে সমস্ত অনুষ্ঠানে যাচ্ছি তাদের তরফ থেকে একটা দাবি থাকে যে, সেই অনুষ্ঠানটা প্রচার হোক। সেই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত। তাই অনুষ্ঠান কভার করতে গিয়ে আমাকেও দেখাচ্ছে। আপনারা সেভাবে বিচার করেন, আমাকে এককভাবে দেখাচ্ছে না। সেই অনুষ্ঠানকেই দেখাচ্ছে। যেমন আজকে আমি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গেলাম। আমাকে বলেন, এখনই অনুষ্ঠানটি দেখাতে বারণ করি। তাহলে ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানটা যে হলো তারাই তো মনোকষ্ট পাবে, সব উন্মুখ হয়ে বসে আছে দেখবে, ছেলে-মেয়েরা দেখবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বেশি মনে হয় এ জন্য যে, আমি তো প্রোগ্রাম বেশি করি, আমি তো কাজ বেশি করি, আমি তো খাটি বেশি। বলুন আপনারা, আমি কাজ বন্ধ করে বসে থাকি। আমার তো তাতে কোনো আপত্তি নেই।

বিটিভির স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে খালেদা জিয়া যা বলেছিলেন

- গণপ্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও টিভিসহ সব রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে । *খালেদা জিয়া : ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে*
- টিভি যেহেতু একটি গণমাধ্যম, কাজেই একটি বোর্ড গঠন করে সেই বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হোক। প্রয়োজনে দুটি চ্যানেল হতে পারে। জাতীয় চ্যানেল সরকার ও বিরোধ দলসহ সর্বস্তরের কথা প্রচারিত হবে । *১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯০ টিভিতে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে : খালেদা জিয়ার ৫ বছর - দীনেশ দাস সম্পাদিত।*

বিএনপি সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি শুধু ভুলেই যায়নি তৎকালীন সরকারের তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা বলেছিলেন যেহেতু বেতার টিভি সরকারি সম্পত্তি আর বিএনপি যেহেতু সরকার চালায় সেহেতু বেতার টিভি বিএনপির কথায় চলবে । *সংবাদ সম্পাদকীয়,* ২৩ *এপ্রিল ১৯৯৬।*

বিটিভির স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা যা বলেছিলেন

- টিভি যেন অতীতের মতো সাহেব-বিবি-গোলামের বা বিবি-গোলামের বক্স হতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে । *৩০ জুন ১৯৯৬, মানিক মিয়া এভিনিউতে ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম জনসভায়*
- আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি রেডিও, টেলিভিশন ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থাকে স্বল্পতম সময়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করা হবে । *শেখ হাসিনা : ভোরের কাগজ, ১১ জুন ১৯৯৬*
- আমরা যেটা টেলিভিশনে দেখেছি যিনি যখন ক্ষমতায় আসছেন, টেলিভিশন তাদেরই সম্পত্তি, সেই দলের সম্পত্তি। আমরা যদি এ দেশে সরকার গঠন করতে পারি, ... টেলিভিশন রেডিও যে সরকারি সম্পদ নয়, এটা যে জনগণের সম্পদ, এটা

প্রজাতন্ত্রের সম্পদ, সেই নীতিমালায় যাতে চলে এই বিষয়ে আমরা লক্ষ্য রাখবো । ৯ *জুন ১৯৯৬, বিটিভিতে 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানে*

২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ইলেকট্রনিক মিডিয়া সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যগুলো নিজের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে যা ২২ জুন ২০০১ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি নিচে পুনমুদ্রিত হলো

বিটিভি ও একুশে টেলিভিশনের উদ্যোগ
নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার

২০০১ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে বিটিভি ও একুশে টেলিভিশন নিরপেক্ষভাবে সংবাদ প্রচারের ব্যাপক উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন নিরপেক্ষভাবে দুই দলের সংবাদ প্রচার শুরু করে । একুশে টেলিভিশন আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে সমানভাবে উপস্থাপনের অঙ্গীকার দেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। একুশে নির্বাচনী খবর প্রচারের ক্ষেত্রে তিন মাসের একটি পরিকল্পনাও তৈরি করে। এর আওতায় বড় দুটি দলকে ৪০ সেকেন্ড করে, জাতীয় পার্টিকে ১০ সেকেন্ড এবং অন্য ছোট ছোট দলকে ১০ সেকেন্ড অনুপাতে সংবাদ প্রচারের কৌশল ঠিক করা হয়েছে। একুশে টেলিভিশনের অন্যতম ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়মন ড্রং বলেছেন, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বৃহত্তর জাতীয় চেতনা সমুন্নত রেখে নিরপেক্ষভাবে সংবাদ 'ট্রিটমেন্ট' করে থাকে একুশে টেলিভিশন।

বাংলাদেশ টেলিভিশন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেয়ার দিন থেকেই খবর প্রচারের ক্ষেত্রে বেশ নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিচ্ছে। অবশ্য খবর প্রচারের আগে 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু'র ভাষণ ও উদ্ধৃতি নিয়মিতভাবে দেয়া হতো। তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি সূত্র জানিয়েছে, বিটিভি এখন দিকনির্দেশনাহীন অবস্থায় চললেও টিভির স্ক্রিন হয়ে উঠেছে নিরপেক্ষ। কোনো চাপ-তদ্বির না থাকায় বিটিভি স্বাধীনভাবে পেশাদারি দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ নির্বাচন ও তা প্রচার করে। খবরের পাশাপাশি আগামী নির্বচনকে সামনে রেখে বিটিভি বিশেষ অনুষ্ঠান, সাক্ষাৎকার, টক-শো, লাইভ-শো প্রচারের উদ্যোগ নেয়।

এদিকে ২০০১ নির্বচনে দেশের একমাত্র বেসরকারি টেলিভিশন একুশে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ নিয়েছে। খবর প্রচারের ক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক দলগুলোর কাকে কতোটুকু গুরুত্ব দেবে তা মিনিটওয়ারি ভাগ করে। সামনের তিন মাস একুশে সংবাদের বেশির ভাগ জুড়ে থাকবে নির্বাচনী খবর। নির্বাচনকে সামনে রেখে একুশে শুধু খবরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তারা লাইভ নির্বাচনী খবর প্রচারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আগে থেকেই। নির্বাচনী সাক্ষাৎকার, টক-শো, বিশেষ অনুষ্ঠানও প্রচার করবে একুশে টেলিভিশন। দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় একুশের খবরের নিরপেক্ষতা নিয়ে কিছুদিন ধরে প্রশ্ন উঠেছিল পর্যবেক্ষক মহলে। এ ব্যাপারে একুশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরহাদ মাহমুদ ও সায়মন ড্রং বলেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গি। দেশের প্রধানমন্ত্রী দৈনিক অনেক কাজ করেন বলে তাকে টিভি পর্দায় বেশি দেখা যাওয়াই স্বাভাবিক।

জনকণ্ঠ
২২ জুলাই ২০০১

রিপোর্ট-১
আটটার যন্ত্রনা আটটার সুখ

২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ইউএসএইড-এর সহযোগিতায় ডেমক্রেসিওয়াচ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মিডিয়াওয়াচ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর আওতায় প্রতিটি (প্রায় ১৬ ঘন্টা) সাতটি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এবং সেই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিদিন রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে কোন রাজনৈতিক দল কতো সময় গণমাধ্যমগুলোতে কভারেজ পাচ্ছে। পরের দিনের পত্রিকায় সেসব রিপোর্ট ছাপা হচ্ছে। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক মিডিয়া যথেষ্ট প্রভাবক ভূমিকা পালন করবে। আমাদের বিশ্বাস, প্রতিদিন নিয়মিত মনিটরিং এবং রিপোর্ট প্রকাশের ফলে গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যালান্স প্রবৃত্তি তৈরি হবে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের প্রতি পক্ষ অবলম্বন করলে সাধারণ মানুষ সেটা সহজেই বুঝতে পারবে। যে সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয় সেগুলো হলো বিটিভি, ইটিভি, চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, বাংলাদেশ বেতার, বিবিসি ও ভয়েস অফ আমেরিকা'র বাংলা অনুষ্ঠান।

যেহেতু প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে রিপোর্ট পাঠাতে হয় সেহেতু বিটিভির সর্বশেষ আটটার বাংলা সংবাদ, বিবিসি-র সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বাংলা অনুষ্ঠান, ইটিভির সাড়ে সাতটার বাংলা সংবাদ ও বেতারের সর্বশেষ রাত সাড়ে আটটার বাংলা সংবাদের কভারেজের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়। রাতের পরবর্তী সময়ের কভারেজ পরের দিনে হিসাবভূক্ত হয়। নিচের টেবিলে দেখানো হলো গত ১৭ জুলাই থেকে ২১ জুলাই ২০০১ তারিখ রাত ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত কোন দলের কভারেজ কতো ছিল।

১৭ জুলাই থেকে ২১ জুলাই ২০০১ সাল পর্যন্ত

মিডিয়াগুলো	**আওয়ামী লীগ**	**বিএনপি**	**জাতীয় পার্টি**	**জামায়াত**
	মি. সে.	মি. সে.	মি. সে.	মি. সে.
বিটিভি	১২:০০	৫:৪৭	৪:৪০	৭:২১
ইটিভি	১৪:১৮	৯:৪৯	৩:০৫	১:১২
বেতার	২:৩৫	৬:৪৫	১:১০	৪:৩০

জাপা (এ), জাপা (মি-ম)-এর কভারেজ একত্রে দেখানো হয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে জাসদ, কৃষক-শ্রমিক-জনতালীগ, ১১ দল প্রভৃতির কভারেজও ছিল।

এখানে বিশেষভাবে যেটি উল্লেখ করার মতো সেটি হলো, বিটিভির সংবাদের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে তত্ত্বাবধায়ক আমলে। পুরো আওয়ামী শাসন আমলে রাত আটটা এবং সাড়ে দশটায় সংবাদের আগে জাতির জনকের উক্তি বলে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠস্বর প্রচার করা হতো। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে সেটি বন্ধ করে দিয়েছে। বিএনপি আমলে বিরোধী দলগুলো নামকাওয়াস্তে সামান্য কভারেজ পেলেও আওয়ামী লীগ আমলে বিরোধী দল কোনো প্রকার টিভি কভারেজ পায়নি। (সূত্রঃ যাযাদি ১৯৯৩ ও প্রথম আলো ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৯)। ১৯৯৩ সালে বিএনপি, ১৯৯৫ সালে আওয়ামী লীগ ও ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রধান দুটি রাজনৈতি দলের বিটিভিতে প্রাপ্ত শতকরা গড় কভারেজের তুলনামূলক চিত্রটি দেখলেই বোঝা যাবে গত দুটি সরকার বাংলাদেশ টেলিভিশনকে নিজেদের একক প্রচার কার্যে কতো বেশি ব্যবহার করেছে।

প্রাপ্ত শতকরা গড় কভারেজ

	১৯৯৩	১৯৯৯	২০০১
	বিএনপি আমল	আওয়ামী লীগ আমল	তত্ত্বাবধায়ক আমল
আওয়ামী লীগ	০.১২%	৩৮%	১৩%
বিএনপি	২২.০৪%	০০%	৬%
জাপা ও জামায়াত	০০%	০০%	১৩%

(সূত্রঃ যায়যায়দিন ১৯৯৩ ও প্রথম আলো ১৯৯৯ এবং ২০০১ সালের মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট)

লক্ষণীয় যে, বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দলের নামমাত্র কভারেজ ছিল ০.১২%। পক্ষান্তরে বিএনপির একক কভারেজ ছিল ২২.০৪%। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ আমলে বিএনপিসহ অন্যান্য দলের কভারেজ ছিল ০০%। আর আওয়ামী লীগের একক কভারেজ ছিল ৩৮%। মজার ব্যাপার হলো, ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সবগুলো দলই তাদের কার্যক্রম অনুযায়ী টিভি কভারেজ পাচ্ছে। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে, বিটিভির অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয় নয়, সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে টিভি সংবাদের কভারেজ কিরূপ হবে। অর্থাৎ সরকারের উচ্চ মহলের সদিচ্ছা থাকলে বিটিভির নিউজ বিভাগের কর্মীরা যে পক্ষপাতহীনভাবে সঠিক ভূমিকাটি পালন করতে পারেন সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের এ কয়েকদিনেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সৌজন্যে সাপ্তাহিক যায়যায়দিন
২২.০৭.২০০১

কেউ ক্ষতিগ্রস্ত নয় সবাই লাভবান

মিডিয়াওয়াচ ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রতিদিন রিপোর্ট তৈরি করছে। বিষয়টি প্রায় সব মহলেই প্রশংসিত হলেও কারো কারো জন্য গাত্রদাহের কারণ হয়েছে। একটি নামি পৃন্ট মিডিয়ার সম্পাদকীয় বিভাগের ঊর্ধ্বতন একজন আমাকে বলেই দিয়েছেন, বাংলাদেশে খোদার পরে মিডিয়ার অবস্থান। সুতরাং সেই মিডিয়াগুলো অন্য কেউ ওয়াচ করবে এবং তাদের নিয়ে রিপোর্ট করবে এটা মানা যায় না। একটি দৈনিকে লিখেছে, *এখন বার্তা শাখায় অন্য ধরনের চাপ আছে বলে মনে হয়। তা হলো, কোন দলকে কতোটা সময় কভারেজ দেয়া হচ্ছে তার হিসাব-নিকাশ। মনে হয়, কেউ কেউ যেন সময় মাপার জন্য স্টপওয়াচ নিয়ে বসে আছেন। এটা উচিত নয়। (যুগান্তর ২৭ জুলাই ২০০১)*

মিডিয়াওয়াচের বিষয়টি যুগান্তর নেতিবাচক অর্থে গ্রহণ করে। কিন্তু আসল বিষয়টি তা নয়। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। মিডিয়াওয়াচের রিপোর্টের কারণে প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নেই। বরং সকলেই এর ফলে লাভবান হচ্ছেন। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ। তারা মিডিয়াওয়াচের রিপোর্ট দেখে সহজেই বুঝতে পারছেন, ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো রাজনৈতিক দলের কভারেজ দেয়ার ক্ষেত্রে দল নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না, কোনো বিশেষ দলের পক্ষ অবলম্বন করছে। বাংলাদেশের আসন্ন সংসদ নির্বচনে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একটি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক ভূমিকা রয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো যেন যথাযথভাবে তাদের সেই ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্য প্রতিদিনের মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে কেবল সহযোগিতা করে যাচ্ছি, এর বেশি কিছু নয়। এতে করে তাদের কমিটমেন্ট ও পারফরমেন্সের পার্থক্যটা সহজেই তারা ধরতে পারেন এবং দ্রুত সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পারেন।

দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা লিখেছে, *প্রচারযোগ্য সংবাদ না থাকলেও যদি সময়ের হিসাবের জবাবদিহি করতে হয় তাহলে বোধকরি বলতে হবে আহ! .... দলের কোনো খবর নেই। তবে কাল এই খবর ছিল। (জুলাই ২৭ ২০০১)*
সেটা বলার দরকার নেই। আমরা যদি গত ২২ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই ২০০১ তারিখ পর্যন্ত চারটি গণমাধ্যমের পলিটিকাল কভারেজের তুলনামূলক চিত্রটি দেখি তাহলে উপরের প্রশ্নের উত্তর মিলে যাবে।

মিডিয়াগুলো	**আওয়ামী লীগ**	**বিএনপি**	**জাতীয় পার্টি**	**জামায়াত**
	মি. সে.	মি. সে.	মি. সে.	মি. সে.
বিটিভি	১৭:১৯	১১:১৩	০৬:২০	০১:২৩
ইটিভি	৩৩:১১	২০:০৫	০৫:২২	০১:১৬
বেতার	০৭:০৪	০৪:৫৯	০২:০৮	০১:১৯
বিবিসি	২১:৩৩	০৯:০৫	০০:৩১	০০:০০

এটি ২২ থেকে ২৭ জুলাই ২০০১ তারিখ রাত ৯টা পর্যন্ত প্রাপ্ত কভারেজ।

সৌজন্যে মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট

এছাড়াও ১১ দল, জাসদ, গণফোরাম, মুসলিম লীগসহ অন্য ছোট দলগুলোর কভারেজও দেশি গণমাধ্যমগুলোতে ছিল। উপরের কভারেজ টেবিলটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জামায়াত-এ-ইসলামী কার্যক্রম অনুযায়ী বিটিভি, ইটিভি ও বেতারে প্রায় সমান কভারেজ এসেছে যাথাক্রমে ১ মিনিট ২৩ সেকেন্ড, ১ মিনিট ১৬ সেকেন্ড ও ১ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।

জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রেও বলা যায়, কাছাকাছি কভারেজ ছিল। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, বেতারের নিজস্ব কোনো নিউজ টিম নেই। ফলে তাদের পরিবেশিত সংবাদগুলো প্রচার হয় বিভিন্ন সংবাদ এজেন্সি বা প্রাপ্ত প্রেস নোটের ভিত্তিতে। চারটি গণমাধ্যমের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির তুলনামূলক কভারেজের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বিবিসি-র ক্ষেত্রে পার্থক্যের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। তারপরেই রয়েছে ইটিভি। মজার ব্যাপার হলো, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যকার কভারেজের তারতম্য বিটিভি এবং বেতার ছিল প্রায় সমান। বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের তফাৎ ছিল যথাক্রমে আওয়ামী লীগ ৬০%, বিএনপি ৪০%। আর বেতারে ছিল যথাক্রমে আওয়ামী লীগ ৫৯% ও বিএনপি ৪১%। অর্থাৎ উভয় দলের কার্যক্রম বা কর্মসূচি অনুযায়ী বিটিভি এবং বেতার যথাযথ কভারেজ দিয়েছে ।

পক্ষান্তরে ইটিভির কভারেজের ২২ থেকে ২৮ জুলাই ২০০১ তারিখ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ছিল ৬২% ও বিএনপি ৩৮% এবং বিবিসিতে আওয়ামী লীগ ৭০% ও বিএনপি ছিল ৩০%। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিটিভি ও ইটিভি তাদের সংবাদে রাজনৈতিক দলগুলোকে কভারেজ দেয়ার ব্যাপারে একটি নীতিমালার কথা জানিয়েছে। এতে বলা আছে, *বাংলাদেশ টেলিভিশন নিরপেক্ষভাবে দুই দলের (আওয়ামী লীগ-বিএনপি) সংবাদ প্রচার শুরু করেছে। একুশে টেলিভিশন আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে সমানভাবে উপস্থান করবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। এর আওতায় বড় দুটি দলকে ৪০ সেকেন্ড করে এবং জাতীয় পার্টিকে ১০ সেকেন্ড এবং অন্যান্য ছোট ছোট দলকে ১০ সেকেন্ড অনুপাতে সংবাদ প্রচারের কৌশল ঠিক করা হয়েছে (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ জুলাই ২০০,১ পৃ. ১৯)*। পূর্ববর্তী এক সপ্তাহের পারফরমেন্সে প্রমাণিত হয়েছে, বিটিভি তাদের কমিটমেন্ট ঠিক রাখলেও ইটিভি তাদের কমিটমেন্ট ঠিক রাখেনি।

সৌজন্যে সাপ্তাহিক যায়যায়দিন
৩১.০৭.২০০১

রিপোর্ট - ২
পরিবর্তন ঘটছে

২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট ২০০১ পর্যন্ত তিন সপ্তাহে টিভি রেডিও-তে রাজনৈতিক দলগুলোর, বিশেষ করে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের অনুপাতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। বিটিভিতে ২০ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজ ছিল যথাক্রমে ৬৮% এবং ৩২%। ইটিভিতে ৬৫% এবং ৩৫%। পক্ষান্তরে বেতারে কভারেজ ছিল আওয়ামী লীগ ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%। দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ জুলাই ২৭ থেকে ২ আগস্ট ২০০১ পর্যন্ত কভারেজের অনুপাত ছিল

	আওয়ামী লীগ	বিএনপি
বিটিভি	৬৪%	৩৬ %
ইটিভি	৫৫%	৪৫%
বেতার	৫৪%	৪৬%

সৌজন্যে: মিডিয়াওয়াচ

লক্ষণীয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনটি দেশীয় গণমাধ্যমের কভারেজের মধ্যে পার্থক্য ঘটছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিটিভি এবং ইটিভির নিজস্ব সংবাদ বিভাগ রয়েছে। কিন্তু বেতারের নিজস্ব কোনো সংবাদ বিভাগ নেই। তাদের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রেস রিলিজের ভিত্তিতে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। অর্থাৎ কেবল যেগুলো সধারণ নিরেট সংবাদ সেগুলোই বেতার পরিবেশন করে। পক্ষান্তরে বিটিভি ও ইটিভি সাধারণ সংবাদের পাশাপাশি স্বউদ্যোগেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংবাদ তৈরি ও প্রচার করে থাকে। ফলে বেতারের সঙ্গে এই দুটি গণমাধ্যমের পরিবেশিত রাজনৈতিক দলের কভারেজে পার্থক্য ঘটছে। এই পার্থক্যের বিষয়টি বিএনপি ০৩ আগস্ট তথ্য উপদেষ্টাকে জানায় এবং অভিযোগ করে যে, বিটিভিতে তাদেরকে কম কভারেজ দেয়া হচ্ছে।

০৩ আগস্ট থেকে ০৯ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের পার্থক্য দাড়ায় বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ৪৫%, বিএনপি ৫৫%। ইটিভিতে ছিল আওয়ামী লীগ ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%। একই সময় বেতার পরিবেশিত সংবাদে ছিল আওয়ামী লীগ ৪৯% এবং বিএনপি ৫১%। যেহেতু বেতারের কোনো সংবাদ টিম নেই, কোনো স্বউদ্যোগী সংবাদ নেই সেহেতু তাদের পরিবেশিত সংবাদকে মোটামোটিভাবে স্ট্যান্ডার্ড বলা যেতে পারে।

বিটিভি সংবাদের পাশাপাশি *চেতনা* নামে মতিয়া চৌধুরী ও মঈন খানের অংশগ্রহণে একটি অনুষ্ঠান করে। ০১ আগস্ট *মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব* নামে একটি পনেরো মিনিটের অনুষ্ঠানও বিটিভিতে প্রচারিত হয়। সেটি হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। শেখ হাসিনার প্রায় ২৪ মিনিটের একটি সাক্ষাৎকার ইটিভি প্রচার করলেও খালেদা জিয়ার কোনো সাক্ষাৎকার এখনো প্রচার করেনি।

একই সময় চ্যানেল আই ও এটিন বাংলা সংবাদ প্রচার না করতে পারলেও নির্বাচন সংক্রান্ত বেশ কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করছে। সেখানে জামায়াত-এ-ইসলামীর কোনো কভারেজ ছিল না। অন্য তিন দলের কভারেজ ছিল আওয়ামী লীগ ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড, বিএনপি ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটি ০৫ সেকেন্ড এবং জাতীয় পার্টি (মি-ম) ০১ ঘণ্টা ০৯ মিনিট ১৩ সেকেন্ড।

এখানে উল্লেখ্য, বিএনপির এবং চারদলীয় জোটের যৌথ অনুষ্ঠান বিএনপির কভারেজে দেখানো হয়েছে। সবগুলো গণমাধ্যমে জাতীয় পার্টি (এ), জাতীয় পার্টি (মি-ম) ও জাতীয় পার্টি (নাজিউর) গ্রুপকে একত্রে দেখানো হয়েছে। এছাড়া কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, জাসদ, ১১ দল, মুসলিম লীগসহ অন্য ছোট দলগুলোর কভারেজও সব গণমাধ্যমে ছিল।
বিটিভিতে শুধু শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়াকে ছবিসহ আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ২৭ বার এবং ২২ বার। ইটিভিতে শেখ হাসিনাকে ৪০ বার এবং খালেদা জিয়াকে ৩১ বার।

ইটিভিতে প্রথম দুই সপ্তাহের স্বউদ্যোগী সংবাদগুলো আওয়ামী লীগের দিকে ঝুকলেও কার্যক্রম অনুযায়ী তৃতীয় সপ্তাহে তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে।

অরু সুফিয়ান
যায়যায়দিন
১২.০৮.২০০১

ডেমক্রেসিওয়াচ মিডিয়াওয়াচের প্রথম কনফারেন্স রিপোর্ট

বাংলাদেশের আসন্ন ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলো তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাবক ভূমিকা রাখবে বলে সবাই মনে করছেন। এই প্রেক্ষাপটে গত ১৭ জুলাই থেকে অর্থাৎ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে মিডিয়াওয়াচ-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রতিদিন বিটিভি, ইটিভি, চ্যানেল আই ও এটিএন- এর সংবাদসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সার্বক্ষণিকভাবে একাধিক শিফটে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। একই সাথে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বাংলাদেশ বেতারের খবর এবং বিবিসি বাংলা ও ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা খবরসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা। এই সাতটি দেশী বিদেশী গণমাধ্যমের পর্যবেক্ষণকৃত রিপোর্ট প্রতিদিন রাত নয়টার মধ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে পাঠানো হয়েছে। দৈনিক আজকের কাগজ, সংগ্রাম এবং ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট ছাপছে। দৈনিক মানবজমিনসহ কিছু দৈনিক সপ্তাহের সামারি রিপোর্ট মুদ্রণ করছে।

১৯৯৩ সালে বিএনপির শাসন আমলে আমি নিয়মিত বিটিভির সংবাদ দেখতাম। সেসময় ইটিভি বা অন্য কোনো টিভি চ্যানেল ছিলো না। বিটিভির সংবাদ পর্যবেক্ষণ করে সে সময় প্রায় এক বছর নিয়মিতভাবে রিপোর্ট করা হয় । এরশাদ আমলে বিটিভিকে বলা হতো সাহেব বিবি গোলামের বাক্স। খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিটিভি রূপান্তরিত হলো বিবি গোলামের বাক্সে।
সেসময় বিটিভির সংবাদগুলোতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার একক কাভারেজ ছিলো প্রায় ১৪.৪৪ ভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের দেখানো হতো প্রায় ১৫.৫৯ ভাগ।

শেখ হাসিনার শাসনামলে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিটিভির সংবাদ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এককভাবে দেখানো হতো ২৭.৩ ভাগ। আওয়ামী লীগ মন্ত্রীদের কাভারেজ ছিলো প্রায় ১৮.৭ ভাগ। বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগ বিটিভিতে নিষিদ্ধ ছিলো। আবার আওয়ামী লীগ আমলে বিএনপি কার্যত নিষিদ্ধ থাকে। উভয় আমলে বিরোধীদের কাভারেজ ছিলো যথাক্রমে ০.১২ ভাগ ও ০.০ ভাগ।

টেলিভিশনের তথা গণমাধ্যমের বিষয়ে বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনের আগে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন- গণপ্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনসহ সব রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে।

অন্যদিকে শেখ হাসিনা ৯ই জুন ১৯৯৬ বিটিভিতে 'সবিনয় জানতে চাই' অনুষ্ঠানে বলেন- 'আমরা যেটা টেলিভিশনে দেখছি যিনি ক্ষমতায় আসছেন, টেলিভিশন তাদেরই সম্পত্তি, সেই দলের সম্পত্তি। আমরা যদি এ দেশে সরকার গঠন করতে পারি, ...

টেলিভিশন রেডিও যে সরকারি সম্পদ নয়, এটা যে জনগনের সম্পদ, এটা প্রজাতন্ত্রের সম্পদ, সেই নীতিমালায় যাতে চলে এই বিষয়ে আমরা লক্ষ রাখবো'।

সরকার গঠনের আগে দুই নেত্রী একই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরে তাদের শাসনাকালে বাস্তবতাও ছিলো একই রকম। দুজনের মধ্যে কার্যত কোনো মিল না থাকলেও এই একটি বিষয়ে তাদের কাজে মিল ছিলো। নিচের হিসাব অন্তত তাই সাক্ষী দিচ্ছে। বিএনপি শাসনামলে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী বিএনপির টেলিভিশন কাভারেজ পাওয়ার কথা ছিলো ৫৩%। কিন্তু তারা কাভারেজ নিয়েছে ৯৩%। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ শাসনামলে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য কাভারেজ ছিলো ৫৫%। কিন্তু তারা কাভারেজ নিয়েছে ৯৪%। (সুত্রঃ যায়যায়দিন ও প্রথম আলো, ১৯৯৩, ১৯৯৯)

এরশাদ, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার শাসনকালীন সময়ে তাদের বিরোধীদের সংবাদ কখনোই প্রচার করা হতো না। ঐ সময়ে টিভি সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বলতে কিছু ছিল না। মানুষকে যে কোন খবর, বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক খবরগুলো জানতে হতো বিবিসি রেডিও শুনে অথবা পরবর্তী দিনের সংবাদপত্র পড়ে। সংবাদের এই ধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় ইটিভিতে সংবাদ প্রচার শুরুর মাধ্যমে। মানুষ আনন্দ ও বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে ইটিভির সংবাদে একই সাথে সরকারী ও বিরোধী দলের সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। মানুষ আশান্বিত হতে থাকে। ফলে বিটিভি সংবাদ ছেড়ে মানুষ অধীর আগ্রহে ইটিভি সংবাদ শোনার জন্য অপেক্ষা করে। সাধারণ দর্শকদের প্রত্যাশা বাড়তে থাকে ইটিভির কাছে।

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলো প্রভাবক ভূমিকা রাখবে একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস দৈনিক নিয়মিত মনিটরিং এবং রিপোর্ট প্রকাশের ফলে গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যালান্স প্রবৃত্তি তৈরি হবে। এবং আনন্দের বিষয় সেটি হচ্ছে।

২০ জুলাই ২০০১ থেকে ০৯ আগষ্ট ২০০১ পর্যন্ত তিন সপ্তাহে টিভি রেডিওতে রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ করে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাভারেজের অনুপাতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। ২০ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাভারেজ ছিলো যথাক্রমে বিটিভিতে ৬৮% ও ৩২%। ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ৬৫% এবং ৩৫%। পক্ষান্তরে বেতারে কাভারেজ ছিলো আওয়ামী লীগ ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%।

দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ জুলাই ২৭ থেকে ০২ আগষ্ট ২০০১ এ কাভারেজের অনুপাত ছিলো যথাক্রমে-

	আওয়ামী লীগ	বিএনপি
বিটিভি	৬৪%	৩৬ %
ইটিভি	৫৫%	৪৫%
বেতার	৫৪%	৪৬%

লক্ষণীয় যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনটি দেশীয় গণমাধ্যমের কাভারেজের মধ্যে পার্থক্য ঘটছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিটিভি এবং ইটিভির নিজস্ব সংবাদ বিভাগ রয়েছে। বেতারের নিজস্ব কোনো সংবাদ বিভাগ নেই। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রেস রিলিজের ভিত্তিতে বেতার তাদের সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। অর্থাৎ কেবলমাত্র যেগুলো সধারণ নিরেট সংবাদ সেগুলোই বেতার পরিবেশন করে। পক্ষান্তরে বিটিভি ও ইটিভি সাধারণ সংবাদের পাশাপাশি স্বউদ্যোগেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংবাদ তৈরি ও প্রচার করে থাকে। ফলে বেতারের সাথে এই দুটি গণমাধ্যমের পরিবেশিত রাজনৈতিক দলের কাভারেজে পার্থক্য ঘটছে। এই পার্থক্যের বিষয়টি বিএনপি ০৩ আগষ্ট তথ্য উপদেষ্টাকে জানায় এবং অভিযোগ করে যে বিটিভিতে তাদেরকে কম কাভারেজ দেয়া হচ্ছে।

০৩ আগষ্ট থেকে ০৯ আগষ্ট আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাভারেজের পার্থক্য দাড়ায় । বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ৪৫%, বিএনপি ৫৫%। ইটিভিতে ছিলো আওয়ামী লীগ ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%। একই সময় বেতার পরিবেশিত সংবাদ ছিলো আওয়ামী লীগ ৪৯% এবং বিএনপি ৫১%। যেহেতু বেতারের কোনো সংবাদ টিম নেই এবং তাদের কোনো স্বউদ্যোগী সংবাদ নেই ফলে তাদের পরিবেশিত সংবাদকে মোটামোটিভাবে ষ্ট্যান্ডার্ড বলা যেতে পারে।

বিটিভির সংবাদের পাশাপাশি চেতনা নামে মতিয়া চৌধুরী ও মঈন খানের অংশগ্রহনে একটি অনুষ্ঠান করে। ০১ আগষ্ট মৃতুঞ্জয়ী শেখ মুজিব নামে একটি পনের মিনিটের অনুষ্ঠানও বিটিভিতে প্রচারিত হয়। সেটি হিসেবের মধ্যে ধরা হয়েছে। ইটিভি শেখ হাসিনার প্রায় ২৪ মিনিটের একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করলেও খালেদা জিয়ার কোন সাক্ষাৎকার প্রচার করেনি।

একই সময় চ্যানেল আই ও এটিন সংবাদ প্রচার না করতে পারলেও নির্বাচন সংক্রান্ত বেশ কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করছে। সেখানে জামায়াত ইসলামীর কোনো কাভারেজ ছিলো না। অন্য তিন দলের কাভারেজ ছিলো আওয়ামী লীগ ২ ঘন্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড, বিএনপি ২ ঘন্টা ৪৫ মিনিটি ০৫ সেকেন্ড এবং জাপা (মি-ম) ০১ ঘন্টা ০৯ মিনিট ১৩ সেকেন্ড।

এখানে উল্লেখ্য বিএনপির এবং চারদলীয় জোটের যৌথ অনুষ্ঠান বিএনপির কাভারেজে দেখানো হয়েছে। সবগুলো গণমাধ্যমে জাপা (এ), জাপা (মি-ম) ও জাপা (নাজিউর) গ্রুপকে একত্রে দেখানো হয়েছে। এছাড়া কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, জাসদ, ১১ দল, মুসলিম লীগসহ অন্য ছোট দলগুলোর কাভারেজও সবগুলো গণমাধ্যমে ছিলো।

মিডিয়াওয়াচের প্রতিদিনের মনিটরিং- এ কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে এমনটি বলছেন যে, কোনো দিন যদি কোনো দলের কার্যক্রম না থাকে তাহলে সেদিন কিভাবে টিভি বা রেডিও তাদের কাভারেজ দেবে ? তাহলে কি বলবে আজ অমুক দলের কোনো কাভারেজ ছিল না ? এর উত্তর হচ্ছে অবশ্যই বলবে না। আমরা চাই রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম অনুযায়ী তাদের কাভারেজ প্রচারিত হোক। এবং টিভি ও রেডিওর স্বউদ্যোগী সংবাদগুলোতে কারো পক্ষপাত না করে ব্যালেন্স কাভারেজ দেয়া হোক।

ইটিভিতে প্রথম দুই সপ্তাহের স্বউদ্যোগী সংবাদগুলো আওয়ামী লীগের দিকে ঝুকলেও কার্যক্রম অনুযায়ী তৃতীয় সপ্তাহে তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা আশা করি ইটিভির সংবাদের প্রতি যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, লক্ষ কোটি দর্শকের কথা চিন্তা করে ইটিভি আগামী দিনগুলোতে সেই প্রত্যাশা পূরণ করবে। একই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিটিভিকে। এরশাদ, খালেদা বা হাসিনা আমলে যারা কেবল একটি দল বা এক জন মানুষের কাভারেজ প্রচার করতো তারা এখন একই সাথে সবার কাভারেজ প্রচার করছে। ঐ তিন আমলে মানুষ বিটিভির রাত আটটার সংবাদকে বলতো আটটার যন্ত্রণা। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট গল্প বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো।

এক লোকের ছিল তিন যন্ত্রণা। বাসায় বৌয়ের যন্ত্রণা, অফিসে বসের যন্ত্রণা এবং রাতে আটটার যন্ত্রণা। বৌয়ের যন্ত্রণা সে মেনে নেয়। কারণ সেখানে আছে রাতের সুখ। অফিসে বসের যন্ত্রণা মেনে নেয়। কেননা সেখানে আছে মাস শেষে বেতন পাওয়ার সুখ। কিন্তু রাত আটটার যন্ত্রণার শেষে থেকে যায় কেবলই যন্ত্রণা। আগমী দুই মাস অন্ততঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাকী দুই মাস রাত আটটার সংবাদ দেখে আশা করি বলা যাবে আটটার যন্ত্রণা কেবলই যন্ত্রণা নয়। আটটার যন্ত্রণা এখন আটটার সুখ।

সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারা কষ্ট স্বীকার করে আজ আমাদের সংবাদ সম্মেলনে হাজির হয়েছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার সহকর্মীদের প্রতি। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এই কাজ কোনো ভাবেই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

আবু সুফিয়ান
সমন্বয়কারী
মিডিয়াওয়াচ
১২.০৮.২০০১

মিডিয়াওয়াচের দ্বিতীয় প্রেস কনফারেন্স রিপোর্ট

আর মাত্র পাঁচ দিন পরেই বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের প্রাক-কালে নানা কারণে মিডিয়াওয়াচের এই সংবাদ সম্মেলনটি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি।

দেশের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠ, নিরপেক্ষ এবং সফলভাবে সম্পন্ন হোক এ কামনা সবার। সুষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও সফল নির্বাচন

অনুষ্ঠান অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্বভরশীল। তার মধ্যে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মিডিয়া। ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া। আরো সহজ করে বললে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ভূমিকা।

মিডিয়ার এই বিশাল গুরুত্ব বিবেচনা করে ডেমক্রেসিওয়াচের মিডিয়াওয়াচ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর গত ২০ জুলাই থেকে সাতটি গণমাধ্যম সার্বক্ষণিকভাবে একাধিক শিফটে পর্যবেক্ষণ করছে। পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট প্রতিদিন রাত ৯টার মধ্যে বিভিন্ন দৈনিকসহ অন্যান্য নিউজ এজেন্সি এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতে পাঠানো হচ্ছে। বেশ কিছু জাতীয় দৈনিক বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট ছাপছে। কিছু দৈনিক ও সাপ্তাহিক উইকলি রিপোর্ট মুদ্রণ করছে।

যে সাতটি গণমাধ্যমের সংবাদ ও অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক কাভারেজ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সেগুলো হলো বিটিভি, ইটিভি, চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, বিবিসি বাংলা ও ভয়েস অফ আমেরিকা।

বিটিভির রাত আটটা ও দশটার সংবাদসহ রাজনীতি ও নির্বাচন বিষয়ক অনুষ্ঠানমালা পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। ইটিভির রাত সাড়ে সাতটা ও রাত এগারটার সংবাদসহ অন্যান্য রাজনীতি সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান ও সাক্ষাৎকারগুলো হিসাবভূক্ত হয়েছে।

এটিএন বাংলায় সম্প্রতি সীমিতভাবে রাতে একটি সংবাদ প্রচারিত হলেও সেটি হিসাবভূক্ত করা হয়নি। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর তৈরি নিজস্ব অনুষ্ঠানমালাও কাভারেজে দেখানো হয়েছে।

চ্যানেল আইয়ের ক্ষেত্রে কেবল অনুষ্ঠানগুলোর কাভারেজ দেখানো হয়েছে। তাদের প্রচারিত সংবাদ শিরোনাম হিসাবভূক্ত হয়নি।

বেতারের ক্ষেত্রে সকাল সাতটা, দুপুর বারোটা, বিকেল তিনটা, বিকেল চারটা, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা ও রাত সাড়ে আটটার সংবাদ কাভারেজে দেখানো হয়েছে।

বিবিসি বাংলা দুপুর দু'টা, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা ও রাত সাড়ে দশটার অনুষ্ঠান হিসাবভূক্ত হয়েছে।

ভয়েস অফ আমেরিকার রাত দশটার সংবাদ কাভারেজভূক্ত হয়েছে।

আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী সবচেয়ে প্রভাবশালী যন্ত্র হচ্ছে মিডিয়া। আর আমাদের মতো দেশে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল, শিক্ষার হার সীমিত, অধিকাংশ জনগোষ্ঠী অশিক্ষিত, সে ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিষয়টি বুঝতে পেরেই বাংলাদেশের বিগত সরকারগুলো ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে তাদের শাসনকালীন সময়ে কুক্ষিগত করে রেখেছিল।

বিগত সরকারগুলোর সময়কালে টেলিভিশনে তাদের সরকার ও সরকারী দলের নিজস্ব কর্মকান্ডের প্রচারনা ছাড়া বিরোধীদের কোন সংবাদ টেলিভিশনে স্থান পেতো না। ১৯৯৩ সালে বিএনপি শাসনামলে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য টিভি কাভারেজ ছিলো ৫৩% ভাগ। কিন্তু তারা কাভারেজ নিয়েছে ৯৩% ভাগ। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ শাসন আমলে সংসদের প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য কাভারেজ ছিলো ৫৫% ভাগ। কিন্তু তারা কাভারেজ নিয়েছে ৯৫% ভাগ।

বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগ বিটিভিতে নিষিদ্ধ ছিলো। আবার আওয়ামী লীগ আমলে বিএনপিও নিষিদ্ধ থাকে। উভয় আমলে বিরোধীদের কাভারেজ ছিলো যথাক্রমে ০.১২ ভাগ ও ০.০ ভাগ। *[সূত্র: প্রথম আলো, ১৯৯৯]*

বাংলাদেশের যে কোন দৈনিক পত্রিকার গড় পাঠক অনধিক পাঁচ জন। যদি কোনো দৈনিকের প্রচার সংখ্যা দুই লক্ষও ধরা হয়, তবে একটি দৈনিকের কাভারেজ সর্বোচ্চ দশ লক্ষ পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারে। পক্ষান্তরে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্ষমতা আরো বিশাল ও ব্যাপক।

১৯৯৩ সালে এক জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠান একই সময় সর্বোচ্চ বিশ লক্ষ লোক দেখে থাকেন। সাম্প্রতিক সময়ে জানা গেছে ইটিভি বা বিটিভির একটি অনুষ্ঠানের এককালীন দর্শক সংখ্যা তিন কোটিরও বেশি। বেতারের

ক্ষমতা এক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী। চলতি বছর আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহে আরেকটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় দেশে ইটিভির দর্শক সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। প্রায় ৪৭% ভাগ দর্শক ইটিভি দেখেন। ৩৩% ভাগ দেখেন বিটিভি, ১১% ভাগ চ্যানেল আই এবং ৯% ভাগ দর্শক এটিএন দেখেন । *[জনকণ্ঠ ২৫ আগষ্ট ২০০১]।*

আমরা মিডিয়াওয়াচ শুরু করা পর প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ ২০-২৬ জুলাই গণমাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর কাভারেজের অনুপাত ছিলো নিম্নরূপ:

মিডিয়া	আ'লীগ	বিএনপি	জাপা	জামাত
বিটিভি	৩৯%	১৯%	১৩%	৬%
ইটিভি	৫৩%	২৯%	১০%	১%
এটিএন	০%	০%	১০০%	০%
বেতার	৩৮%	২৩%	১৪%	১৩%
বিবিসি	৬৪%	৩৪%	২%	০%
ভোয়া	৬২%	৩৮%	০%	০%

দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ ২৭জুলাই থেকে ০২ আগষ্ট পর্যন্ত অবস্থার তেমন পরিবর্তন হয়নি।

তৃতীয় সপ্তাহে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এসময় দৈনিক আজকের কাগজ, দৈনিক ইনকিলাব, যুগান্তর, ইত্তেফাক, সাপ্তাহিক চলতিপত্রসহ বেশ কিছু দৈনিক ও সাপ্তাহিক মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট নিয়ে মূল্যায়ণধর্মী রিপোর্ট ও নিবন্ধ প্রকাশ করে। রাজনৈতিক দলগুলো খোঁজ নিতে থাকে গণমাধ্যমে তাদের দলকে যথাযথ কাভারেজ দেয়া হচ্ছে কি না। মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট নিয়ে বড় রাজনৈতিক দলগুলোসহ অন্যরাও বক্তব্য বিবৃতি দেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্য উপদেষ্টার সাথে দেখা করেন কেউ কেউ।

পর্যবেক্ষক মহলেও বিষয়টি আলোচিত হয়। বিদেশে বিশেষ করে লন্ডনে বিবিসির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে স্থানীয় বাংলাভাষীরা বিবিসি প্রধানকে মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টের রেফারেন্স দিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন।

দেশীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টের প্রশংসা করেন। অনেকেই বাংলাদেশে এ ধরনের একটি কাজকে 'মডেল' হিসাবে উল্লেখ করে শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নয় বরং নির্বাচনের পরে দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও যেন এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয় সে বিষয়টিতে জোড় দেন।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি প্রথম সপ্তাহে যেখানে বিটিভি, ইটিভি ও বিবিসিতে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের কাভারেজের তারতম্য ছিলো যথাক্রমে:

মিডিয়াসমূহ	আ'লীগ	বিএনপি	আ'লীগ	বিএনপি
	২০-২৬ জুলাই ১ম সপ্তাহ	২০-২৬ জুলাই ১ম সপ্তাহ	১৭-২৩ আগষ্ট ৫ম সপ্তাহ	১৭-২৩ আগষ্ট ৫ম সপ্তাহ
বিটিভি	৩৯%	১৯%	৩১%	২৪%
ইটিভি	৫৩%	২৯%	৪৪%	৪৫%
বিবিসি	৬৪%	৩৪%	২৭%	৩৩%

ষষ্ঠ সপ্তাহে অর্থাৎ ২৪-৩০ আগষ্ট বিটিভি ও ইটিভির কাভারেজের অনুপাত দাড়ায়-

মিডিয়া	আ'লীগ	বিএনপি
বিটিভি	৩২%	২৭%
ইটিভি	৩৯%	৩৭%

অর্থাৎ কাজ হচ্ছে।
মিডিয়াওয়াচের রিপোর্ট কতটা কার্যকরী হয়েছে এবং হচ্ছে সেটা আরো স্পষ্ট হয় সপ্তম সপ্তাহে। এসময় প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে দেয়া বিটিভি ও ইটিভির কাভারেজের তারতম্য আরো কমে আসে।

মিডিয়া	আ'লীগ	বিএনপি
বিটিভি	২৮%	৩১%
ইটিভি	৪৭%	৪৭%

এবং অষ্টম সপ্তাহে অর্থাৎ ০৭-১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর চিত্রটি ছিলো

মিডিয়া	আ'লীগ	বিএনপি
বিটিভি	৩২%	২৮%
ইটিভি	৪৭%	৪৭%

মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টের প্রথম দিকে প্রধান দুই গণমাধ্যম বিটিভি ও ইটিভির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো পক্ষপাতিত্বের। মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টের অষ্টম সপ্তাহে সেই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ খন্ডন করে বেরিয়ে এসেছে বিটিভি ও ইটিভি।

প্রথম সপ্তাহে বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাভারেজের পার্থক্য ছিলো প্রায় ২০% ভাগ। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ, বিএনপির তুলনায় বিশ ভাগ বেশি কাভারেজ পেয়েছিলো। শেষের তিন সপ্তাহে এই পার্থক্য কমে দাড়ায় মাত্র ৪% ভাগে।

পক্ষান্তরে ইটিভিতে আ'লীগ ও বিএনপির কাভারেজের পার্থক্য ছিলো প্রায় ২৪% ভাগ। শেষ তিন সপ্তাহে এই পার্থক্যের পরিমান দাড়ায় এক শতাংশেরও কম ০.৬৬% ভাগ।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য চলতি শেষ দুই সপ্তাহে আ'লীগ ও বিএনপির কাভারেজ ছিলো সমান ৪৭% ভাগ করে।

মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টের টুকিটাকি
একক কাভারেজ

বিটিভি এবং ইটিভিতে ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি কাভারেজ পেয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। বিটিভিতে নয় সপ্তাহে তার মোট কাভারেজ ছিলো *১ ঘন্টা ৪৬ মিনিট ১৭ সেকেন্ড* অর্থাৎ মোট রাজনৈতিক সংবাদের ১৯% জুড়ে ছিলেন আ'লীগ সভানেত্রী। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কভারেজ ছিলো *১ ঘন্টা ৩৭ মিনিট ২৫ সেকেন্ড*। মোট রাজনৈতিক সংবাদের প্রায় ১৮% ভাগ। জাতীয় পার্টি একাংশের প্রধান এরশারেদ কভারেজ ছিলো *৪৯ মিনিট ১৯ সেকেন্ড* এবং জামায়াতে ইসলামীর আমীর মতিউর রহমান নিজামীর কভারেজ ছিলো *৩৫ মিনিট ৩২ সেকেন্ড।*

ইটিভিতে শেখ হাসিনার কভারেজ ছিলো *৩ ঘন্টা ২০ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড*, খালেদা জিয়া *২ ঘন্টা ৩৩ মিনিট*, এরশাদ **২৭** *মিনিট ৩৫ সেকেন্ড* এবং মতিউর রহমান নিজামী *৪ মিনিট ২৭ সেকেন্ড।*

শেখ হাসিনা ও এরশাদের দুটি সাক্ষাৎকার দেখানো হলেও খালেদা জিয়া ও মতিউর রহমান নিজামীর কোনো সাক্ষাৎকার ইটিভিতে প্রচারিত হয়নি।

চ্যানেল আই ও এটিএন

চ্যানেল আই ও এটিএন রাজনীতি ও নির্বাচন বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন *কড়া আলাপ, নির্বাচন ২০০১ মুখোমুখি* ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি এটিএন আওয়ামী লীগ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি কর্তৃক প্রযোজিত *জয় বাংলা বাংলার জয়* নামক ১৮টি অনুষ্ঠান প্রচার করে মোট *৮ ঘন্টা ১৩ মিনিট*। একই সময় বিএনপি নির্বাচনী পরিচালনা কমিটি কর্তৃক প্রযোজিত 'সাবাশ বাংলাদেশ' নামে ১২ টি অনুষ্ঠান প্রচার করে মোট ৭ ঘন্টা ৫৯ মিনিট ১৮ সেকেন্ড।

বিজ্ঞাপন যন্ত্রণা

সবগুলো টেলিভিশন প্রোগ্রামেই বিজ্ঞাপন যন্ত্রণা ছিলো। একটি অনুষ্ঠানে বিশেষ করে সংবাদ প্রচারের সময় সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে ইটিভি। নয় সপ্তাহের সংবাদে ইটিভিতে মোট বিজ্ঞাপন সময় ছিলো *১৫ ঘন্টা ২৬ মিনিট_২৪ সেকেন্ড*। একই সময় বিটিভি সংবাদের বিজ্ঞাপন ছিলো *০১ ঘন্টা ০৮ মিনিট ৪১ সেকেন্ড*।

বিটিভি ও ইটিভির গড় সংবাদ প্রচারের সময় ছিলো যথাক্রমে *২৩ মিনিট ১৪ সেকেন্ড ও ৩০ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।*

উভয় টিভিতে গড়ে মোট রাজনৈতিক কভারেজ ছিলো যথাক্রমে বিটিভিতে ১৯% ভাগ এবং ইটিভিতে ৬৯% ভাগ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সবগুলো দল টেলিভিশনে কভারেজ পায়। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলো আনুপাতিক হারে কভারেজ পাবে কিনা সেটি নিয়মিতভাবে মনিটর করা প্রয়োজন বলে বিশ্লেষকগণ মত দেয়। সেটি করা গেলে আজকে মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টের যে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাচ্ছে, সেটি পূর্ণ মাত্রায় সফল হবে বলে তারা মনে করেন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট সহায়ক এবং শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মিডিয়াওয়াচ বা মিডিয়া মনিটরিং এর উদ্দেশ্য ছিলো দৈনিক মনিটরিং এবং রিপোর্ট প্রকাশ করা। যাতে করে গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত ব্যালেন্স প্রবৃত্তি তৈরি হয়। কোন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এরশাদ, হাসিনা বা খালেদা সরকারের শাসনকালের মতো কোনো নির্দিষ্ট দল বা ব্যক্তির পক্ষে নিরঙ্কুশ অবস্থান বা পক্ষপাতমূলক প্রচারণা না করে বরং রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম অনুযায়ী তাদের কভারেজ প্রচার করে। বিশেষ করে টিভি রেডিওর স্বউদ্যোগী সংবাদগুলোতে কারো পক্ষপাত না করে ব্যালেন্স কভারেজ দেয়া হয়।

আর আমরা কেবল ওয়াচ ডগ হিসাবে নিয়মিত মনিটরিং করে যাচ্ছি। প্রশ্ন হতে পারে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কি না ?

এর উত্তরে বিনয়ের সাথে বলতে চাই আমাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সার্থক হয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞ। তবে আমাদের এই কৃতিত্বের ভাগীদার দৈনিক পত্রিকাগুলোও। যারা সব সময় গুরুত্ব সহকারে আমাদের রিপোর্টগুলো ছেপেছেন। নিজেরা রিপোর্ট করেছেন। নিবন্ধ ছাপিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সবার প্রতি আমার সহকর্মীদের প্রতি আবারো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ সকলকে।

আবু সুফিয়ান
সমন্বয়কারী
মিডিয়াওয়াচ ২৫.০৯.২০০১

বিটিভিতে রাজনৈতিক দলের খবর প্রচারে ভারসাম্য এসেছে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বিটিভিতে রাজনৈতিক দলগুলোর খবর প্রচারে ভারসাম্য এসেছে। তবে ইটিভিতে আওয়ামী লীগকে বেশি সময় দেয়া হয়। ডেমক্রেসিওয়াচের প্রচার মাধ্যমে সংবাদ প্রচারের ওপর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য দেয়া হয়েছে। গতকাল রবিবার (১২ জুলাই ২০০১) সংস্থার কার্যালয়ে এক প্রেস কনফারেন্সে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। পর্যবেক্ষণ তথ্য অনুযায়ী গত ২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত বিটিভির সংবাদে আওয়ামী লীগকে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৪২ সেকেন্ড, বিএনপিকে ৫২ মিনিট ২৬ সেকেন্ড, জাতীয় পার্টিকে ১৯ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড, জামায়াতকে ১০ মিনিট ১৪ সেকেন্ড, ১১ দলকে ৮ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড, ইসলামী ঐক্যজোটকে ৫ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড সময় দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে মোট ১৫ ঘণ্টা ২ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড সংবাদ প্রচার সময়ের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের খবর প্রচার করা হয়েছে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শাসনামলে বিটিভিতে শাসক দলের সংবাদ প্রচারের সময় ছিল যথাক্রমে ৯৩ ভাগ ও ৯৪ ভাগ এবং বিরোধী দলের প্রচার সময় ছিল যথাক্রমে দশমিক ১২ ও শূন্য ভাগ।

এই তথ্যে দেখা যায়, ইটিভিতে আওয়ামী লীগের প্রচার সময় এখনো যথেষ্ট বেশি। ২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত ইটিভিতে ২ ঘণ্টা ৭ মিনিটি ৪৭ সেকেন্ড আওয়ামী লীগ, ১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড বিএনপি, ১৬ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড জাতীয় পার্টি, ১ মিনিট ২৫ সেকেন্ড জামায়াত, ৭ মিনিট ১১ দল, ২৫ সেকেন্ড ইসলামী ঐক্যজোট এবং ৫০ মিনিট ১১ সেকেন্ড তত্ত্বাবধায়ক সরকারের খবর প্রচার করা হয়। একই সময়ে বেতারে ২০ মিনিট ২৫ সেকেন্ড আওয়ামী লীগ, ১৬ মিনিট ৫০ সেকেন্ড বিএনপি, ৬ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড জাতীয় পার্টি, ৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ড জামায়াত, ৩ মিনিট ১৮ সেকেন্ড ১১ দল, ২৫ সেকেন্ড কৃষক শ্রমিক লীগ, ৪০ সেকেন্ড জাসদ, ২০ সেকেন্ড ইসলামী ঐক্যজোট এবং ১৯ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড তত্ত্বাবধায়ক সরকারের খবর প্রচার করা হয়েছে।

চ্যালেন আই ও এটিএন বাংলায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রচার সময় শূন্য। একই সময়ে চ্যানেল আইতে ১২ মিনিট আওয়ামী লীগ, ১১ মিনিট বিএনপি, ২৬ মিনিট ২০ সেকেন্ড জাতীয় পার্টি ও ১১ মিনিট ১১ দলকে দেখানো হয়েছে। এটিএন বাংলায় ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড আওয়ামী লীগ, ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ৫ সেকেন্ড বিএনপি ও ১ ঘণ্টা ৯ মিনিট ১৩ সেকেন্ড জাতীয় পার্টিকে দেখানো হয়েছে। প্রেস কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান এবং মিডিয়াওয়াচের সমন্বয়কারী আবু সুফিয়ান।

প্রথম আলো
১৩ আগস্ট ২০০১

ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সংবাদ প্রচারে ভারসাম্য এসেছে

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিএনপির এবং বিএনপি সরকারের সময় আওয়ামী লীগের সংবাদ প্রচারিত না হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের তিন সপ্তাহের মধ্যে দেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে ভারসাম্যমূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। 'মিডিয়াওয়াচ' সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে ডেমক্রেসিওয়াচ-এর নেতারা গতকাল এ কথা বলেন। তারা বলেন, গত ১৯৯১ ও ৯৬ সালের তুলনায় আসন্ন সংসদ নির্বচনে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা হবে অনেক বেশি। কারণ সংবাদ পাওয়ার জন্যে দেশের জনগন শুধু বাংলাদেশ টেলিভিশনের দিকে চেয়ে থাকে না। তাদের সামনে এখন বেশ কয়েকটি বিকল্প মাধ্যম রয়েছে।

রাজধনীর সার্কিট হাউস রোডে ডেমক্রেসিওয়াচের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে দেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাভারেজ বিষয়ক দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য তুলে ধরার জন্যে এ প্রেস কনফারেন্সে আয়োজন করা হয়। মিডিয়াওয়াচের সমন্বয়কারী আবু সুফিয়ান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), একুশে টেলিভিশন (ইটিভি), চ্যানেল আই এবং এটিএন বাংলায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাতসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে দেয়া কভারেজের সময় তুলে ধরেন। এতে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম সপ্তায় ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার সংবাদ প্রচারের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও এখন তা ভারসাম্যমূলক অবস্থায় এসেছে। ২০ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত এই এক সপ্তাহে বিটিভি শেখ হাসিনকে ৯ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড সময় দিয়েছে। পক্ষান্তরে এ সময় খালেদা জিয়াকে দেয়া হয় এর প্রায় অর্ধেক ৪ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড। কিন্তু ৩ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত এ সপ্তাহটিতে এ ব্যবধান

শুধু কমেইনি, বরং শেখ হাসিনার চেয়ে এ সময় খালেদা জিয়াকে বেশি সময় দেয়া হয়েছে। এ সাত দিনে বিটিভি খালেদা জিয়াকে সময় দিয়েছে ১০ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড। পক্ষান্তরে শেখ হাসিনাকে সময় দিয়েছে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড যা খালদা জিয়াকে দেয়া সময়ের তুলনায় শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ কম।

২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত এ তিন সপ্তাহে বিটিভি শেখ হাসিনাকে মোট ২৮ মিনিট ৩ সেকেন্ড, খালেদা জিয়াকে ২২ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড, জেনারেল এরশাদকে ১১ মিনিট ২২ সেকেন্ড, মতিউর রহমান নিজামীকে ৪ মিনিট ১১ সেকেন্ড সময় দিয়েছে। ২০ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত এ সাত দিনে ইটিভিতে শেখ হাসিনাকে কভারেজ দেয়া হয় ১৩ মিনিট ৩৯ কেকেন্ড এবং খালেদা জিয়াকে দেয়া হয় ৫ মিনিট ৫১ সেকেন্ড যা শেখ হাসিনাকে দেয়া সময়ের শতকরা ৪০ ভাগ। কিন্তু ইটিভি ৩ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত এ সাত দিনে খালেদা জিয়াকে সময় দেয় ১৯ মিনিট ৬ সেকেন্ড। একই সময় শেখ হাসিনাকে সময় দেয়া হয় ১৮ মিনিট ৩০ সেকেন্ড যা খালেদা জিয়াকে দেয়া সময়ের চেয়ে কিছুটা কম। মিডিয়াওয়াচের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, চ্যানেল আই ও এটিএন বাংলা সংবাদ প্রচার না করলেও নির্বাচন সংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রচার করছে। ২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত এ তিন সপ্তাহে এ দুটি টেলিভিশন চ্যানেলে আওয়ামী লীগকে ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড, বিএনপি ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ৫ সেকেন্ড এবং জাতীয় পার্টিকে (মি-ম) সময় দেয়া হয়েছে ১ ঘণ্টা ৯ মিনিট ১৩ সেকেন্ড।

মিডিয়াওয়াচের পর্যবেক্ষণে আরো বলা হয়, বাংলাদেশ বেতার প্রধান দুটি দলের সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছে। গত ৩ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত এ সাত দিনে তারা বিএনপিকে শতকরা ৫১ ভাগ এবং আওয়ামী লীগকে শতকরা ৪৯ ভাগ সময় দিয়েছে। ডেমক্রেসিওয়াচের কর্মকর্তারা জানান, সরকার ১ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত 'মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচারের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু এ ধরণের অনুষ্ঠান আওয়ামী লীগের পক্ষে যেতে পারে এ চিন্তা করে অনুষ্ঠানটি শুধু ১ আগস্ট এই একদিন প্রচার করা হয়। মিডিয়াওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়, আটটার সংবাদ এখন আর 'আটটার যন্ত্রণা' নয়, এটি এখন 'আটটার সুখ' এ পরিণত হয়েছে।

প্রেস কনফারেন্সে অন্যান্যর মধ্যে ডেমক্রেসিওয়াচ ও মিডিয়াওয়াচের কর্মকর্তা আবু সুফিয়ান, এমএম মোরশেদ মিঠু উপস্থিত ছিলেন।

আজকের কাগজ
১৩ আগস্ট ২০০১

সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যসহ ই-মিডিয়াতে রাজনৈতিক কভারেজ বৈষম্য কমে এসেছে

গতকাল (রবিবার) ডেমক্রেসিওয়াচ এক প্রেস কনফারেন্সে তাদের মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট উত্থাপন করে বলেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে রাজনৈতিক কভারেজ দেয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য অনেক কমে এসেছে। নিজস্ব জরিপ রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রেস কনফারেন্সে উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিটিভিতে যেখানে একক কভারেজ পেতেন ২৭.৩ ভাগ আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া শূন্য ভাগ সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিটিভিতে এ পর্যন্ত গড়ে কাভারেজ পেয়েছেন ২৮.০৩ মিনিট এবং বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বিটিভিতে এ পর্যন্ত গড় কভারেজ পেয়েছেন ২২.৫৬ মিনিট।

গতকাল ডেমক্রেসিওয়াচ মিলনায়তনে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে এ তথ্য উপস্থাপন করা হয়। ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমানের স্বাগত বক্তব্যের পর মিডিয়াওয়াচ কো-অর্ডিনেটর আবু সুফিয়ান প্রণীত মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। রিপোর্টে বিএনপি শাসনামল ও আওয়ামী শাসনামলের তুলনামূলক টিভি কভারেজের চিত্রসহ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে বিটিভি, ইটিভি, বেতার, বিবিসি, ভিওএ, চ্যানেল আই ও এটিএন বাংলার রাজনৈতিক কভারেজের দলীয় ও ব্যক্তিগত পরিসংখ্যানের জরিপ স্থান পায়।

সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যসহ ই-মিডিয়াতে রাজনৈতিক কভারেজ বৈষম্য কমে এসেছে

তালেয়া রেহমান শুরুতেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোর রাজনৈতিক প্রচারণার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রেডিও এবং টিভির দর্শক শ্রোতারা বর্তমানে ৭টি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংবাদ পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন। বিটিভি ও বেতার অতীতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একক প্রচার মাধ্যমে পরিণত হওয়ায় দর্শক শ্রোতাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। ইটিভির সংবাদ কার্যক্রম এক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিটিভিসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো ধীরে ধীরে জনগণের আস্থা তৈরি করতে পেরেছে। মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অর্থাৎ গত ১৭ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত ৭টি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ওপর পরিচালিত রাজনৈতিক কভারেজের ধরাবাহিক জরিপ রিপোর্ট তুলে ধরা হয়। এতে দেখা যায় যে, গত ৩ সপ্তাহে বিটিভিতে এককভাবে শেখ হাসিনার গড় কাভারেজ ২৮:০৩ মিনিট, এককভাবে খালেদা জিয়ার গড় কাভারেজ ২২:৫৬ মিনিট, এককভাবে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের গড় কভারেজ ১১:২২ মিনিট, এককভাবে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর গড় কাভারেজ ৪:১১ মিনিট। একইভাবে গত ৩ সপ্তাহে ইটিভিতে এই কভারেজের গড় ছিল শেখ হাসিনা ৪৫:৫১ মিনিট, খালেদা জিয়া ৩৪:১১ মিনিট, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১০:৪৮ মিনিট, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১:১৬ মিনিট। এছাড়া মিডিয়াওয়াচের জরিপে উল্লেখ করা হয় যে, একই সময়ে চ্যানেল আই এবং এটিএন বাংলা সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে রাজনৈতিক কভারেজ দিতে না পারলেও নির্বাচন সংক্রান্ত বেশ কিছু অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে কম বেশি কভারেজ দিয়েছে। তবে সেখানে জামায়াত-এ-ইসলামীর কোনো কভারেজ লক্ষ্য করা যায়নি। এক্ষেত্রে দলীয়ভাবে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কভারেজ পেয়েছে বিএনপি। সময় ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ০৫ সেকেন্ড। আওয়ামী লীগ পেয়েছে ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড এবং জাতীয় পার্টির (মি-ম) পেয়েছে ১ ঘণ্টা ৯ মিনিট ১৩ সেকেন্ড সময়।

মিডিয়াওয়াচের রিপোর্টে আরো লক্ষ্য করা যায় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রথম সপ্তাহে বিটিভিতে দলীয়ভাবে আওয়ামী লীগ কভারেজ পেয়েছে ৬৮%। পক্ষান্তরে বিএনপি এ সময় কভারেজ পেয়েছে ৩২%। ইটিভিতেও এ সময় আওয়ামী লীগ কভারেজ পেয়েছে সর্বোচ্চ ৬৫%, পক্ষান্তরে বিএনপি পেয়েছে ৩৫%। বেতারেও এ চিত্র ছিল প্রায় একই অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%। পরবর্তী দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সম্প্রচারের ক্ষেত্রে প্রায় একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। তবে ৩ আগস্ট বিএনপির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তথ্য উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে এক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফলে ৩ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট বিটিভিতে দলীয় কভারেজের পার্থক্য দাড়ায় আওয়ামী লীগ ৪৫%, বিএনপি ৫৫%। কিন্তু এ সময় ইটিভিতে পূর্ব চিত্রই বহাল থাকে অর্থাৎ ইটিভিতে এ সময় আওয়ামী লীগ কভারেজ পায় ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%। এছাড়া মিডিয়াওয়াচ বিবিসি ও ভিওএ দলীয়ভাবে রাজনৈতিক কভারেজের একটি চিত্র তুলে ধরে সেখানেও দেখা যায়, বিদেশি প্রচার মাধ্যমেও আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ সম্প্রচার গুরুত্ব পাচ্ছে। গত ৩ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত বিবিসি-তে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড, বিএনপি পেয়েছে ২ মিনিট ২ সেকেন্ড। জাতীয় পার্টি ও জামায়াত কোন সম্প্রচার পায়নি। তবে ভিওএ এ সময় আওয়ামী লীগকে সময় দিয়েছে ২ মিনিট ১২ সেকেন্ড, বিএনপি পেয়েছে ২ মিনিট ১৩ সেকেন্ড। জাতীয় পার্টিকেও ভিওএ ১ মিনিট ৬ সেকেন্ড সম্প্রচার করেছে। তবে জামায়াত কোনো সম্প্রচার সুবিধা পায়নি।

দৈনিক ইনকিলাব
১৩ আগস্ট ২০০১

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নিরপেক্ষ ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ

গত রবিবার (১২ জুলাই ২০০১) ডেমক্রেসিওয়াচ আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান বলেন, দেশের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় গণতন্ত্র বিকাশে এদেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এ জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা পালন করা উচিত। এই প্রেক্ষাপটে ১৫ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে ডেমক্রেসিওয়াচের মিডিয়াওয়াচ ইউনিট প্রতিদিন বিটিভি, ইটিভি, চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, বাংলাদেশ বেতার, বিবিসি বাংলা এবং ভয়েস অফ আমেরিকা (বাংলা খবর) এই সাতটি মিডিয়ার পর্যবেক্ষণকৃত রিপোর্ট প্রত্যহ জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে পাঠাচ্ছে। তিনি বলেন, এরশাদ আমলে বিটিভিকে বলা হতো 'সাহেব বিবি গোলাম-এর বক্স' খালেদা জিয়ার আমলে রূপান্তরিত হলো 'বিবি-গোলাম-এর বক্সে' বিএনপির আমলে বিটিভির সংবাদগুলোতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার একক কভারেজ ছিল প্রায় ১৪ দশমিক ৪৪ ভাগ এবং অন্য মন্ত্রীদের দেখানো হতো প্রায় ১৫ দশমিক ৫৯ ভাগ। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে বিটিভির সংবাদ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এককভাবে দেখানো হতো ২৭ দশমিক ৩ ভাগ। অন্যান্য মন্ত্রীদের কভারেজ ছিল প্রায় ১৮ দশমিক ৭ ভাগ।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ আমলে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য কভারেজ ছিল ৫৫ ভাগ। কিন্তু তারা কভারেজ নিয়েছে ৯৪ ভাগ। প্রেস কনফারেন্সে মিডিয়াওয়াচের সমন্বয়কারী আবু সুফিয়ান ও রিসার্চ সেলের সমন্বয়কারী এসএম মোরশেদও বক্তব্য রাখেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ আগস্ট ২০০১

রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম অনুযায়ী ব্যালান্স
সংবাদ প্রচার করা হোক- ডেমক্রেসিওয়াচ

আমরা চাই রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম অনুযায়ী ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতে তাদের সংবাদ প্রচার করা হোক। কোনো দলের পক্ষ না হয়ে রেডিও-টিভির স্বউদ্যোগী সংবাদগুলোতে ব্যালান্স কভারেজ দেয়া হোক। গতকাল রবিবার (১২ আগস্ট ২০০১) ডেমক্রেসিওয়াচ আয়োজিত ডেমক্রেসিওয়াচ মিলনায়তনে গত তিন সপ্তাহে সংবাদ প্রচারে মিডিয়াগুলোর বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে প্রেস কনফারেন্সে এ কথা বলা হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম অনুযায়ী ব্যালান্স (ছবি)

এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইলেকট্রনিক মিডিয়াওয়াচ কো-অর্ডিনেটর আবু সুফিয়ানের পক্ষে ইলেকশন মনিটরিং টিমের কো-অর্ডিনেটর মোস্তফা সোহেল। এতে উপস্থিত ছিলেন ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান, আবু সুফিয়ান, ডেমক্রেসি এয়্যারনেসের টিম লিডার ওয়াজেদ ফিরোজ এবং মোস্তফা সোহেল।

এর আগে স্বাগত বক্তব্যে তালেয়া রেহমান বলেন, ডেমক্রেসিওয়াচের মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট অ্যাডভোকেসি পর্যায়ে চলে গেছে, ওয়েবসাইটে গেছে। বিদেশ থেকেও প্রশংশিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমদের দেশে শিক্ষিতের হার কম বলে ইলেকট্রনিক মিডিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। ডেমক্রেসিওয়াচ গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার জন্য ৬ বছর যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি জানান।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বাংলাদেশের আসন্ন অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাবক ভূমিকা রাখবে বলে সবাই মনে করছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ডেমক্রেসিওয়াচ প্রতিদিন বিটিভি, ইটিভি, চ্যানেল আই ও এটিএন সংবাদসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। একই সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে রেডিও বাংলাদেশ, বিবিসি ও ভয়েস অফ আমেরিকার খবর। দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক আজকের কাগজ, ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেস প্রতিদিন বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে নিয়মিতভাবে এ রিপোর্ট ছাপছে। এতে বলা হয়, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের আগে দুই নেত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রেডিও, টিভিকে পরিপূর্ণ নিরপেক্ষ রাখবেন বলে। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে রেডিও-টিভিতে বিরোধী দল নিষিদ্ধ করা হয়। এতে আরো বলা হয়, আওয়ামী লীগ শাসনামলে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী আওয়ামী লীগের কাভারেজ পাওয়ার কথা ছিল ৫৫%। তবে তারা নিয়েছে ৯৪%, বিএনপি আমলে বিএনপির কভারেজ পাওয়ার কথা ছিল ৫৩% তারা নিয়েছে ৯৩%। ১৯৯৯ সালে বিটিভিতে শেখ হাসিনাকে এককভাবে দেখানো হতো ২৭.৩ ভাগ, আওয়ামী লীগ মন্ত্রীদের দেখানো হয়েছে ১৮.৭ ভাগ। অপরদিকে ১৯৯৩ সালে বিটিভিতে খালেদা জিয়াকে এককভাবে দেখানো হতো ১৪.৪৪ ভাগ। অন্যদিকে মন্ত্রীদের দেখানো হতো ১৫.৫৯ ভাগ। বিএনপি আমলে বিটিভিতে আওয়ামী লীগ যেমন নিষিদ্ধ ছিল, তেমনি আওয়ামী আমলে বিএনপিও একইভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

এতে বলা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই সময়ে গত ২০শে জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত বিটিভিতে আওয়ামী লীগের ৪৫%, বিএনপি ৫৫%। ইটিভি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির যথাক্রমে ৬২% এবং ৩৮% সংবাদ কভারেজ ছিল।

দৈনিক সংগ্রাম
১৩ আগস্ট ২০০১

ইলেকট্রনিক মিডিয়া : ডেমক্রেসিওয়াচের দাবি আওয়ামী লীগই প্রচার পাচ্ছে বেশি

ডেমক্রেসিওয়াচ বলেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পরও বিটিভি, ইটিভি ও বেতারে আওয়ামী লীগের প্রচারণাই বেশি। গতকাল প্রেস কনফারেন্সে সংস্থা এ দাবি করে।

গত ২০শে জুলাই থেকে ৯ই আগস্ট পর্যন্ত তিন সপ্তাহের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রস্তুত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- প্রথম সপ্তাহে এই তিনটি মিডিয়ার (বিটিভি, ইটিভি ও বেতার) মধ্যে বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজ ছিল যথাক্রমে ৬৮ ও ৩২ শতাংশ। ইটিভিতে ৬৫ ও ৩৫ শতাংশ এবং বেতারে ৬২ ও ৩৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের আনুপাতিক হার ছিল ৬৪ ও ৩৬ শতাংশ (বিটিভি), ৫৫ ও ৪৫ শতাংশ (ইটিভি) এবং ৫৪ এবং ৪৬ শতাংশ (বেতার)।

ডেমক্রেসিওয়াচের পক্ষে সাংবাদিকদের কাছে তথ্য উপস্থাপন করেন তালেয়া রেহমান, আবু সুফিয়ান ও জানিপপের ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ। সংবাদ পরিবেশনায় একমাত্র বেসরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইটিভি সম্পর্কে সংস্থার কর্মকর্তারা বলেন, ইটিভিতে প্রথম দুই সপ্তাহের স্ব-উদ্যোগী সংবাদগুলো আওয়ামী লীগের দিকে ঝুকলেও কার্যক্রম অনুযায়ী তৃতীয় সপ্তাহে এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা আশা করি, ইটিভির সংবাদের প্রতি যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, লক্ষ, কোটি দর্শকের কথা চিন্তা করে ইটিভি আগামী দিনগুলোতে সে প্রত্যাশা পূরণ করবে। একই সময় ধন্যবাদ বিটিভিকে। এরশাদ, খালেদা বা হাসিনা আমলে যারা কেবল একটি দল বা একজনের কভারেজ প্রচার করতো তারা এখন একই সঙ্গে সবার কভারেজ প্রচার করছে। কর্মকর্তারা প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, ১৯৯০ সালে যেখানে ২৪ লাখ লোক বিটিভির সংবাদ দেখতো সেখানে এখন ৩ কোটি লোক এক সঙ্গে সংবাদ দেখে।

সংবাদ
১৩ আগস্ট ২০০১

রেডিও টেলিভিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর কভারেজের অনুপাতে পরিবর্তন ঘটেছে- ডেমক্রেসিওয়াচ

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো প্রভাবক ভূমিকা রাখবে এই বিবেচনা থেকে ডেমক্রেসিওয়াচ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় রাজনৈতিক কভারেজের ওপর নজর রাখছে। গত রবিবার ডেমক্রেসিওয়াচ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময়ে তারা সাম্প্রতিক সময়ে মিডিয়াগুলোর প্রবণতা বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে তারা আশা প্রকাশ করেন, নিয়মিত মনিটরিং এবং রিপোর্ট প্রকাশের ফলে গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যালান্স প্রবৃত্তি তৈরি হবে। ইতিমধ্যেই টিভি-রেডিওতে রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের অনুপাতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। গত ২০ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাভারেজ ছিল যথাক্রমে বিটিভিতে ৬৮% ও ৩২%। ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ৬৫% এবং বিএনপি ৩৫%। পক্ষান্তরে বেতারে কভারেজ ছিল আওয়ামী লীগ ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%। দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ জুলাই ২৭ থেকে ২ আগস্ট ২০০১ পর্যন্ত কভারেজের অনুপাত বিটিভি ৬৪%-৩৬%, ইটিভি ৫৫%-৪৫%, বেতার ৫৪%-৪৬%-এ দাঁড়ায়।

ডেমক্রেসিওয়াচ-এর নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংগঠনের ইলেকট্রনিক মিডিয়াওয়াচ ইউনিটের সমন্বয়ক আবু সুফিয়ানের লেখা প্রধান নিবন্ধ পড়ে শোনান গবেষণা ও সামাজিক জরিপ ইউনিটের সমন্বয়ক এমএম মোর্শেদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডেমক্রেসি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের টিম লিডার ওয়াজেদ ফিরোজ এবং ইলেকশন মনিটরিং টিম-এর সমন্বয়ক মোস্ত ফা সোহেল। পঠিত রিপোর্টে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনটি দেশীয় গণমাধ্যমের কভারেজের মধ্যে পার্থক্য ঘটছে। এতে বলা হয়, বিটিভি এবং ইটিভির নিজস্ব সংবাদ বিভাগ থাকলেও বেতারের নিজস্ব কোনো সংবাদ বিভাগ নেই। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রেস রিলিজের ভিত্তিতে বেতার তাদের সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। কেবল যেগুলো সাধারণ নিরেট সংবাদ সেগুলোই বেতার পরিবেশন করে। পক্ষান্তরে বিটিভি ও ইটিভি সাধারণ সংবাদের পাশাপাশি স্বউদ্যোগেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংবাদ তৈরি ও প্রচার করে থাকে। ফলে বেতারের সঙ্গে এই দুটি গণমাধ্যমের পরিবেশিত রাজনৈতিক দলের কভারেজে পার্থক্য ঘটছে। এই পার্থক্যের বিষয়টি বিএনপি ৩ আগস্ট তথ্য উপদেষ্টাকে জানায় এবং অভিযোগ করে যে, বিটিভিতে তাদেরকে কম কভারেজ দেয়া হচ্ছে। ৩ আগস্ট থেকে ৯ আগষ্ট আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের পার্থক্য দাড়ায়, বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ৪৫%, বিএনপি ৫৫%। ইটিভিতে ছিল আওয়ামী লীগ ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%। একই সময় বেতার পরিবেশিত সংবাদ ছিল আওয়ামী লীগ ৪৯% এবং বিএনপি ৫১%। বিটিভির সংবাদের পাশাপাশি 'চেতনা' নামে মতিয়া চৌধুরী ও মঈন খানের অংশগ্রহণে একটি অনুষ্ঠান করে। ১ আগস্ট 'মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব' নামে একটি পনেরো মিনিটের অনুষ্ঠানও বিটিভিতে

প্রচারিত হয়। সেটি হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। শেখ হাসিনার প্রায় ২৪ মিনিটের একটি সাক্ষাৎকার ইটিভি প্রচার করলেও খালেদা জিয়ার কোনো সাক্ষাৎকার এখনো প্রচার করেনি। একই সময় চ্যানেল আই ও এটিএন সংবাদ প্রচার না করতে পারলেও নির্বাচন সংক্রান্ত বেশ কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করছে। সেখানে জামায়াত-এ-ইসলামীর কোনো কভারেজ ছিল না। অন্য তিন দলের কভারেজ ছিল আওয়ামী লীগ ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড, বিএনপি ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ৫ সেকেন্ড এবং জাপা (মি-ম) ১ ঘণ্টা ৯ মিনিট ১৩ সেকেন্ড। রিপোর্টে বিএনপির এবং চার দলীয় জোটের যৌথ অনুষ্ঠান বিএনপির কভারেজে দেখানো হয়েছে। সবগুলো গণমাধ্যমে জাপা (এ), জাপা (মি-ম) ও জাপা (নাজিউর) গ্রুপকে একত্রে দেখানো হয়েছে। এছাড়া কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, জাসদ, ১১ দল, মুসলিম লীগসহ অন্য ছোট দলগুলোর কভারেজও সব গণমাধ্যমে ছিল। অতীতে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে কভারেজের অবস্থা কি ছিল সে ব্যাপারেও আলোকপাত করা হয় রিপোর্টে। এতে বলা হয়, ১৯৯০-এর পর বিএনপি শাসনামলে বিটিভির সংবাদগুলোতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার একক কভারেজ ছিল প্রায় ১৪.৪৪ ভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের দেখানো হতো প্রায় ১৫.৫৯ ভাগ। শেখ হাসিনার শাসনামলে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিটিভির সংবাদ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এককভাবে দেখানো হতো ২৭.০৩ ভাগ। আওয়ামী লীগ মন্ত্রীদের কাভারেজ ছিল প্রায় ১৮.৮ ভাগ। বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগ বিটিভিতে নিষিদ্ধ ছিল। আবার আওয়ামী লীগ আমলে বিএনপি কার্যত নিষিদ্ধ থাকে। উভয় আমলে বিরোধীদের কভারেজ ছিল যথাক্রমে ০.১২ ভাগ ও ০:০০ ভাগ। টেলিভিশনের তথা গণমাধ্যমের বিষয়ে খালেদা জিয়া নির্বাচনের আগে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, গণপ্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনসহ সব রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। অন্যদিকে শেখ হাসিনা ৯ জুন ১৯৯৬-এ বিটিভিতে 'সবিনয় জানতে চাই' অনুষ্ঠানে বলেন, আমরা যেটা টেলিভিশনে দেখছি যিনি ক্ষমতায় আসছেন, টেলিভিশন তাদেরই সম্পত্তি, সেই দলের সম্পত্তি। আমরা যদি এ দেশে সরকার গঠন করতে পারি, ... টেলিভিশন-রেডিও যে সরকারি সম্পদ নয়, এটা যে জনগনের সম্পদ এটা প্রজাতন্ত্রের সম্পদ, সেই নীতিমালায় যাতে চলে এই বিষয়ে আমরা লক্ষ্য রাখবো। সরকার গঠনের আগে দুই নেত্রী একই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরে তাদের শাসন কালে বাস্তবতাও ছিল একই রকম। দুজনের মধ্যে কার্যত কোনো মিল না থাকলেও এই একটি বিষয়ে তাদের কাজে মিল ছিল নিচের হিসাব অন্তত তাই সাক্ষী দিচ্ছে। বিএনপি শাসনামলে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী বিএনপি টেলিভিশন কভারেজ পাওয়ার কথা ছিল ৫৩%। কিন্তু তারা কভারেজ নিয়েছে ৯৩%। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ শাসনামলে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য কাভারেজ ছিল ৫৫%। তবে তারা কাভারেজ নিয়েছে ৯৪%। (সূত্র যায়যায়দিন ও প্রথম আলো, ১৯৯৩, ১৯৯৯)।

রাজনৈতিক দল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মিডিয়া কাভারেজ ২০ জুলাই থেকে ০৯ আগস্ট ২০০১ পর্যন্ত

ক্রম	দলের নাম	বিটিভি ঘণ্টা.মি.সে	ইটিভি ঘণ্টা.মি.সে	বিবিসি ঘণ্টা.মি.সে	ভিওএ ঘণ্টা.মি.সে	বেতার ঘণ্টা.মি.সে	চ্যানেল আই ঘণ্টা.মি.সে	এটিএন বাংলা ঘণ্টা.মি.সে
১.	আওয়ামী লীগ	০১.১৫.৪২	০২.০৭.৪৭	০০.৩৯.০৪	০০.১৩.০৩	০০.২০.২৫	০০.১২.০০	০২.২৮.১৭
২.	বিএনপি	০০.৫২.২৬	০১.০৬.২৪	০০.১৭.৩১	০০.০৯.৪৪	০০.১৬.৫০	০০.১১.০০	০২.৪৫.০৫
৩.	জাপা	০০.১৯.৫৭	০০.১৬.৪৯	০০.০০.৩১	০০.০১.৪৬	০০.০৬.৪৩	০০.২৬.২০	০১.০৯.১৩
৪.	জামায়াত	০০.১০.১৪	০০.০১.২৫	-	-	০০.০৫.৪০	-	-
৫.	১১ দল	০০.০৮.৩৭	০০.০৭.০০	০০.০০.১৯	-	০০.০৩.১৮	০০.১১.০০	-
৬.	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	০০.০২.০৪	-	-	-	০০.০০.২৫	-	-
৭.	জাসদ	০০.০৫.০৭	০০.০২.২১	-	-	০০.০০.৪০	-	-
৮.	ইসলামী ঐক্যজোট	০০.০৫.৩৪	০০.০০.২৫	-	-	০০.০০.২০	-	-
৯.	ন্যাপ	০০.০৪.৩৫	০০.০২.৪৬	-	-	-	-	-
১০.	অন্যান্য	০০.০০.৩৫	০০.০০.৩৪	-	-	-	-	-
	মোট সময়সীমা	০৩.০৪.৫১	০৩.৪৫.৩১	৫৭.২৫	০০.২৪.৩৩	০০.৫৪.২১	০১.০০.২০	০৬.২২.৩৫
	সংবাদের মোট সময়	১৫.০২.৫৩	১৮.৫৭.১১	-	-	০৭.৪৭.০৬	-	-
১১.	তত্ত্বাবধায়ক	০২.১০.২৫	০০.৫০.১১	০০.৩৯.৩৪	০০.১১.১১	০০.১৯.৪৪	-	-

* বিটিভিতে প্রচারিত চেতনা ও মৃত্যুঞ্জয়ী অনুষ্ঠানসহ হিসাব করা হয়েছে।
* ভিওএর ২৩ জুলাই-এর সম্প্রচার থেকে হিসাব করা হয়েছে।

মানবজমিন ১৪ আগস্ট ২০০১

ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আওয়ামী লীগের কভারেজ বেশি বিএনপি কম

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিটিভি, একুশে টিভি, বিবিসি, ভিওএসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো আওয়ামী লীগের সংবাদ অনেক বেশি সময় ধরে প্রচার করছে। সে তুলনায় বিএনপিকে কভারেজ দেয়া হচ্ছে অনেক কম। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ডেমক্রেসিওয়াচ উল্লিখিত মিডিয়াগুলোর ওপর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বলেছে, গত ২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৪২ সেকেন্ড, বিএনপি ৫২ মিনিট ২৬ সেকেন্ড। ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ২ ঘণ্টা ৭ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড, বিএনপি ১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড। বিবিসি-তে আওয়ামী লীগ ৩৯ মিনিট ৪ সেকেন্ড, বিএনপি ১৭ মিনিট ৩১ সেকেন্ড। ভিওএতে আওয়ামী লীগ ১৩ মিনিট ৩ সেকেন্ড, বিএনপি ৯ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড। বাংলাদেশ বেতার আওয়ামী লীগ ২০ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। বিএনপি ১৬ মিনিট ৫০ সেকেন্ড। চ্যানেল আই-তে আওয়ামী লীগ ১২ মিনিট, বিএনপি ১১ মিনিট। এটিএন বাংলা-তে আওয়ামী লীগ ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড, বিএনপি ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ৫ সেকেন্ড কভারেজ পেয়েছে।

দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রভাবক শক্তি যাচাই করার উদ্দেশ্যে ডেমক্রেসিওয়াচ গত ২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সার্বক্ষণিকভাবে বিটিভি, একুশে টিভি, চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, বাংলাদেশ বেতার, বিবিসি ও ভয়েস অফ আমেরিকা নিরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ করেছে। গতকাল রোববার ডেমক্রেসিওয়াচের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। তিনি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে আগামীতে সেগুলো জনঘনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমি জীবনে দীর্ঘ সময় একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশে কাটিয়েছি। সেই সুবাদে দেখেছি সেখানে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো নির্বাচন উপলক্ষে রাজনৈতিক নেতাদের সরাসরি জনগণের সামনে হাজির করে তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকারনামা স্পষ্ট করে তুলতো। তিনি বলেন, নতুন শতাব্দীতে তথ্য প্রযুক্তির সর্বগ্রাসী প্রভাব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। ডেমক্রেসিওয়াচের প্রতিবেদন অনুযায়ী গত জুলাই মাসের ২০ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বিটিভিতে ৬৮ শতাংশ ও বিএনপি মাত্র ৩২ শতাংশ এবং একুশে টিভিতে আওয়ামী লীগ ৬৫ শতাংশ ও বিএনপি মাত্র ৩৫ শতাংশ কভারেজ পেয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ বেতারে কভারেজ ছিল আওয়ামী লীগ ৬২ শতাংশ এবং বিএনপি ৩৮ শতাংশ। পরের সপ্তাহে ২৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত বিএনপির জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো সময়ের বরাদ্দ কিঞ্চিত বাড়ায় তবে তা আশাব্যঞ্জক বলা যায় না।

ডেমক্রেসিওয়াচ জানায়, এ সময় কালে বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ৬৪ শতাংশ ও বিএনপি ৩৬ শতাংশ। ইটিভিতে আওয়ামী ৫৫ শতাংশ ও বিএনপি ৪৫ শতাংশ এবং বেতারে পরিবেশিত সংবাদে আওয়ামী লীগ ৫৪ শতাংশ ও বিএনপি ৪৬ শতাংশ কভারেজ পেয়েছে। তবে গত ৩ আগস্ট তারিখে তথ্য উপদেষ্টাকে এ সম্পর্কে বিএনপির তরফ থেকে অভিযোগ জানালে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিটিভিতে আওয়ামী লীগের কভারেজ ৬৪ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে নেমে যায়। অপরদিকে বিএনপির কভারেজ ৩৬ শতাংশ থেকে ৫৫ শতাংশে উঠে আসে। একইভাবে বেতার পরিবেশিত সংবাদে আওয়ামী লীগের কভারেজ ৫ শতাংশ কমিয়ে ৪৯ শতাংশ এবং বিএনপির কভারেজ ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৫১ শতাংশে উন্নীত করা হয়। তালেয়া রেহমান জানান, বিটিভিতে সংবাদের পাশাপাশি 'চেতনা' নামে এক অনুষ্ঠানে মতিয়া চৌধুরী ও ড. মঈন খান অংশ নেন। ১ আগস্ট 'মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব' নামে ১৫ মিনিটের একটি অনুষ্ঠানও বিটিভিতে প্রচারিত হয়েছে। তিনি বলেন, ইটিভি শেখ হাসিনার ২৪ মিনিটের একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করলেও খালেদা জিয়ার কোনো সাক্ষাৎকার এখনো প্রচার করা হয়নি। একই সময়ে চ্যানেল আই ও এটিএন বাংলা নির্বাচন সংক্রান্ত বেশ কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। তবে এ সময় তারা জামায়াত-এ-ইসলামীকে কোনো কভারেজ দেয়নি। সংবাদ সম্মেলনে অন্যানন্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিডিয়াওয়াচ ইউনিটের সমন্বয়কারী আবু সুফিয়ান, এমএম মোর্শেদ, ওয়াজেদ ফিরোজ ও মোস্তফা সোহেল। প্রেস কনফারেন্সে গত ২ সরকারের আমলে বিটিভিতে প্রধান ২টি রাজনৈতিক দলের সংবাদ প্রচারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে তালেয়া রেহমান জানান, বিএনপি শাসনামলে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী বিএনপির টেলিভিশন কভারেজ পাওয়ার কথা ছিল ৫৩ শতাংশ। কিন্তু তারা ৯৩ শতাংশ কভারেজ নেয়। অপরদিকে আওয়ামী লীগ শাসনামলে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী তাদের কভারেজ ছিল ৫৫ শতাংশ। তবে তারা কভারেজ নিয়েছে ৯৪ শতাংশ। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ আমলে ১৯৯৯ সালের ডিসম্বের মাসে বিটিভির সংবাদে ২৭ দশমিক ৩ ভাগই শেখ হাসিনাকে এককভাবে দেখানো হয়েছে। মন্ত্রীদের কভারেজ ছিল ১৮ দশমিক ৭ ভাগ। অপরদিকে বিএনপির শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ১৪ দশমিক ৪৪ ভাগ এবং অন্য মন্ত্রীদের ১৫ দশমিক ৫৯ ভাগ দেখানো হয়।

দৈনিক দিনকাল

১৩ আগস্ট ২০০১

ডেমক্রেসিওয়াচের মিডিয়াওয়াচের রিপোর্ট
বিটিভিতে বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগের কভারেজ বেশি

ডেমক্রেসিওয়াচ গতকাল রবিবার এক প্রেস কনফারেন্সে তাদের মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশনে আওয়ামী লীগকে কভারেজ দেয়া হয়েছে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৪২ সেকেন্ড। বিএনপির কভারেজ দেয়া হয়েছে ৫২ মিনিট ২৬ সেকেন্ড। তবে বিটিভিতে 'চেতনা' এবং 'মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব' শিরোনামে দুটি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় এটাও আওয়ামী লীগের কভারেজ হিসাবে ধরা হয়েছে। প্রশ্নোত্তরে এই মিডিয়াওয়াচের সমন্বয়কারী আবু সুফিয়ান জানান, যেহেতু 'চেতনা' ও 'মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব' এ দুটি অনুষ্ঠান প্রচার আওয়ামী লীগের পক্ষে যায় সেহেতু এটা আওয়ামী লীগের কভারেজ হিসেবে ধরা হয়েছে।

প্রেস কনফারেন্সে প্রদত্ত রিপোর্টে শুধু ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জরিপই করা হয়েছে। ২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত এই জরিপ চালানো হয়। এই সময় কালে বিটিভিতে আওয়ামী লীগ প্রচার পেয়েছে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৪২ সেকেন্ড। বিএনপি পেয়েছে ৫২ মিনিট ২৬ সেকেন্ড। জাতীয় পার্টি পেয়েছে ১৯ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড এবং জামায়াত-এ-ইসলামী পেয়েছে ১০ মিনিট ১৪ সেকেন্ড। ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ২ ঘণ্টা ৭ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড, বিএনপি ১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড, জাতীয় পার্টি ১৬ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড এবং জামায়াত-এ-ইসলামী পেয়েছে ১০ মিনিট ১৪ সেকেন্ড।

ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ২ ঘণ্টা ৭ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড, বিএনপি ১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড, জাতীয় পার্টি ১৬ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড এবং জামায়াত-এ-ইসলামী ১ মিনিট ২৫ সেকেন্ড।

চ্যানেল আই
আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১২ মিনিট, বিএনপি ১১ মিনিট, জাতীয় পার্টি ২৬ মিনিট, জামায়াতের প্রচার হয়নি। এটিএন বাংলা-য় আওয়ামী লীগ পেয়েছে ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড, বিএনপি ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট, জাতীয় পার্টি ১ ঘণ্টা ৯ মিনিট ১৩ সেকেন্ড, জামায়াতের প্রচার নেই। বাংলাদেশ বেতার-এ আওয়ামী লীগ পেয়েছে ২০ মিনিট ২৫ সেকেন্ড, বিএনপি ১৬ মিনিট ৫০ সেকেন্ড, জাতীয় পার্টি ৬ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড, জামায়াত-এ-ইসলামী ৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ড।

প্রেস কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান। তিনি বলেন, নির্বাচনে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তকণ্ঠ
১৩ আগস্ট ২০০১

২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কভারেজে আওয়ামী লীগ এগিয়ে

ডেমক্রেসিওয়াচ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোকে কভারেজ দেয়া সংক্রান্ত একটি পর্যবেক্ষণ ফলাফল প্রকাশ করেছে। গত ১৭ জুলাই থেকে শুরু হওয়া পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমে বিটিভি, ইটিভি, চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, বাংলাদেশ বেতার, বিবিসি বাংলা এবং ভয়েস অফ আমেরিকা-র নিয়মিত সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করে এ সংক্রান্ত ফলাফল গতকাল রবিবার ডেমক্রেসিওয়াচের মিলনায়তনে এক প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ডেমক্রেসিওয়াচের পর্যবেক্ষণে গত ২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বিটিভিতে কভারেজ পেয়েছে এক ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৪২ সেকেন্ড, ইটিভিতে ২ ঘণ্টা ৭ মিনিট ৭ সেকেন্ড, বিবিসি-তে ৩৯ মিনিট ৪ সেকেন্ড, ভিওএ-তে ১৩ মিনিট ৩ সেকেন্ড, বেতারে ২০ মিনিট ২৫ সেকেন্ড, চ্যানেল আই-তে ১২ মিনিট, এটিএন বাংলায় ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড। বিএনপি কভারেজ পেয়েছে বিটিভিতে ৫২ মিনিট ২৬ সেকেন্ড, ইটিভিতে ১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড, বিবিসি-তে ১৭ মিনিট ৩১ সেকেন্ড, ভিওএ-তে ৯ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড, বেতারে ১৬ মিনিট ৫০ সেকেন্ড, চ্যানেল আই-তে ১১ মিনিট, এটিএন বাংলা ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট পাচ সেকেন্ড। অপরদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিটিভি এবং ইটিভিতে কভারেজ পেয়েছে যথাক্রমে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট ২৫ সেকেন্ড ও ৫০ মিনিট ১১ সেকেন্ড। সব মিলিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন সপ্তাহে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কভারেজের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ এগিয়ে রয়েছে।

প্রেস কনফারেন্সের ডেমক্রেসিওয়াচের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন তালেয়া রেহমান, মোস্তফা সোহেল, ওয়াজেদ ফিরোজ, আবু সুফিয়ান, এমএম মোর্শেদ। ডেমক্রেসিওয়াচের কর্মকর্তারা জানান, বিএনপির শাসনামলে বিটিভিতে খালেদা জিয়ার একক কাভারেজ ছিল ১৪.৪৪ ভাগ এবং মন্ত্রীদের ১৫.৫৯ ভাগ। আওয়ামী লীগ আমলে শেখ হাসিনার একক কভারেজ ছিল ২৭.৩ ভাগ এবং মন্ত্রীদের ১৮.৭ ভাগ। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় আমলেই বিরোধীদের কভারেজ ছিল যথাক্রমে ০.১২ ভাগ ও ০.০ ভাগ। তবে ডেমক্রেসিওয়াচের পর্যবেক্ষণে এবারের ফলাফলে গত ১ আগস্ট 'মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব' নামে একটি ১৫ মিনিটের অনুষ্ঠান ও চেতনা নামের অপর একটি অনুষ্ঠানও আওয়ামী লীগের কভারেজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ডেমক্রেসিওয়াচের কর্মকর্তারা মন্তব্য করেন, ইটিভিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম দুই সপ্তাহের স্ব-উদ্যোগী সংবাদগুলো আওয়ামী লীগের দিকে ঝুকলেও কার্যক্রম অনুযায়ী তৃতীয় সপ্তাহে তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে।

দৈনিক মাতৃভূমি
১৩ আগস্ট ২০০১

বেতার টিভিকে নিরপেক্ষভাবে চালাতে হবে

ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান বলেছেন, গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের সময় ইলেকট্রনিক মিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই গণতন্ত্রকে সুসংহত করার লক্ষ্যে, গণমানুষকে সচেতন করার জন্য এ মাধ্যমকে নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত করতে হবে। তা না হলে আগামী নির্বাচনে দেশের মানুষ সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচন করতে ভুল করবে।

তিনি বলেন, গত ৫ বছরে দেশে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আগামী ৫ বছরে এ সেক্টরের আরো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। গতকাল রবিবার সকালে ডেমক্রেসিওয়াচ কার্যালয়ে 'মিডিয়াওয়াচ' আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে তিনি এ কথা বলেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ডেমক্রেসিওয়াচের রিসার্স অ্যান্ড সোস্যাল সার্ভে ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর এমএম মোরশেদ। অন্যানাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইলেকট্রনিক মিডিয়াওয়াচের কো-অর্ডিনেটর আবু সুফিয়ান, গণজাগরণ প্রোগ্রাম-এর টিম লিডার ওয়াজেদ ফিরোজ, ইলেকশন মনিটরিং টিমের কো-অর্ডিনেটর মোস্তফা সোহেল প্রমুখ।

প্রেস কনফারেন্সে লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, গত ২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত তিন সপ্তাহে বেতার টিভিতে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের অনুপাতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম সপ্তাহ অর্থাৎ ২০ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির কভারেজ ছিল যথাক্রমে বিটিভিতে শতকরা ৬৮ ভাগ ও ৩২ ভাগ। ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬৫ ভাগ ও ৩৫ ভাগ। তাছাড়া বেতারে কভারেজ ছিল আওয়ামী লীগ শতকরা ৬২ ভাগ ও বিএনপি শতকরা ৩৮ ভাগ।

দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ ২৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজ ছিল যথাক্রমে বিটিভিতে শতকরা ৬৪ ভাগ এবং ৩৬ ভাগ, ইটিভিতে শতকরা ৫৫ ভাগ ও ৪৫ ভাগ। তৃতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ ৩ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজ ছিল যথাক্রমে বিটিভিতে শতকরা ৪৫ ভাগ এবং ৫৫ ভাগ, ইটিভিতে ৬২ ভাগ ও ৩৮ ভাগ এবং বেতারে শতকরা ৪৯ ভাগ ও ৫১ ভাগ। প্রেস কনফারেন্সে লিখিত বক্তব্যে আরো জানানো হয়, গত ৩ সপ্তাহে অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজ ছিল যথাক্রমে বিবিসিতে ৩৯ মিনিট ও ১৭ মিনিট, ভয়েস অফ আমেরিকায় ১৩ মিনিট ও ৯ মিনিট, চ্যানেল আই-এ ১২ মিনিট এবং ১১ মিনিট এবং এটিএন বাংলায় ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ও ২ ঘন্টা ৪৫ মিনিট।

দৈনিক প্রভাত
১৩ আগস্ট ২০০১

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রাজনৈতিক ভূমিকা মনিটর করছে মিডিয়াওয়াচ

বাংলাদেশে আসন্ন অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোর ভূমিকা মনিটর করার উদ্দেশ্য সামনে রেখে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেমক্রেসিওয়াচ গঠন করেছে মিডিয়াওয়াচ ইউনিট । গত ১৭ জুলাই থেকে অর্থাৎ নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধয়াক

সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে মিডিয়াওয়াচ কার্যক্রম শুরু করেছে। গতকাল রবিবার ডেমক্রেসিওয়াচ কার্যালয়ে সংস্থার সমন্বয়কারী আবু সুফিয়ান সাংবাদিকদের সামনে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিদিন বিটিভি, ইটিভি, চ্যানেল আই ও এটিএন বাংলা-র সংবাদসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সার্বক্ষণিকভাবে একাধিক শিফটে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এই সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বাংলাদেশ বেতারের খবর এবং বিবিসি ও ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা খবরসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা। এই ৭টি দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমের পর্যবেক্ষণকৃত রিপোর্ট প্রতিদিন রাত ৯টার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে পাঠানো হচ্ছে। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান। ২০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট ২০০১ পর্যন্ত তিন সপ্তাহে টিভি রেডিওতে রাজনৈতিক দলগুলোর, বিশেষ করে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের অনুপাতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। ২০ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজ ছিল যথাক্রমে বিটিভিতে ৬৮% এবং ৩২%। ইটিভিতে ৬৫% এবং ৩৫%। পক্ষান্তরে বেতারে কভারেজ ছিল আওয়ামী লীগ ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%। দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ জুলাই ২৭ থেকে ০২ আগস্ট ২০০১ পর্যন্ত এ কভারেজের অনুপাত ছিল যথাক্রমে:

	আওয়ামী লীগ	**বিএনপি**
বিটিভি	৬৪%	৩৬%
ইটিভি	৫৫%	৪৫%
বেতার	৫৪%	৪৬%

লক্ষণীয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনটি দেশীয় গণমাধ্যমে কভারেজের মধ্যে পার্থক্য ঘটছে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিটিভি এবং ইটিভির নিজস্ব সংবাদ বিভাগ রয়েছে। বেতারের নিজস্ব কোনো সংবাদ বিভাগ নেই। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রেস রিলিজের ভিত্তিতে বেতার তাদের সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। অর্থাৎ কেবল যেগুলো সাধারণ নিরেট সংবাদ সেগুলোই বেতার পরিবেশন করে। পক্ষান্তরে বিটিভি ও ইটিভি সাধারণ সংবাদের পাশাপাশি স্ব-উদ্যোগেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংবাদ তৈরি ও প্রচার করে থাকে। ফলে বেতারের সঙ্গে এই দুটি গণমাধ্যমের পরিবেশিত রাজনৈতিক দলের কভারেজে পার্থক্য ঘটছে। এই পার্থক্যের বিষয়টি বিএনপি ৩ আগস্ট তথ্য উপদেষ্টাকে জানায় এবং অভিযোগ করে যে, বিটিভিতে তাদেরকে কম কভারেজ দেয়া হচ্ছে। ৩ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের পার্থক্য দাড়ায় বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ৪৫%, বিএনপি ৫৫%। ইটিভিতে ছিল আওয়ামী লীগ ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%। একই সময় বেতার পরিবেশিত সংবাদ ছিল আওয়ামী লীগ ৪৯% এবং বিএনপি ৫১%। যেহেতু বেতারের কোনো সংবাদ টিম নেই এবং তাদের কোনো স্ব-উদ্যোগী সংবাদ নেই সেহেতু তাদের পরিবেশিত সংবাদকে মোটামোটিভাবে স্ট্যান্ডার্ড বলা যেতে পারে। একই সময় চ্যানেল আই ও এটিএন সংবাদ প্রচার না করতে পারলেও নির্বাচন সংক্রান্ত বেশ কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এখানে জামায়াত-এ-ইসলামীর কোনো কভারেজ ছিল না। অন্য তিন দলের কভারেজ ছিল আওয়ামী লীগ ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড, বিএনপি ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ৫ সেকেন্ড এবং জাপা ১ ঘণ্টা ৯ মিনিট ১৩ সেকেন্ড।

এখানে উল্লেখ্য, বিএনপির এবং চার দলীয় জোটের যৌথ অনুষ্ঠান বিএনপির কভারেজে দেখানো হয়েছে। সবগুলো গণমাধ্যমে জাপা (এ), জাপা (মি-ম) ও জাপা (নাজিউর) গ্রুপকে একত্রে দেখানো হয়েছে। এছাড়া কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, জাসদ, ১১ দল, মুসলিম লীগসহ অন্য ছোট দলগুলোর কভারেজও সব গণমাধ্যমে ছিল।

দৈনিক আল আমীন
১৩ আগস্ট ২০০১

AL getting more coverage in electronic media : Democracywatch Survey

The Awami League is getting more coverage in the electronic media than the BNP even after the formation of the caretaker government about a month ago.

It appears from a media watch report compiled by Democracywatch that the Awami League got 68 percent of coverage against the BNP's 32 percent in the BTV from July 20 to 26. In ETV, AL got 65 percent of coverage while BNP 35 percent. In Bangladesh Betar, the coverage for Awami League was 62 percent and for BNP 38 percent.

From July 27 to August 2, coverage for Awami League was 64 percent and for BNP 36 percent in ETV, Awami League 55 percent and BNP 45 percent in ETV and Awami League 54 percent and BNP 46 percent in Bangladesh Betar.

This scenario started changing from August 3. In seven days until August 9, Awami League got 45 percent while BNP 55 percent in BTV, AL 62 percent and BNP 38 percent in ETV and AL 49 percent and BNP 51 per cent In Bangladesh Betar.

Democracywatch released the report at a press conference yesterday. The report was compiled after monitoring BTV, ETV, Channel-I, ATN Bangla, Bangladesh Betar and BBC for three weeks. The Voice of America was also monitored during the period.

In respect of individual coverage from July 20 to August 9, Shelkh Hasina topped the list in BTV. She received 28.03 percent, followed by Khaleda Zia 22.56 percent and HM Ershad 11.22 percent, Matiur Rahman Nizami 4.11 percent, Zillur Rahman 5.24 percent and Abdul Mannan Bhuiyan 7.06 percent. In ETV, Sheikh Hasliia got 45.51 percent followed by Khaleda Zia 34.11 pcrcent and HM Ershad 10.48 percent, Matiur Rahmn Nizami 1.16 percent, Zillur Rahman 2.39 percent and Abdul Mannan Bhuiyan 2.55 percent.
According to the report, there has been a significant change in coverage of political parties by BTV and Bangladesh Betar since the caretaker government took over on the 15th of last month.

The opposition parties were not covered by. these two electronic mediums when a political government was in power.

The Awami League got no coverage by BTV during the BNP regime while BNP faced the same fate during the tenure of the Awami League government.

Both Sheikh Hasina and Khaleda Zia had promised autonomy for radio and TV when they were out of power. But when they assumed state power, they equally used these two electronic mediums.

According to the strength of parties in Parliament, the BNP was supposed get 53 percent of coverage during the BNP rule but it took 93 percent of coverage. The Awami League was supposed to get 55 percent of coverage during its rule as per Its strength in the JS but it took 94 percent of coverage, the Democracywatch report said.
Executive Director of Democracywatch Taleya Rehman addressed the press conference. Abu Sufian, MM Morshed, Wazed Firoj and Mostafa Shohel were present.

Taleya Rehman said the present trend of coverage is more balanced than ever before.

The Independent
13 August 2001t

AL 'getting preference' in electronic media

The Awami League (AL) still in a dominating position in getting coverage form the country's electronic media running under both public and private ownership.

According to monitoring report prepared by the Democracywatch (DW), in the last 20 days from July 20 to August 9, the AL was given a total of one hour 15 minutes 42 seconds by the state owned BTV while the Bangladesh Nationalist party (BNP) was given a total coverage of 52 minutes 26 seconds.

The same thing happened in the coverage given by the privately run ETV. The AL was provided with coverage of two hours seven minutes and 47 seconds while the BNP was allotted one hour six minutes 24 seconds for the coverage, the DW monitoring revealed.

Executive Director of the DW Taleya Rehman and Coordinator Abu Sufian disclosed the monitoring report at a press conference at the office of the organisation Sunday.

Interestingly the caretaker government got the highest position in the coverage sponsored by the state owned BTV with two hours 10 minutes 25 seconds, the DW monitoring report said.

State owned radio, the Bangladesh Betar, also gave preference to the AL. During the monitoring period, the AL was allotted 20 minutes 25 seconds against the 16 minutes 50 seconds coverage to the BNP.

The caretaker government got the second position with 19 minutes 44 seconds following the coverage given to the AL.

The DW monitoring showed the international electronic media that includes the BBC and the Voice of America (VOA) gave relatively more coverage to the AL than to the BNP. During the monitoring period, the AL was allotted 39.04 minutes by the BBC while the BNP was allotted 17.31 minutes by the organisation.

The VOA allotted 13.03 minutes to the AL against an allotment of 09.44 minutes to the NBP. The BBC and the VOA allotted 39.34 minutes and 11.11 minutes respectively to the caretaker government.

The DW monitoring report observed the private satellite TV channel ATN Bangla is preferring BNP in its coverage while the Channel I is giving more preference to the AL in the coverage.

It also observed that the BTV and the ETV broadcast news of the other political parties including Jamaat, Jatiya Party and 11 Party.

Abu Sufian said in their nearly three weeks of monitoring it was obsrved that the ETV's coverage to the AL slightly changed in the third week after a continuous preference for the party.

Coverage of Political parties &
Caretaker government
Duration : 20th July to 09th August 2001

Sl	Name of Party	BTV hms	ETV hms	BBC hms	VOA hms	Betar hms	Channel I hms	ATN Bangla hms
1.	AL	01.15.42	02.07.47	00.39.04	00.13.03	00.20.25	00.12.00	02.28.17
2.	BNP	00.52.26	01.06.24	00.17.31	00.09.44	00.16.50	00.11.00	02.45.05
3.	JP	00.19.57	00.16.49	00.00.31	00.01.46	00.06.43	00.26.20	01.09.13
4.	JI	00.10.14	00.01.25	-	-	00.05.40	-	-
5.	11 Party	00.08.37	00.07.00	00.00.19	-	00.03.18	00.11.00	-
6.	KSL	00.02.04	-	-	-	00.00.25	-	-
7.	JSD	00.05.07	00.02.21	-	-	00.00.40	-	-
8.	IOJ	00.05.34	0.00.25	-	-	00.00.20	-	-
9.	NAP	00.04.35	00.02.46	-	-	-	-	-
10	Other	00.00.35	00.00.34	-	-	-	-	-
	TTL	03.04.51	03.45.31	57.25	00.24.33	00.54.21	01.00.20	06.22.35
	Total time	15.02.53	18.57.11	-	-	07.47.06	-	-
11	Caretaker	02.10.25	00.50.11	0.39.34	00.11.11	00.19.44	-	-

The Financial Express
13 August 2001

BTV giving higher coverage to BNP, ETV to AL

Bangladesh Television (BTV) has been giving slightly higher coverage to the BNP than Awami League during the last one week. News relating to BNP activities received 55 percent coverage in the BTV while news of Awami League got 45 percent coverage during seven days, between August 3 and 9.

On the other hand, Ekushey Television (ETV) gave 62 percent coverage to the Awami League while 38 percent to the BNP during the same period. Disclosing this at a press conference. Ms Taleya Rehman, chairperson of Democracywatch said the BTV has been giving slightly higher coverage following an objection raised by the BNP leaders with the Advisor to the Ministry of information on August 3 last that their news was getting less coverage in the state-owned BTV.

According to Taleya Rehman qualitative changes have taken place in three local electronic media-BTV, ETV and Bangladesh Betar during the rule of the Caretaker Government.

During seven days between July 20 and 26 last, she said Awami League and BNP received 68 percent and 32 percent coverage respectively in the BTV while the got 65 percent and 35 percent coverage respectively in the ETV during the same period. Though the political parties demand fair coverage in the state controlled television after losing the power, they do not

bother to give coverage to the opposition when they go to power. BNP was supposed-to receive 53 per cent coverage in the BTV in accordance with the seats they had received in the Jatiya Sangsad in 1991. But they got 93 percent coverage during their rule.

On the other hand, Awami League was due to receive *55* percent coverage according to its share of seats in the parliament in 1996 general elections. But they took 94 percent coverage.

Taleya Rehman, observed that after formation of the Caretaker Government all Bangladeshi electronic media, including BTV, ETV have been covering the news of almost all political parties. Coordinator of Mediawatch. a sister organisation of Democracywatch and Ms Moyeen Khan of Khan Foundation were also present at the press conference.

The New Nation
14 August 2001

ডেমক্রেসিওয়াচ-এর মিডিয়া পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশিত

গত মঙ্গলবার ডেমক্রেসিওয়াচ-এর উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিডিয়া পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এক প্রতিবেদনে জানান হয়, মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টের প্রথম দিকে প্রধান দুই গণমাধ্যম বিটিভি ও ইটিভির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল পক্ষপাতিত্বের। মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টের অষ্টম সপ্তাহে (৭ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর) সেই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ খণ্ডন করেছে বিটিভি এবং ইটিভি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম সপ্তাহে বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের পার্থক্য ছিল প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। বিএনপি'র তুলনায় অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ২০ ভাগ বেশি কভারেজ পেয়েছিল। শেষের ৩ সপ্তাহে এই পার্থক্য কমে দাড়ায় মাত্র ৪ ভাগ। পক্ষান্তরে ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের পার্থক্য ছিল প্রায় ২৪ ভাগ। শেষ তিন সপ্তাহে এই পার্থক্যের পরিমাণ দাড়ায় ১ ভাগেরও কম, শূন্য দশমিক ৬৬ ভাগ। উল্লেখ্য, চলতি শেষ দুই সপ্তাহে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজ হলো সমান ৪৭ ভাগ করে।

রিপোর্টে প্রকাশ, বিটিভি এবং ইটিভিতে ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি কভারেজ পেয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। বিটিভিতে নয় সপ্তাহে তার মোট কভারেজ ছিল ১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ১৭ সেকেন্ড। অর্থাৎ মোট রাজনৈতিক সংবাদের ১৯ ভাগ। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কভারেজ ছিল ১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। মোট রাজনৈতিক সংবাদের প্রায় ১৮ ভাগ। জাতীয় পার্টি একাংশের প্রধান এরশাদের কভারেজ ছিল ৪৯ মিনিট ১৯ সেকেন্ড। জামায়াত-এ-ইসলামীর আমীর মতিউর রহমান নিজামীর কভারেজ ছিল ৩৫ মিনিট ৩২ সেকেন্ড। ইটিভিতে শেখ হাসিনার কভারেজ ছিল ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড, খালেদা জিয়া ২ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট, এরশাদ ২৭ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড এবং মতিউর রহমান নিজামী ৪ মিনিট ২৭ সেকেন্ড।

চ্যানেল আই ও এটিএন বাংলা রাজনীতি ও নির্বাচন বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন *কড়া আলাপ, নির্বাচন ২০০১ মুখোমুখি* ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি এটিএন বাংলা আওয়ামী লীগ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি কর্তৃক প্রযোজিত *'জয়বাংলা বাংলার জয়'* নামক ১৮টি অনুষ্ঠান প্রচার করে মোট ৮ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। একই সময় বিএনপি নির্বাচনী পরিচালনা কমিটি কর্তৃক প্রযোজিত *'সাবাস বাংরাদেশ'* নামে ১১টি অনুষ্ঠান প্রচার করে মোট ৭ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ১৮ সেকেন্ড। ডেমক্রেসিওয়াচের মিডিয়াওয়াচ ইউনিট দেশের নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্রগুলো কিভাবে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক দলগুলিকে কভারেজ দিতেছে তাও পর্যবেক্ষণ করেছে। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, প্রথম আলো, ইনকিলাব, আজকের কাগজ ও ডেইলি স্টার এই ৭টি পত্রিকায় আওয়ামী লীগের রিপোর্টের সংখ্যা ৭২৪টি, বিএনপি ৬৩৩টি, জাতীয় পার্টি ১৮৫টি, জামায়াত ৮৫টি, ৪ দল ১১৬টি এবং অন্যান্য দল ৪৬৬টি।

পর্যবেক্ষণকালিন দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে ১৮৬টি। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘর্ষের সংখ্যা হলো আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপি'র ৯৮টি, আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াত-শিবিরের ৫টি, আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগ ১২টি, ৪ দলীয় জোট বনাম শরিক বিএনপি ১৭টি, সব দলের মিশ্র সংঘর্ষ ১১টি, বিএনপি বনাম জাপা ৪টি, বিএনপি বনাম সন্ত্রাসী ৯টি, আওয়ামী লীগ বনাম জাপা ৩টি, আওয়ামী লীগ বনাম সন্ত্রাসী ১৪টি, আওয়ামী লীগ বনাম পুলিশ ৪টি এবং অন্যান্য দল বনাম পুলিশ ৭টি। গত ২০

দিনে নির্বাচনী সহিংসতায় সারা দেশে গ্রেফতারের সংখ্যা দুই শতাধিক। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত প্রতিবেদন পাঠ করেন মিডিয়াওয়াচের সমন্বয়কারী আবু সুফিয়ান, সম্মেলনে অন্যান্যর মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১

আওয়ামী লীগের প্রাধান্য অব্যাহত থাকলেও ক্রমেই কমে এসেছে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০ জুলাই থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। তবে এই সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য ক্রমেই কমে এসেছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে রাজনৈতিক পক্ষপাত কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে মিডিয়াওয়াচ কৃতিত্ব দাবি করেছে। গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ডেমক্রেসিওয়াচ-এর নির্বাহী পরিচালক এই কৃতিত্ব দাবি করেন।

মিডিয়াওয়াচ-এর দ্বিতীয় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত রিপোর্ট অনুযায়ী ২০ জুলাই থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭টি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আওয়ামী লীগকে সময় দেয়া হয়েছে ৪৩ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড, বিএনপিকে দেয়া হয়েছে ৪২ ঘণ্টা ১০ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড, জাতীয় পার্টিকে দেয়া হয়েছে ১২ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড, জামায়ত-এ-ইসলামীকে দেয়া হয়েছে ২ ঘণ্টা ৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড এবং অন্যান্য দলকে দেয়া হয়েছে ৯ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড। এর মধ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ টেলিভিশনে আওয়ামী লীগকে সময় দেয়া হয়েছে ৪ ঘণ্টা ৫১ মিনিট ১৯ সেকেন্ড, বিএনপিকে দেয়া হয়েছে ৩ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ১৬ সেকেন্ড, বাংলাদেশ বেতারে আওয়ামী লীগকে সময় দেয়া হয়েছে ১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড, বিএনপিকে দেয়া হয়েছে ১ ঘণ্টা ১ মিনিট ৪১ সেকেন্ড। বেসরকারি টেলিভিশন ইটিভিতে আওয়ামী লীগকে সময় দেয়া হয়েছে ১৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ২৫ সেকেন্ড, বিএনপিকে দেয়া হয়েছে ৯ ঘণ্টা ২ মিনিট ৫১ সেকেন্ড। তবে প্রথম সপ্তাহ অর্থাৎ ২০ থেকে ২৬ জুলাই এ বিটিভিতে আওয়ামী লীগের কভারেজের অনুপাত ছিল ৩৯%, বিএনপির ছিল ১৯%। একই সময়ে ইটিভিতে আওয়ামী লীগের অনুপাত ছিল ৫৩% এবং বিএনপির ছিল ২৯% এবং অষ্টম সপ্তাহে অর্থাৎ ৭ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর বিটিভিতে আওয়ামী লীগের কভারেজ ছিল ৩২%, বিএনপি ছিল ২৮%। এই সময়ে ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের অনুপাত ছিল একই পরিমাণ অর্থাৎ ৪৭%। এছাড়া বিটিভি ও ইটিভিতে ব্যক্তিগতভাবে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে সবচেয়ে বেশি কভারেজ দেয়া হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। মিডিয়াওয়াচ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ওপর জরিপ চালিয়ে এই রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলে জানানো হয়।

আওয়ামী লীগের প্রাধান্য অব্যাহত থাকলেও ক্রমেই কমে এসেছে (ছবি)

দৈনিক ইনকিলাব
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১

বিটিভি ও ইটিভিতে গত দুই সপ্তাহে আওয়ামী লীগ
বিএনপি সমান প্রচার পেয়েছে

গতকাল মঙ্গলবার ডেমক্রেসিওয়াচের মিডিয়াওয়াচ ইউনিট তাদের নির্বাচন ভিত্তিক দ্বিতীয় প্রেস কনফারেন্সে সাতটি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এবং সাতটি নেতৃস্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রের নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোর নয় সপ্তাহের কভারেজ তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে এক প্রশ্নের জবাবে ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান ডেমক্রেসিওয়াচের প্রথম রিপোর্টের বিষয়ে আওয়ামী লীগ একটি মনগড়া আপত্তি তুলেছে। তিনি বলেন, আমার স্বামী শফিক রেহমানকে টেনে এনে তারা মিডিয়াওয়াচের পর্যবেক্ষণকে পক্ষপাতিত্ব বলে সমালোচনা করা হয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে ২০ জুলাই

থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় সপ্তাহ সময়ের সাতটি গণমাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে দেয়া কভারেজে রিপোর্টের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রেস কনফারেন্সে বলা হয়, প্রধান দুটি গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এবং একুশে টেলিভিশনে (ইটিভি) প্রচারিত রাজনৈতিক খবরে বিএনপির তুলনায় আওয়ামী লীগ ২০ শতাংশ বেশি কভারেজ পেয়েছিল।

প্রথম আলো
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১

ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার কভারেজ বেশি

মিডিয়াওয়াচ-এর সর্বশেষ জরিপেও দেখা গেছে, ইলেকট্রনিক ও পৃন্ট মিডিয়ায় বিএনপির তুলনায় আওয়ামী লীগ ও তার নেত্রী শেখ হাসিনা বেশি কভারেজ পাচ্ছেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে মিডিয়াওয়াচ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রচার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর সংবাদ প্রচারণার মনিটরিং করে আসছেএর আগে প্রকাশিত ৭টি সাপ্তাহিক রিপোর্টে দেখা গেছে, অওয়ামী লীগ তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি থেকে এসব প্রচার মাধ্যমে বেশি প্রচার পাচ্ছে। সর্বশেষ আষ্টম সপ্তাহের (৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর) মনিটরিং রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারি প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনে আওয়ামী লীগ কভারেজ পেয়েছে ৩২ শতাংশ এবং বিএনপি পেয়েছে ২৮ শতাংশ। ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়েই ৪৭ শতাংশ সময় কভারেজ পেয়েছে। এর আগের সপ্তাহগুলোতে ইটিভির কভারেজে আওয়ামী লীগ এককভাবে প্রাধান্য পেয়ে এসেছিল।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার কভারেজ বেশি (ছবি)

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ মনিটরিং রিপোর্টের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেন, রিপোর্টের প্রথম সপ্তাহগুলোর ফলাফলে দেখা গিয়েছিল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে এককভাবে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য ছিল ব্যাপক। সর্বশেষ সপ্তাহে এসে দেখা গেছে, সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য কিছুটা কমেছে।

রিপোর্টের ফলাফল তুলে ধরেন মিডিয়াওয়াচের সমন্বয়কারী আবু সুফিয়ান। প্রথম দুই সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী আওয়ামী লীগ বিটিভিতে ৩৯ শতাংশ, ইটিভিতে ৫৩ শতাংশ, বাংলাদেশ বেতারে ৩৮ শতাংশ, বিবিসি-তে ৬৪ শতাংশ এবং ভিওএ মোট সময়ে ৬২ শতাংশ কভারেজ পেয়েছে। এর বিপরীতে বিএনপি কভারেজ পেয়েছে বিটিভিতে ১৯ শতাংশ, ইটিভিতে ২৯ শতাংশ, বেতারে ২৩ শতাংশ, বিবিসি-তে ৩৪ শতাংশ এবং ভিওএ মাত্র ৩৮ শতাংশ সময়। রিপোর্টে বলা হয়, চতুর্থ সপ্তাহ পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকলেও পঞ্চম সপ্তাহ (১৭ থেকে ২৩ আগস্ট) অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হতে থাকে। অষ্টম সপ্তাহে এসে কিছুটা ভারসাম্য অবস্থার তৈরি হয়।

মিডিয়াওয়াচের রিপোর্ট অনুযায়ী বিটিভি ও ইটিভিতে ব্যক্তিগতভাবে সব থেকে বেশি কভারেজ পেয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। বিটিভিতে গত ৯ সপ্তাহে তার মোট কভারেজ ছিল ১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ১৭ সেকেন্ড অর্থাৎ মোট রাজনৈতিক সংবাদের ১৯ শতাংশ। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কভারেজ ছিল ১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। মোট রাজনৈতিক সংবাদের ১৮ শতাংশ। ইটিভিতে শেখ হাসিনার কভারেজ ছিল ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড। খালেদা জিয়ার ২ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট। এরশাদ ২৭ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড এবং মতিউর রহমান নিজামী ৪ মিনিট ২৭ সেকেন্ড। ইটিভিতে শেখ হাসিনা ও এরশাদের দুটো সাক্ষাৎকার দেখানো হলেও খালেদা জিয়া ও মতিউর রহমান নিজামীর কোনো সাক্ষাৎকার ইটিভিতে প্রচারিত হয়নি। গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে প্রধান ৭টি সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগের ৭২৪টি, বিএনপির ৬৩৩টি, জাতীয় পার্টির ১৮৫টি, জামায়াতের ৮৫টি, ৪ দলের ১১৬টি, যৌথভাবে ৩৯২টি এবং অন্যান্য ৪৬৬টি সংবাদ রিপোর্ট প্রকাশ হয়। একই সময়ে আওয়ামী লীগের ৪শটি এবং বিএনপির ৩৪৭ ছবি ছাপা হয়।

দৈনিক দিনকাল
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১

ডেমক্রেসিওয়াচ রিপোর্ট বিটিভি-ইটিভিতে বড় দুই দলের কভারেজের পার্থক্য কমে এসেছে

বেসরকারি সংস্থা ডেমক্রেসিওয়াচ নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথমদিকে প্রধান দুটি গণমাধ্যম বিটিভি ও ইটিভির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর কাভারেজে পক্ষপাতিত্বের। বর্তমানে সেই অভিযোগ খণ্ডন করে বিটিভি-ইটিভি বেরিয়ে এসেছে।

প্রথম সপ্তাহে বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের পার্থক্য ছিল প্রায় ২০ ভাগ। গত তিন সপ্তাহে এই পার্থক্য কমে দাড়ায় মাত্র ৪ ভাগে। পক্ষান্তরে ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের পার্থক্য ছিল ২৪ ভাগ। গত তিন সপ্তাহে এই পার্থক্য দাড়ায় এক শতাংশেরও কম ০.৬৬ ভাগে। গতকাল দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ডেমক্রেসিওয়াচ-এর নির্বাহী পরিচালক মিসেস তালেয়া রেহমান। রিপোর্টের ওপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মিডিয়াওয়াচের সমন্বয়কারী আবু সুফিয়ান।

রিপোর্টে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের কভারেজের তারতম্যে দেখানো হয়, ২০ থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বিটিভিতে ৩৯%, ইটিভিতে ৫৩% ও বিবিসিতে ৬৪%, পক্ষান্তরে একই সময়ে বিএনপি পেয়েছে বিটিভি-তে ১৯%, ইটিভিতে ২৯% এবং বিবিসি-তে ৩৪% কভারেজ। মিডিয়াওয়াচের সপ্তম সপ্তাহে এই পার্থক্য দাড়ায় বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ২৮%, বিএনপি ৩১% এবং ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ৪৭%, বিএনপিও ৪৭%। অষ্টম সপ্তাহে বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ৩২%, বিএনপি ২৮% এবং ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ৪৭%, বিএনপি ৪৭%। বিটিভিতে গত নয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর মোট কভারেজ ছিল ১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ১৭ সেকেন্ড যা মোট রাজনৈতিক সংবাদের ১৯%।

বিএনপি চেয়ারপারসনের কভারেজ ছিল ১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২৫ সেকেন্ড যা মোট রাজনৈতিক সংবাদের ১৮%। পক্ষান্তরে ইটিভিতে শেখ হাসিনার কভারেজ ছিল ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড। আর খালেদা জিয়া ছিল ২ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট।

সংবাদ সম্মেলনের প্রারম্ভে মিসেস তালেয়া রেহমান জানান, গত ১৬ জুলাই থেকে মিডিয়াওয়াচের কাজ শুরু হয়। তিনি জানান, আসন্ন নির্বাচনে ডেমক্রেসিওয়াচ ১০ হাজার পর্যবেক্ষক দিচ্ছে। ইতিমধ্যে তাদের ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ডেমক্রেসিওয়াচের পর্যবেক্ষক নিয়োগে আওয়ামী লীগের আপত্তি প্রশ্নে তালেয়া রেহমান বলেন, আপত্তি আমার স্বামীকে (শফিক রেহমান) টেনে আমার ওপর দেয়া হয়েছে। ডেমক্রেসিওয়াচের ওপর কোনোও দল মতের প্রভাব নেই।

দৈনিক মাতৃভূমি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১

ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাচনী রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে

ডেমক্রেসিওয়াচের মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয়েছে। এই রিপোর্টে গত নয় সপ্তাহের অর্থাৎ ২০ জুলাই থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭টি গণমাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে দেয়া কভারেজ, রিপোর্টের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। বিটিভি, ইটিভি, চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, বাংলাদেশ বেতার, বিবিসি ও ভয়েস অফ আমেরিকায় প্রচারিত নির্বাচনী রিপোর্টকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে-এ তথ্য জানান তালেয়া রেহমান ও আবু সুফিয়ান।

ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাচনী রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে (ছবি)

মুক্তকণ্ঠ
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সমান প্রচার পাচ্ছে
ডেমক্রেসিওয়াচ

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এখন সরকারি ও বেসরকারি মালিকানাধীন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রায় সমান প্রচার পাচ্ছে। ডেমক্রেসিওয়াচ পরিচালিত জরিপের ফলাফল অনুযায়ী মঙ্গলবার এ কথা বলা হয়েছে।

জরিপে আরো বলা হয়, আওয়মী লীগ এখনো বিবিসি ও ভিওএ-র অনুষ্ঠান বিএনপির চেয়ে বেশি প্রচার পাচ্ছে।
ডেমক্রেসিওয়াচ ১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রচার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রচারের ভিত্তিতে তৈরি জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিটিভি এ সময়ে আওয়ামী লীগকে ২৫ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড এং বিএনপিকে ২০ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড প্রচার সুবিধা দিয়েছে। ইটিভি একই সময়ে খবর প্রচারে আওয়ামী লীগের জন্য ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড এবং বিএনপির জন্য ৩০ মিনিট ২৬ সেকেন্ড ব্যয় করেছে।

ডেমক্রেসিওয়াচ মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে।

দৈনিক প্রভাত
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ইটিভি-বিটিভির সমান প্রচার পাচ্ছে
ডেমক্রেসিওয়াচ

ডেমক্রেসিওয়াচ আয়োজিত মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে গত ৯ সপ্তাহে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা, তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন দিক তুলে ধরে নেতারা বলেন, আমাদের রিপোর্টে প্রথম দিকে প্রধান দুই গণমাধ্যম বিটিভি ও ইটিভির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল পক্ষপাতিত্বের। কিন্তু আমাদের রিপোর্টের অষ্টম সপ্তাহে সেই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ খণ্ডন করে বেরিয়ে এসেছে বিটিভি ও ইটিভি। মিডিয়াওয়াচ জানায়, প্রথম সপ্তাহে বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাভারেজের পার্থক্য ছিল প্রায় ২০ ভাগ। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ, বিএনপির তুলনায় বিশ ভাগ বেশি কাভারেজ পেয়েছিল। শেষের তিন সপ্তাহে এই পার্থক্য কমে দাড়ায় মাত্র ৪ ভাগে। চলতি দুই সপ্তাহে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাভারেজ ছিল সমান ৪৭ ভাগ করে।

ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাচনী রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে (ছবি)

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডেমক্রেসিওয়াচ আয়োজিত তাদের মিডিয়া রিপোর্ট প্রকাশ কালে এ তথ্য জানান। তথ্য প্রকাশ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান, সমন্বয়কারী আবু সুফিয়ান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহেদা ফেরদৌস, সৈয়দ আহসানুল হাবিব, মাসুদুল হক।

রিপোর্টে বলা হয়, গত সরকারগুলোর সময় টেলিভিশনে তাদের সরকার ও সরকারি দলের নিজস্ব কর্মকাণ্ডের প্রচারণা ছাড়া বিরোধীদের কোনো সংবাদ টেলিভিশনে স্থান পেতো না। ১৯৯৩ সালে বিএনপি শাসনামলে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য টিভি কাভারেজ ছিল ৫৩ ভাগ। কিন্তু তারা কাভারেজ নিয়েছে ৯৩ ভাগ। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ শাসনামলে সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য কাভারেজ ছিল ৫৫ ভাগ। তারা কাভারেজ নিয়েছে ৯৫ ভাগ। একটি জাতীয় দৈনিকের সূত্র উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়, বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগ বিটিভিতে নিষিদ্ধ ছিল। আবার আওয়ামী লীগ আমলে বিএনপিও নিষিদ্ধ থাকে।

দৈনিক অর্থনীতি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১

Democracywatch survey
AL, BNP getting equal coverage in electronic media
BSS Dhaka

The Awami League and BNP are now getting almost equal coverage in the electronic media under both public and private ownership, according to a Democracywatch survey report. However, the Awami League is still getting more coverage than BNP from BBC and VOA, the report said. Democracywatch, which compiled the survey report on the basis of media coverage from September 14 to 20, said Al was given a total of 25 minutes 53 seconds by the state-owned BTV while the BNP given 20 minutes 58 seconds during the period.

In ETV, AL was provided with coverage of 48 minutes 46 seconds while the BNP was allotted 30 minutes 26 seconds. Democracywatch released the survey report at a press conference held at the National Press Club yesterday. Executive Director of Democracywatch Taleya Rehman addressed the conference while Abu Sufian read out the survey report. Taleya Rehman said the previous reports showed that the AL got more coverage in the electronic media than BNP, but now both the parties are getting almost equal coverage.

After the formation of the caretaker government about three month ago, she said, the coverage gap between AL and BNP was 24 percent. Whereas both the parties are now getting 47 percent coverage form BTV and ETV, she added. Taleya said the law and order situation in the country has deteriorated after the caretaker government took over.

In September, 78 people were killed in political clashes across the country while 62 people were killed in similar clashes the previous month, the Democracywatch survey said.

The Daily Star
26 September 2001

AL given more coverage in BTV, ETV

The Awami League and BNP are now getting almost equal coverage in the electronic media running under both public and private ownership according to a Democracywatch survey on Tuesday reports BSS. The survey added the Awami League is till getting more coverage than BNP from BBC and VOA.

Democracywatch which compiled the survey report on the basis of media coverage from September 14 to 20 said AL was given a total of 25 minutes 53 seconds by the state owned BTV while the BNP was given 20 minutes 58 seconds during the period. In ETV AL was provided with coverage of 48 minutes 46 seconds while the BNP was allotted 30 minutes 26 seconds.

AL given more coverage in BTV, ETV

Democracywatch on Tuesday released the survey report at a press conference held at the National Press Club here. Executive Director of Democracywatch Taleya Rehman addressed the conference while Abu Sufian read out the survey report.

Taleya Rehman said the previous reports showed that the AL got more coverage in the electronic media than BNP but now both the parties are getting almost equal coverage.

She said after the formation of the caretaker government about three months ago the coverage gap between AL and BNP was 24 percent. Whereas both the parties are now getting 47 percent coverage from BTV and ETV.

After taking over the office by the caretaker government the country law and order situation has deteriorated Taleya said. In September, 78 people were killed in political clashes across the country while 62 persons were killed in similar clashes in the August 31 the Democracywatch survey said.

The New Nation
26 September 2001

২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম ১০ দিনে বারবার রঙ বদলেছে বিটিভি ইটিভি ও বেতার

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই দেশের সরকারি ও বেসরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বিটিভির সংবাদের দৈর্ঘ্য কমে যাওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি মাধ্যমেই বড়ো রাজনৈতিক দল ও জোটের সংবাদ স্থান পায় একেক সময় একেক রাজনৈতিক দল বেশি সময় পেয়েছে গণমাধ্যমগুলোয়। ১৫ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে গত ১৯ জুলাই পর্যন্ত সরকার নিয়ন্ত্রিত বিটিভি, বেতার ও বেসরকারি টিভি চ্যানেল একুশে টেলিভিশনের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সময়ের হিসাবে বিএনপিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ১৬ জুলাই বাংলাদেশ টেলিভিশনে রাত ৮টার বাংলা সংবাদে বিএনপির সংবাদ প্রচারিত হয় ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সংবাদ প্রচারিত হয় ১ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। আওয়ামী লীগের সংবাদ প্রচার হয় ৩৫ সেকেন্ড। একই দিনে একুশে টেলিভিশনে সাড়ে ৭টার বাংলা সংবাদে বিএনপির খবর স্থান পায় ২ মিনিট ১১ সেকেন্ড। আওয়ামী লীগের খবর স্থান পায় ৪০ সেকেন্ড।

১৭ জুলাই বাংলাদেশ বেতারে বিএনপির খবর প্রচারিত হয় ৫ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড। জাতীয় পার্টি মিজান-মঞ্জুর সংবাদ প্রচার হয় ৪০ কেকেন্ড। এদিন বেতার থেকে আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য দলের কোনো সংবাদ প্রচার হয়নি। পরবর্তী দুদিন ১৮ ও ১৯ জুলাই বাংলাদেশ বেতার প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে সমান সময় দেয়। ১৮ জুলাই ৩০ সেকেন্ড করে ও ১৯ জুলাই ৫৫ সেকেন্ড করে সংবাদ প্রচারিত হয় প্রতিটি দলের। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংবাদ প্রচার শুরু করা প্রসঙ্গে বেতারের উপ-মহাপরিচালক শফিকুল আমিন ফেরদৌস আজকের কাগজকে জানান, বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা এবং রাজনৈতিক দলের প্রেস রিলিজ থেকে সংবাদ প্রচার করে থাকে। বেতারের কোনো নিজস্ব রিপোর্টার নেই। এসব সোর্স থেকে যা পাওয়া যায় তাই প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশন ১৯ জুলাই বিএনপির সংবাদ প্রচার করে ২ মিনিট ৫ সেকেন্ড। জাতীয় পার্টি এবং জামাত-এ-ইসলামী বাংলাদেশের সংবাদ প্রচার করে যথাক্রমে ২ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড ও ২ মিনিট ৫২ সেকেন্ড। একই দিনে আওয়ামী লীগের সংবাদ প্রচার হয় ১ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড। একুশে টেলিভিশনে ১৭ জুলাই বিএনপির সংবাদ প্রচার করে ১ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড। এদিন আওয়ামী লীগের সংবাদের প্রচার সময় ছিল ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ড। ১৯ জুলাই একুশে টেলিভিশন ৪ মিনিট ৩ সেকেন্ড বিএনপি ও ২ মিনিট ৪২ সেকেন্ড আওয়ামী লীগের সংবাদ প্রচার করে।

ডেমক্রেসিওয়াচ নামক স্থানীয় বেসরকারি এক সংস্থার তৈরি রিপোর্টে দেখা যায়, উক্ত তিনটি প্রচার মাধ্যমে ২০ জুলাই থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে গত ৫ দিনের চিত্রের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। বিটিভি, বেতার ও একুশে টেলিভিশনে গত ৫ দিন সংবাদ প্রচারে আওয়ামী লীগ বেশি সময় পায়। সরকার নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ টেলিভিশনে সংবাদের দৈর্ঘ্য কমে এসেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনেক সময় বিটিভির সংবাদ প্রচার ২০ মিনিটের স্থলে ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলতো। বর্তমানে সংবাদের সে দৈর্ঘ্য কমে গেছে। টেলিভিশনের প্রধান বার্তা সম্পাদক শেখ সালেক আজকের কাগজকে জানান, রাত ৮টার বাংলা সংবাদ ২০ মিনিট ও সাড়ে ১০টার ইংরেজি সংবাদ ১৫ মিনিট প্রচারিত হচ্ছে। তিনি আরো জানান, প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা এবং নির্বাচন কমিশনারের জন্যে বিটিভিতে কোনো আলাদা সময় নির্দিষ্ট নেই। গত সরকারের আমলে বিটিভিতে একটি বিশেষ রিপোর্টিং টিম গঠন করা হয়। এ দলটি সম্পর্কে জানতে চাইলে সেই কর্মকর্তা বলেন, ম্যান পাওয়ার আগের মতোই আছে। তবে অন্য সূত্রে জানা গেছে, এদের কোনো কাজ দেয়া হচ্ছে না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, একুশে টেলিভিশনের সংবাদে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ অন্যান্য দলের সংবাদও নিয়মিত স্থান পাচ্ছে। এসব দলের মধ্যে জাতীয় পার্টি, জামাত-এ-ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট, মুসলিম লীগ, জাসদ, ১১ দল এবং কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ অন্যতম।

আজকের কাগজ
২৬ জুলাই ২০০১

সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে খবর প্রচারে নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব

সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলো দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের খবর প্রচারের ক্ষেত্রে নির্লজ্জভাবে পক্ষপাতিত্ব করে চলেছে। সরকারি গণমাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম ২৪ ঘণ্টা কিছুটা নিরপেক্ষতা দেখানোর চেষ্টা করা হলেও এখন অবস্থা পাল্টে গেছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত বার্তা সংস্থা বাসস গত ১৫ জুলাই বিচারপতি লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর দীর্ঘ ৫ বছরের অনুসৃত নীতি থেকে সরে এসে ৪ দলীয় জোটের সংবাদ পরিবেশন শুরু করে। কিন্তু এ অবস্থা ২৪ ঘন্টার বেশি স্থায়ী হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম দিন ১৬ জুলাই বাসস সদ্যক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের মোট ৫ টেইক সংবাদ পরিবেশন করে। একই দিনে বিএনপির সংবাদ পরিবেশন করা হয় ৯ টেইক। আগের দিন সরকার ও আওয়ামী লীগের সংবাদ ছিল ১১ টেইক আর বিরোধী দল বিএনপির ৪ টেইক।

আওয়ামী লীগের চাপের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাহ্যত স্থবির হয়ে পড়লে বাসসও তার পরিবর্তিত নীতি ত্যাগ করে একটি বিশেষ দলের মুখপত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দুদিনে ক্ষমতার পালাবদলের সময় দেশের একমাত্র সরকারি বার্তা সংস্থায় নিরপেক্ষতার যে আবহ তৈরি হয়েছিল তা তৃতীয় দিনে পাল্টে যায়। ফলে ১৭ তারিখে বাসস আওয়ামী লীগের সংবাদ পরিবেশেন করে ১১ টেইক আর বিএনপির মাত্র ৪ টেইক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কয়েকটি কার্য ব্যবস্থার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অসন্তোষ প্রকাশ বাসস কর্তৃপক্ষকে সমূর্তিতে পুনঃপ্রত্যাবর্তনে উৎসাহ যোগায়। ফলে সরকারি সংবাদ সংস্থায় নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের আশা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় বাসস গত ১৮ জুলাই আওয়ামী লীগের সংবাদ পরিবেশন করে ৪ টেইক আর বিএনপির ২ টেইক। ১৯ জুলাই আওয়ামী লীগের ৬ এবং বিএনপির ২। ২০ জুলাই আওয়ামী লীগের ৭, বিএনপির ১। ২১ জুলাই আওয়ামী লীগের ৭, বিএনপির ১। ২২ জুলাই আওয়ামী লীগের ৭ বিএনপির ২। ২৩ জুলাই আওয়ামী লীগের ৫ এবং বিএনপির ২ টেইক সংবাদ পরিবেশন করে।

দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই বৈষম্যমূলক সংবাদ পরিবেশনের কারণ জানতে চাওয়া হলে বাসস-এ কর্মরত একজন সিনিয়র সাংবাদিক বলেন, সংস্থার প্রায় ১০০জন সাংবাদিকের মধ্যে মাত্র ৯জন বিরোধী দল সমর্থক আর বাকিরা কট্টর আওয়ামী লীগ ঘরানার। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষ চাইলেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন অসম্ভব ব্যাপার। বর্তমানে দলীয় প্রধান সম্পাদক এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অবস্থাও বাসসের মতোই। মিডিয়াওয়াচের রিপোর্টে দেখা যায়, সোমবার (২৩ জুলাই) বাংলাদেশ টেলিভিশন আওয়ামী লীগের খবর প্রচার করেছে ২ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড এবং বিএনপির খবর প্রচার করেছে মাত্র ১ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড। জাতীয় পার্টির খবর প্রচার করা হয়েছে ১ মিনিট ৩২ সেকেন্ড। জামায়াতের কোনো খবর প্রচার করা হয়নি। অথচ একই দিন বাংলাদেশ বেতার আওয়ামী লীগের খবর ৫৪ সেকেন্ড।

বিএনপির খবর ১ মিনিট ১২ সেকেন্ড প্রচার করে। মঙ্গলবার (২৪ জুলাই) বিটিভি আওয়ামী লীগের খবর প্রচার করে ৩ মিনিট ৫ সেকেন্ড এবং বিএনপির খবর প্রচার করে ১ মিনিট ৫২ সেকেন্ড। বাংলাদেশ বেতারের নীতিও পাল্টে যায় এদিন। বেতার আওয়ামী লীগের খবর ১ মিনিট ৫১ সেকেন্ড ও বিএনপির খবর মাত্র ২০ সেকেন্ড প্রচার করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ টেলিভিশন দুই এক দিন সংবাদ প্রচারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। এরপরই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এখন নিয়মতিভাবে বিএনপির আগে আওয়ামী লীগের খবর প্রচার করা হচ্ছে।

দৈনিক ইনকিলাব
২৫ জুলাই ২০০১

বিটিভির বার্তা বিভাগ
সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে অব্যাহত রয়েছে দলীয়করণও

সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্তা বিভাগেও পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। প্রধানরমন্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্যামেরাম্যান ও রিপোর্টারেরর তালিকা ইতোমধ্যেই প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও বার্তা বিভাগের উপ-মহাপরিচালক ফারুক আলমগীরকে পদোন্নতি দিয়ে নিমকোতে পাঠানো হচ্ছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

প্রতিটি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বিটিভির বার্তা বিভাগের রদবদল উল্লেখ করে একটি সূত্র আজকের কাগজকে জানান, দলীয়করণের প্রভাবে বার্তা বিভাগে সংবাদদের মান কমে যায়। এতে করে বিটিভির সংবাদের ওপর সাধারণ মানুষ আস্থা হারায়। অথচ প্রতিটি সরকারই টেলিভিশনের বার্তা বিভাগে তাদের প্রভাব বজায় রাখার জন্যে শুধু দলীয়করণই নয়, নিজস্ব লোক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়।

ক্ষমতার রদবদলের সুযোগে পদোন্নতি, পুরস্কার ও ওএসডি করা টেলিভিশনের বার্তা বিভাগের নিয়মিত ঘটনা। একটি সরকারের সময় যারা বিশেষ দায়িত্ব বা সুবিধা পায় তারা পরবর্তী সরকারের রোষের শিকার হতে বাধ্য। ইতিপূর্বে বিএনপি শাসনামলে একজন প্রযোজকে অন্য আরেকজন সিনিয়র প্রযোজককে সুপারসিড করে পদোন্নতি দেয়া হয়, পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ শাসনামলে তাকে পূর্বতন পদে ফিরিয়ে আনে।

বিগত বিএনপি শাসনামলে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার তত্ত্বাবধানে ৫ জন প্রযোজন নিয়োগ করা হয় টেলিভিশনের বার্তা বিভাগে। সূত্র জানায়, দলীয়করণের স্বার্থে এ ৫ জনের বাইরে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও তাদের ইন্টারভিউ কার্ড পর্যন্ত দেয়া হয়নি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ শাসনামলে একই কারণে তদানীন্তন তথ্যমন্ত্রী রিপোর্টিং সেল চালু করেন।

শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বার্তা বিভাগের উপ-মহাপরিচালক ফারুক আলমগীর, মুখ্য বার্তা সম্পাদক শফিউল হককে ওএসডি করা হয়। হাসিম রেজা, কেএম হানিফকেও শাস্তি হিসেবে এশিয়া ভিশনের দায়িত্ব দিয়ে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়। পুরস্কার হিসেবে শেখ সালেক ও খুরশীদা হককে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়। মুখ্য বার্তা সম্পাদকের পদ খালি থাকায় শাহিদা আলম এ দায়িত্ব পালন করেন প্রায় দুই বছর। পাশাপাশি তিনি রিপোর্টিং 'সেলের' প্রধানের দায়িত্বও পালন করেন।

এসব দায়িত্বের রদবদলের কারণে এক সময় টেলিভিশনের বার্তা বিভাগে ফুয়াদ হাসান ছাড়া কোনো সিনিয়র নিউজ এডিটর ছিলেন না। ফলে বার্তা বিভাগের নাজেহাল অবস্থা তৈরি হয়। ফুয়াদ হাসান ও জুনিয়র প্রোডিউসাররাই তখন সংবাদ-এর কাজ চালায়। এতে করে টেলিভিশনের সংবাদ-এর মান নেমে যায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা দক্ষতার ভিত্তিতে হবার কথা থাকলেও তা হয় না। এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার জন্যে প্রযোজকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। চলছে তদবির।

সূত্র জানায়, এরশাদের আমলে বিটিভির কর্মাধ্যক্ষ খালেদা ফাহমির পরামর্শে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্তা বিভাগের

নিয়োগের পদ্ধতির পরিবর্তন আনা হয়। টেলিভিশনের দাবির মুখে বার্তা বিভাগ বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসের বাইরে চলে আসে। বর্তমানে বার্তা বিভাগে লোক নিয়োগ হয় দুই ভাবে। প্রথমত ডেপুটেশনে। এছাড়া পদ শূন্য হলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে। এতে করে বার্তা বিভাগের দলীয়করণের সুযোগটি থেকেই যায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ টেলিভিশনে বার্তা বিভাগে বিসিএস ক্যাডারভিত্তিক নিয়োগ হয়েছে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত।

আজকের কাগজ
১১ অক্টোবর ২০০১

নির্বাচন পরবর্তী হাওয়ায় পাল্টে গেছে টেলিভিশন চ্যানেলসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়া-

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আবারো বদলে গেছে বিটিভিসহ অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ । এছাড়া প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেল তাদের গতানুগতিক অনুষ্ঠানেও কিছু পরিবর্তন এনে নতুন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়েছে।ইতিমধ্যে অনেকেই নতুন পরিকল্পনায় অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ টেলিভিশন সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আবারও সেই পুরোনো চরিত্র ধারন করেছে। গত ১ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রচারিত সংবাদে মোট সময় অনুপাতে শুধু বিএনপির সংবাদ আওয়ামী লীগের চেয়ে ৮ গুন অধিক সময় পেয়েছে । মিডিয়া ওয়াচ নামের একটি বেসরকারি সংস্থার এ জরিপে দেখা গেছে ১৭ দিনে বাংলাদেশ টেলিভিশন বি এন পির সংবাদ প্রচার করেছে সর্বমোট ২ঘন্টা ৬ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড । আর আওয়ামী লীগের সংবাদ প্রচার করেছে ২১ মিনিট ১৮ সেকেন্ড । শতকরা হিসাবে বিএনপির ৮২ দশমিক ৭৫ এবং আওয়ামী লীগ ১০ দশমিক ১৮ ভাগ গুরুত্ব পেয়েছে । একটি সূত্র জানায় , বাংলাদেশ টেলিভিশন বি এন পির ক্ষমতা গ্রহনের আগে থেকেই তার নিজ চরিত্র ধারন করে । বিশেষ করে বিএনপি সহ চার দলীয় জোটের শোকরানা দিবসের সংবাদে মধ্যম সারির নেতাদের নামও ঘোষনা করে , নির্বাচন পরবর্তী সাধারন মানুষের প্রতিক্রিয়া দীঘদিন দেখানোই তার প্রমান । অনুপাতের হিসাব দেখে অন্য এক সূত্র জানায় , চোরের দশ দিন গৃহস্তের একদিনের মতো অবস্থা চলছে । ফলে বিএনপির ৮ দিন আর আওয়ামী লীগের ১ দিন হিসাব দাড়িয়েছে ।

শুধু বাংলাদেশ টেলিভিশন নয় , বাংলাদেশ বেতারের সংবাদেও এ পরিবর্তন দেখা গেছে । ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রচারিত সংবাদে বিএনপির সংবাদ প্রচার পেয়েছে মোট ৪১ মিনিট ৫৬ সেকে । আর আওয়ামী লীগের সংবাদ প্রচার পেয়েছে মোট ২ মিনিট ১৭ সেকেন্ড । শতকরা হিসাবে এর অনুপাত বিএনপি ৯১ ভাগের বেশী এবং আওয়ামী লীগ শুধু ৩ ভাগের বেশী । এ সামঞ্জস্যহীন পার্থক্য ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদেও দেখা গেছে । পক্ষান্তরে একুশে টেলিভিশন , বিবিসির সংবাদেও এ পার্থক্য ছিলো তুলনামূলকভাবে কম । তার পরও মোট হিসাবে ক্ষমতাসীন দলের সংবাদ অনেক সময় ও গুরুত্ব পাচ্ছে ।

গত ১৭ অক্টোবর বিটিভিতে আওয়ামী লীগের সংবাদ প্রচারিত হয় ৩০ সেকেন্ড । অন্যদিকে বিএনপি সহ চারদলীয় জোটের সংবাদ প্রচারিত হয় ২০ মিনিট ১১ সেকেন্ড । একুশে টেলিভিশন একই দিনে আওয়ামী লীগের সংবাদ ৩৮ সেকেন্ড এবং বিএনপি ও চার দলীয় জোটের সংবাদ ৮ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড প্রচার করে । তুলনামুলকভাবে চ্যানেল আই অধিক নিরপেক্ষভাবে আওয়ামী লীগের ১ মিনিটের অধিক ও বিএনপির এবং চার দলীয় জোটের ৭ মিনিটের অধিক সংবাদ প্রচার করে । এদিকে এটিএন বাংলা বরাবরই বি এন পি সহ জোটকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে তাদের সংবাদে । উল্লেখ্য , তত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর প্রথম ৫ দিন বিটিভি , ইটিভি, ও বেতার বিএনপি কে বেশী গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রচার করলেও পরবর্তী ৫ দিনে সে অবস্থা পাল্টে য়ায় । জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর শেষ অবধি পর্যন্ত বিটিভি ও ইটিভি আওয়ামী লীগকে অধিক গুরুত্ব দেয় ।

ইতিপূর্বে তথ্যমন্ত্রী ড:মইন খান টেলিভিশন ও বেতারকে দলীয় প্রভাবমুক্ত ও স্বচ্ছ জবাবদিহিতামুলক রাখার ঘোষনা দেন । গত ১৭ অক্টোবর তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের কর্মকর্তা দের সঙ্গে এক বৈঠক করেন । তারপর বাংলাদেশ টেলিভিশন ও অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর পক্ষপাতমূলোক সংবাদ প্রচারটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । গত ১৯ অক্টোবর রাতে বাংলাদেশ টেলিভিশন বেতারসহ অন্যান্য মিডিয়ায় প্রচারিত ভাষনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করেন ।

একটি সুত্র জানায় , একুশে টেলিভিশন তার টেরিষ্টেরিয়াল প্রচার সুবিধার বিরুদ্ধে চলতি মামলার কারনে পূর্বের অবস্থা থেকে অনেকটা সরে এসেছে । এমনকি বিটিভিতে যখন আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ আফগানিস্থান স্থান পেলও একুশে টেলিভিশনে সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সংবাদ বেশী স্থান পেয়েছে । এমনকি সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের সংবাদও গুরুত্ব পাচেছনা । গত সেপ্টেম্বর মাসে একুশে টেলিভিশন মামলায় জরিয়ে পরার পর থেকে কর্তৃপক্ষ বিএনপির ঊর্ধ্বতন নেতাদের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে যোগাযোগ শুরু করে বলে একটি সুত্র জানায় । কয়েকজন নেতা শেয়ার কেনার মাধ্যমে একুশে টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ পোষন করেন । ১ অক্টোবরের নির্বাচনের ফলাফলের পর বিএনপির নেতৃস্থানীয় দুজন ব্যক্তির এ বিষয়টি নিয়ে কতৃপক্ষ লিঁয়াজো করেছে । এ বিষয়টি যাতে আলোচনায় না আসে সে জন্য ইটিভি ইতিমধ্যে মামলা পরিচালনায় দুজন অভিজ্ঞ আইনবিদকে নিয়োগ দেন । এদের একজন বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের ঊপদেষ্টা ।

এটিএন বাংলা একটি বিশেষ দলের চ্যানেল হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে তাদের নির্বাচনপূর্ব প্রচারের কারনে । একটি সুত্র জানায় , এখন এটিএন এর সম্পূর্ন অনুষ্টানগুলো ক্ষমতাসীন দলের নির্দেশনায় প্রচারিত হচ্ছে । ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ আমলে ক্ষতিগ্রস্ত টেলিভিশনের নিউজ বিভাগের কর্মকর্তা শফিউল হক এটিএন বাংলায় যোগগদান করেছেন । সাইফুল বারী ঊপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করেছেন । এটিএন সংবাদের পাশাপাশি রাজনৈতিক আলোচনা ও সাক্ষাৎকার প্রচারের ঊদ্যোগ নিয়েছে । ইতিমধ্যেই একুশে টেলিভিশন “সাম্প্রতিক” শীর্ষক একটি অনুস্ঠান প্রচার করছে । এ অনুষ্ঠানে যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা অংশ নেন । গত সপ্তায় সাংস্কৃতিক অনুষ্টানে রাত ৮টায় আইন , বিচার ও সংসদ বিষায়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ আলোচনায় অংশ নেন ।

চ্যানেল আই ও নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়ামুলক দুটি অনুষ্টান প্রচার করছে । 'যত মত তত পথ' ও প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার শীর্ষক দুটি অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এসব অনুষ্ঠানে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তারা অংশ নিচ্ছেন । পরের অনুষ্ঠানে নবগঠিত সরকারের প্রধানরা আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। আর বাংলাদেশ টেলিভিশন এখন পর্যন্ত নতুন প্রান্তিকের প্রায় টিভি গাইড বের করেনি। অথচ নতুন প্রন্তিকের প্রায় তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে একটি সুত্রে জানা গেছে বিটিভিও কিছু নতুন অনুস্ঠান তৈরি ও প্রচারের পরিকল্পনা করছে।
সব মিলিয়ে নির্বাচন পরবর্তী হাওয়ায় টেলিভিশন নেটওয়ার্কসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যস্ত। একজন প্রবীন শিক্ষাবিদ আজকের কাগজকে এ মন্তব্য করেন।

আহমেদ আবিদ
আজকের কাগজ

সরকার নির্দেশ দেয় নি, তবু বিটিভিতে বঙ্গবন্ধুর বাণী ধ্বংস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রায় এক হাজার বাণী সংম্বলিত টেলপ গতকাল ও গত পরশু ধ্বংস করা হয়েছে। বিটিভি'র শীর্ষ ক'জন কর্মকর্তা নিজ উদ্যোগে এসব টেলপ ধ্বংস করেন। অথচ মন্ত্রণালয় কিংবা সরকার থেকে এগুলো নষ্ট বা ধ্বংস করার ব্যাপারে কোনও নির্দেশ দেয়া হয় নি। বিটিভি'র সূত্রগুলো জানায়, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী বিটিভি'র কিছু অতি উৎসাহী কর্মকর্তার পরামর্শে বিটিভি-তে বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য বক্তৃতার সারমর্ম নিয়ে কোটেশন টেলপ তৈরির নির্দেশ দেন। এসব টেলপই গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন সময় বিটিভি'র পর্দায় দেখা যেত।

জানা গেছে, যেসব কর্মকর্তার নির্দেশে এসব টেলপ তৈরি করা হয়েছিল, তারাই সেগুলো নষ্ট করে ফেলেন। বিষয়টি নিয়ে বিটিভি-তে ব্যাপক আলোচনা চলছে।

মাতৃভূমি
২২ অক্টোবর ২০০১

ইলেকট্রনিক মিডিয়া হবে নির্দলীয়- তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, বর্তমান সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, দলীয় চিন্তাভাবনা নয়, নির্দলীয় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম পরিচালিত হবে জনগনের কল্যাণে। মঙ্গলবার তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিএফইউজে ও ডিইউজে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

বিএফইউজে সভাপতি গিয়স কামাল চৌধুরী, মহাসচিব মঞ্জুরুল আলম, ডিইউজে সভাপতি রুহুল আমিন গাজী ও সাধারণ সম্পাদক মুনশী আবদুল মান্নান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি খোন্দকার মনিরুল আলম, সিনিয়র সাংবাদিক এমএ আজিজ, ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, আবদুর রহমান খান, রফিকুল ইসলাম এবং আদুর রহমান খান, রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস শহিদ উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যমন্ত্রী সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবদ পরিবেশনের জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সংবাদপত্র শিল্পে সন্ত্রাস ও কালো টাকার ব্যবহার কারও কাম্য নয়। তিনি এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বাবান জানান।

যুগান্তর
২৪ অক্টোবর ২০০১

বেতার ও টিভিকে রাজনৈতিক দলের প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে নাঃ তথ্যমন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান

তথ্যমন্ত্রী ডঃ আবদুল মঈন খান বেতার-টিভিসহ ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমকে রাজনৈতিক দলের প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করার এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কল্যাণে ব্যবহার করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী গত রবিবার সন্ধ্যায় জাতীয় বেতার ভবনের সম্প্রচার কার্যক্রম পরিদর্শনকালে এ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

তথ্যমন্ত্রী ব্যক্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে সংবাদমূল্যকে প্রাধান্য দিয়ে সংবাদ পরিবেশনের আহবান জানান। তিনি বেতার কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, জনগনকে সত্য ঘটনা জানানোর দায়িত্ব আপনাদের এবং নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মন্ত্রী ডঃ মঈন খান বেতারের বার্তা, অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন।

১০ সেপ্টেম্বর ২০০১ আওয়ামী লীগ নির্বাচন সমন্বয়কারী শাহ্ এমএস কিবরিয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু সাঈদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী অনুপাতে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কভারেজের কথা বলেন। তিনি বলেন আওয়ামী লীগই একমাত্র ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। সুতরাং আওয়ামী লীগ অন্য কোনো জোটের চেয়ে বেশি কভারেজ পাবে।

বিভিন্ন সময়েএকুশে টিভি এবং বিবিসির ঢাকাস্থ সংবাদ দাতারা মিডিয়াওয়াচের সাথে যোগাযোগ করেন। বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়েছেন। কখনো কাজের প্রসংসা করেছেন। কখনো পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ ''আজকের কাগজে'' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম ১০ দিনে কয়বার রং বদলেছে'' বিটিভির এই শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম ১০ দিনে বিটিভি, ইটিভি এবং বেতারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত কভারেজের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখানো হয়। সূত্র হিসেবে ডেমক্রেণ্ডিসয়াচের মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টের উল্লেখ করা হয়।

ডেমক্রেসিওয়াচের মিডিয়া কভারেজ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন
ডঃ শেখ আব্দুস সালাম, মহাপরিচালক পিসিই

ডেমক্রেসিওয়াচের মিডিওয়াচ ইউনিটের প্রোগ্রাম কর্মকর্তা গত ১২ আগস্ট একটি প্রেস কনফারেন্সে উত্থাপিত সাম্প্রতিক সময়ে মিডিয়া কভারেজের ওপর তাদের একটি রিপোর্ট আমাকে পাঠিয়েছে। রিপোর্টটির ওপর আমার কিছু ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ রয়েছে। তবে তার আগে ডেমক্রেসিওয়াচ কর্তৃপক্ষকে এমন একটি উদ্যোগ নেয়ার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাংবাদিকতার একজন ছাত্র হিসেবে 'রোল অফ মিডিয়া' পড়তে গিয়ে আমরা মিডিয়ার 'ওয়াচডগ' রোল সম্পর্কে সামান্য কিছু জেনেছি এবং সন্দেহ নেই, মিডিয়ার ট্পলট্র্যাক (তথ্য-শিক্ষা বিনোদন) রোলের পাশাপাশি 'ওয়াচডগ' রোলও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের মতো দেশে ক্রাইসিস, দুর্যোগ বা জাতীয় কোনো ইসু বিশেষ করে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে মিডিয়ার এ ভূমিকাটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে প্রধান করে ডেমক্রেসিওয়াচ 'মিডিয়াওয়াচ' নামের এই কর্মকাণ্ডটি হাতে নিয়ে একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছে। মিডিয়ার মূল কাজটি হচ্ছে জনগণকে জানানো ডেমক্রেসিওয়াচ এই কর্মকাণ্ডটি হাতে নিয়ে মিডিয়ার কাজকে (এখানে মিডিয়াতে রাজনৈতিক দলগুলোর কভারেজ) জনগণকে জানানোর উদ্যোগ নিয়েছে। তাই এ উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি, শিক্ষিত জনগোষ্ঠিসহ বিভিন্ন পেশার লোকেরা এভাবে কর্মকাণ্ড নিলে এ দেশের গণমাধ্যম, গণতন্ত্র এসব প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রিচালিত হতে, শক্তি ও দিকনির্দেশনা পেতে পারে। ডেমক্রেসিওয়াচের রিপোর্টটিতে নব্বইয়ের দশকে সরকার গঠনের আগে বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার প্রণিধানযোগ্য দুটি বক্তব্যের উল্লেখ রয়েছে তা হলো- 'টেলিভিশনের তথা গণমাধ্যমের বিষয়ে খালেদা জিয়া নির্বাচনের আগে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন- গণপ্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনসহ সব রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে।' অন্যদিকে শেখ হাসিনা ৯ জুন ১৯৯৬ বিটিভিতে 'সবিনয় জানতে চাই' অনুষ্ঠানে বলেছিলেন- 'আমরা যেটা টেলিভিশনে দেখছি যিনি ক্ষমতায় আসছেন, টেলিভিশন তাদেরই সম্পত্তি, সেই দলের সম্পত্তি। আমরা যদি এ দেশে সরকার গঠন করতে পারি.... টেলিভিশন রেডিও যে সরকারি সম্পদ নয়, এটা যে জনগণের সম্পদ, এটা প্রজাতন্ত্রের সম্পদ, সেই নীতিমালায় যাতে চলে এই বিষয়ে আমরা লক্ষ্য রাখবো।

দুই নেত্রীর সরকার গঠনের আগের প্রতিশ্রুতি এবং তাদের শাসন কালে টেলিভিশনের বাস্তবতা আমরা সবাই জানি। তাদের আমলে টেলিভিশনের ওপর স্ব-স্ব সরকারের একচেটিয়াত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার যুক্তি হিসেবে বিএনপি সরকারের তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এভাবে যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন যে, জনগণ যেহেতু ভোট দিয়ে বিএনপিকে সরকার গঠনের সুযোগ দিয়েছে সেহেতু সরকার তথা বিএনপির প্রচারণাই টিভিতে প্রচারিত হবে এবং এ প্রচারণা প্রকারান্তরে জনগণেরই প্রচারণা। অপরদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বিটিভিতে সরকার ও আওয়ামী লীগের একচেটিয়া কাভারেজের ব্যাপারে দুটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, কর্মকাণ্ড বিটিভি প্রচার করবে এবং তা করতে গেলে আওয়ামী লীগ প্রচারে আসবেই। সেক্ষেত্রে এটাকে কেউ যদি আওয়ামী লীগের প্রচার মনে করে তাহলে আওয়ামী লীগ সরকারের কিছু করার নেই। দ্বিতীয়ত বিএনপির কভারেজ নিতে গেলে তারা টিভি ক্যামেরা ভেঙে দেয়। কাজেই তাদের কোনো কভারেজ টিভিতে দেয়ার দরকার নেই অথচ টিভিতে ছবি ছাড়াও বিএনপির কর্মকাণ্ডের খবরাখবর দেয়া যে। দুই সরকারের এ দুজন তথ্যমন্ত্রীর এসব যুক্তি ছিল নিজেদের 'ডিফেন্ড' করা অথবা যদি ধরেও নিই যে, তাদের এ বক্তব্যে যুক্তি ছিল। তাহলে এ যুক্তি মানতে সাধারণভাবে জনমনে যথেষ্ট সংশয় ছিল বৈকি।

যাহোক, এ লেখাটি এসব অতীতকে নিয়ে নয়। সম্ভবত এসব অতীতকে বিবেচনায় রেখে ডেমক্রেসিওয়াচ সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আমাদের সরকারি বেসরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো কিভাবে নিউজ কভারেজ দিচ্ছে তা স্টাডি করার জন্য তাদের এ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এবং তার অংশ হিসেবে তারা ১২ আগস্ট তাদের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রেস কনফারেন্সে মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে। ১৩ তারিখের পত্রিকাগুলোয় এ রিপোর্টটির ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত খবরটির শিরোনাম ছিল অনেকটা এ রকম বিটিভিতে রাজনৈতিক দলের খবর প্রচারে ভারসাম্য এসেছে (প্রথম আলো)। ডেমক্রেসিওয়াচের দাবি, আওয়ামী লীগই প্রচার বেশি পাচ্ছে (দৈনিক সংবাদ) ইত্যাদি। রিপোর্টটি সম্পর্কে পত্রিকার এসব ভিন্নতর খবর দেখে আমি ডেমক্রেসিওয়াচের প্রতিবেদনের মূল কপি সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়ে তা পাঠ করি। পাঠকের সুবিধার জন্য ডেমক্রেসিওয়াচের রিপোর্টের একটি অংশ এখানে তুলে ধরছি :

'২০ জুলাই ২০০১ থেকে ৯ আগস্ট ২০০১ পর্যন্ত তিন সপ্তাহে টিভি-রেডিওতে রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ করে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাভারেজের অনুপাতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। ২০ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির কভারেজ ছিল যথাক্রমে বিটিভিতে ৬৮% ও ৩২%। ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ৬৫% এবং বিএনপি ৩৫%। পক্ষান্তরে বেতারে কভারেজ ছিল আওয়ামী লীগ ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%। দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ জুলাই ২৭ থেকে ২ আগস্ট ২০০১ পর্যন্ত কভারেজের অনুপাত ছিল আওয়ামী লীগ: বিটিভি ৬৪%, ইটিভি ৫৫% এবং বেতার ৫৪% এবং বিএনপি: বিটিভি ৩৬%, ইটিভি ৪৫% এবং বেতার ৪৬%। লক্ষণীয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনটি দেশীয় গণমাধ্যমের কাভারেজের মধ্যে পার্থক্য ঘটছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিটিভি এবং ইটিভির নিজস্ব সংবাদ বিভাগ রয়েছে। বেতারের নিজস্ব কোন সংবাদ বিভাগ নেই। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রেস রিলিজের ভিত্তিতে বেতার তাদের সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। অর্থাৎ কেবল যেগুলো সাধারণ নিরেট সংবাদ সেগুলোই বেতার পরিবেশন করে। পক্ষান্তরে বিটিভি ও ইটিভি সাধারণ সংবাদের পাশাপাশি স্ব-উদ্যোগেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংবাদ তৈরি ও প্রচার করে থাকে। ফলে বেতারের সঙ্গে এই দুটি গণমাধ্যমের পরিবেশিত রাজনৈতিক দলের কভারেজে পার্থক্য ঘটছে। ৩ থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কভারেজের পার্থক্য দাড়ায়-বিটিভিতে আওয়ামী লীগ ৪৫%, বিএনপি ৫৫%। ইটিভিতে আওয়ামী লীগ ৬২% এবং বিএনপি ৩৮%। একই সময়ে বেতার পরিবেশিত সংবাদ ছিল আওয়ামী লীগ ৪৯% এবং বিএনপি ৫১%। যেহেতু বেতারের কোনো সংবাদ টিম নেই এবং তাদের কোনো স্বউদ্যোগী সংবাদ নেই সেহেতু তাদের পরিবেশিত সংবাদকে মোটামুটিভাবে স্ট্যান্ডার্ড বলা যেতে পারে।

তবে আমাদের এই মিডিয়াগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ উপস্থাপন বা প্রচার করছে কি না তা পর্যালোচনা বা মূল্যায়নে ডেমক্রেসিওয়াচের রিপোর্টটিকে আমার কাছে খুব দুর্বল বলে মনে হয়েছে। রিপোর্টটিতে শতাংশ হিসেবে যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তো সময় হিসাবে, না অনুষ্ঠানের সংখ্যা হিসাবে সেকথা বলা নেই। কভারেজের বস্তুনিষ্ঠতা বলতে ডেমক্রেসিওয়াচের রিপোর্টে 'ব্যালান্স কভারেজের'র ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠতার বিষয়টি আদৌ ব্যালান্স বা ইমব্যালান্সের ব্যাপারে নয়। যেমন বিএনপির যদি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট কোনোদিন একাধিক থাকে সেক্ষেত্রে খবরে তারা 'কভারেজ সময়' এবং 'মেনশন' দুটোই বেশি পেতে পারে। আওয়ামী লীগ বা অন্য যে কোন দলের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। এই দুই দলের দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক।

ধরা যাক, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে আওয়ামী লীগ তাদের দলের প্রোগ্রাম হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়েছে। অপরদিকে একই দিন বিএনপি তাদের দলের প্রোগ্রাম হিসেবে বিএনপি সভানেত্রীর জন্মদিন পালন করেছে। মিডিয়া যদি এ দুটি ঘটনার কভারেজ দিতে বা খবর পরিবেশন করতে চায় তাহলে খবরের 'ব্যালান্স সৃষ্টি করার জন্য দুই দলের এই দুটি কার্যক্রমের একইরকম গুরুত্ব কভারেজ দেয়া কোনোমতেই বস্তনিষ্ঠ কভারেজ হতে পারে না। দুই নেত্রীর খবর, ছবি পরিবেশনের ব্যাপারে আমাদের মিডিয়াগুলোর এই ধরনের একটা 'ব্যালান্স' করার প্রবণতা রয়েছে। এ

প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার একজন শিক্ষক বিষয়টি এভাবে উচ্চারণ করছিলেন, বাংলাদেশে দুই নেত্রীর নিউজ 'ব্যালান্স' করার বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, যদি কোনোদিন কোনো নেত্রী মারা যান তাহলে মিডিয়াগুলো নিউজ করবে এভাবে 'ওমুক নেত্রী আর নেই। এটা যদি তিন কলাম নিউজ করে, একে ব্যালান্স করতে গিয়ে অন্য নেত্রীর ব্যাপারেও যেন সমান্ত রালভাবে তিন কলামে লিখতে হবে 'ওমুক নেত্রী জীবিত আছেন।' সাংবাদিকতার দিক থেকে এ ধরনের কভারেজ কোনোভাবেই পেশাদারিত্বের সমর্থক নয়। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করবো তা হচ্ছে, সম্প্রতি চ্যানেল আই'র একটি অনুষ্ঠানে ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান বলেছেন, ব্যালান্স করার জন্য কারো খবর না থাকলে সাংবাদিকরা প্রয়োজনে খবর সৃষ্টি করে তা প্রচার/প্রকাশ করতে পারে। এ বক্তব্যের ওপর শুধু একটুকু মন্তব্য করা প্রয়োজন, এমন ভাবনা সাংবাদিকতা পেশার জন্য ভয়ঙ্কর। খবর তৈরি করা সংবাদকর্মীদের কাজ নয়। ডেমক্রেসিওয়াচের রিপোর্টটিতে দেখা যায়, কাভারেজ সময় হিসাব করতে গিয়ে ১ আগস্ট বিটিভিতে প্রচারিত 'মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব' নামের পনেরো মিনিটের অনুষ্ঠানটিও মিডিয়াওয়াচ আওয়ামী লীগের কভারেজ বলে উল্লেখ করেছে। জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান বা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিংবা প্রয়াত জিয়াউর রহমানকে নিয়ে সরকারিভাবে পালিত (যদি) কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হলে তা আওয়ামী লীগ বা বিএনপির পক্ষে বিপক্ষে কাভারেজ হিসাবে চিহ্নিত করা আদৌ ঠিক হবে কি ?

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সুযোগ রয়েছে মিডিয়াগুলোকে 'ব্যালান্স' কাভারেজের দিকে না তাকিয়ে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ হয়ে পেশাদারিত্বকে প্রাধান্য দিয়ে ঘটনাকে উপস্থাপন করা। ব্যালান্সের জন্য খবর নয়, বরং ঘটনার নিউজ ভ্যালু বিবেচনায় নিয়ে খবর, কভারেজ এসব সংঘটিত হওয়া উচিত। ডেমক্রেসিওয়াচের রিপোর্টে আরো একটি অবজারভেশন রয়েছে। তারা বলেছে, বেতারের যেহেতু কোনো সংবাদ টিম নেই (যেহেতু তাদের স্বউদ্যোগী সংবাদ নেই) সেহেতু বেতারের পরিবেশিত সংবাদ মোটামুটি 'স্ট্যান্ডর্ড'

সংবাদ। আমার ধারণা, এটি একটি অপেশাদার মন্তব্য। রিপোর্টার বা নিজস্ব নিউজ টিম দায়িত্ব নিয়ে কোনো ঘটনার তথ্য সংগ্রহ বা ধারণ করে তা Total prospective-এ তুলে এনে প্রচার, প্রকাশ করতে পারাটাই কাভারেজের অধিকতর স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করতে পারে। এছাড়া আরো একটি বিষয় বিবেচনায় নেয়া উচিত। বিশেষ করে টিভির প্রচারের ক্ষেত্রে 'সময়' কিংবা 'ইভেন্ট'র পাশাপাশি 'ভিজ্যুয়াল' উপস্থাপনার প্রকৃতি কেমন তাও কাভারেজ বিশ্লেষণের জন্য বিবেচনা করা আবশ্যক। আগামীতে আরও পদ্ধতিগত সাবধানতা অবলম্বন করে সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনায় এনে ডেমক্রেসিওয়াচ এ রকম পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট পাঠকদের উপহার দেবে সে আশাই করি।

ড. শেখ আবদুস সালাম
যুগান্তর
২৮ আগস্ট ২০০১

বিটিভিকে নিরপেক্ষ করুন
মু: জাহাঙ্গীর আলম আনসারী

বিটিভি। এর পুরো বাক্য হলো *বাংলাদেশ টেলিভিশন*। ২৩ জুনের পর থেকে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই পর্যন্ত যদিও প্রচার আর খাতাপত্রে বাংলাদেশ টেলিভিশন লেখা আছে। কিন্তু কার্যক্রমে বিটিভি *বঙ্গবন্ধু টেলিভিশনে* পরিণত হয়েছিল। বিগত পাচ বছর যাবৎ এটা ছিল হাসিনার পারিবারিক প্রচার মাধ্যম। গত পাচ বছরের মধ্যে একটি দিনও বিরোধী দলের সমালোচনা ছাড়া ইতিবাচক কোনো খবর প্রচার করা হয়নি। হাসিনা তার বাবার কীর্তন এবং তার দলের প্রচারণা চালানোর জন্য নিয়োগ দিয়েছে আওয়ামী মহাপরিচালককে। আরো দিয়েছে আওয়ামী লীগের একান্ত অনুগতশীল জিএম মু. বরকতুল্লাহ, খ.ম. হামিদ প্রমুখকে। এ দেশের মানুষ জানে, বিটিভি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্ত আওয়ামীরা ক্ষমতায় বসার পর থেকেই এটাকে একেবারে আওয়ামী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেছে, যদিও তারা বিটিভির স্বায়ত্ত্বশাসনের ওয়াদা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। তবে ক্ষমতায় বসার পর পরই হাসিনা তার নির্বাচনী ইশতেহারের কথা ভুলে যায়। স্বায়ত্ত্বশাসন বাদ দিয়ে বিটিভিকে তারা নিয়ে এলো একদলীয় শাসনের আওয়তায়। তখন থেকেই বিটিভির প্রচারের আসল আলোচ্য বিষয় হলো মুজিবের কীর্তন গাওয়া। বেশির ভাগ সময়ই প্রচার হয়েছে শেখ মুজিবের ৭১-এর ভাষণ। তারপর হাসিনা সরকারের উন্নয়নের মিথ্যা ভূয়সী প্রশংসা করা।

জনসাধারণকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য রাজাকারের ধুয়া তুলে তাদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। বিভিন্ন নাটকে ইসলাম বিদ্বেষী সেই ভারতের পা-চাটা গোলামদেরকে হুজুর সাজিয়ে তাদের দ্বারা কুকর্ম করিয়ে এ দেশের আলেম-ওলামা এবং রাসুলের সুন্নত দাড়ি ও টুপিকে সাধারণ জনগণের সামনে খারাপ বলে উপস্থাপন করেছে। এ দেশের কোমলমতি তরুণ ও তরুণীদের চরিত্র নষ্ট করে এদেরকে ভারতপ্রেমিক বানানোর জন্য নিত্যদিনই সংস্কৃতির নামে ভারতের অপসংস্কৃতি প্রচার করা হয়েছে। আওয়ামী শাসনামলে কোনো সচেতন ব্যক্তির বিটিভি দেখার প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না। একজন সাধারণ লোক বিটিভির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, টিভিটা অন করলেই খালি বঙ্গবন্ধু আর বঙ্গবন্ধু। এমনকি বাথরুমে গিয়েও বঙ্গবন্ধুর কথা শোনা যায়। আমার একটা কথা মনে পড়ে, গত বছর মিলেনিয়ামের দিন রাত ১২টার সময় টিভির সামনে বসেছিলাম ভাল কিছু দেখতে পাবো বলে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সেদিনও শুনতে পেলাম বিটিভিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক। ছোট একটি ছেলের গায়ে মুজিব কোট পড়িয়ে তাকে দিয়ে সংগ্রামের ডাক দেওয়ানো হচ্ছে। তবে মিলেনিয়াম তো আর মুজিব সংগ্রাম করে আনেননি। হাসিনার যদি তার বাবাকে দেখার খুব ইচ্ছাই থাকে তাহলে কবরের মাটি খুড়ে দেখে এলেই চলে তার বাবা কি অবস্থায় আছে। এইভাবে তারা বিটিভিকে পাচ বছর ব্যবহার করেছে। তাদের আমলে বিটিভির জন্য যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এ টাকার মালিক ছিল সারাদেশের জনগণ। হাসিনার বাবার রেখে যাওয়া কোনো টাকা দিয়ে তা করা হয়নি।

দেশবাসী মনে কওে, আগামীতে যারা ক্ষমতায় আসবে তাদের দায়িত্ব হবে, আওয়ামী লীগের কাছ থেকে সরকারি এই সম্পদের হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেয়া। গত ১৫ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শপথের পর সাধারণ মানুষ আশা করেছিল; এখন থেকে বিটিভিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের খবরা-খবরই শোনা যাবে। কিন্তু তাদের সেই আশা ধূলিসাৎ হতে যাচ্ছে। টিভির কর্মকর্তারা তাদের সেই পুরনো অভ্যাসই ঠিক রাখছে। এখনো তারা সুকৌশলে আওয়ামী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রচার মাধ্যমকেও নিরপেক্ষ হতে হবে। অন্যান্য বিভাগ সংস্কারের মতো, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিটিভিরও সংস্কার করতে হবে। এখান থেকে আওয়ামীপন্থীদেরকে অপসারণ করে নিরপেক্ষ লোক নিয়োগ দিতে হবে। যদি দ্রুত এই কাজটি না করা হয় তাহলে তার নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে যে সমস্ত বড় কয়েকটি রাজনৈতিক দল রয়েছে তার মধ্যে জামায়াত-এ ইসলামী একটি অন্যতম দল। দেশের সর্ববৃহত্তম ইসলামী দল। চারদলীয় জোটের মধ্যেও অন্যতম। রাজপথের আন্দোলনে জামায়াতের ভুমিকা ছিল অগ্রগণ্য। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও বিটিভি কর্তৃপক্ষ এই দলটিকে উপেক্ষা করে চলছে। জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত মিডিয়াওয়াচ রিপোর্টে দেখা গেছে জামায়াতকে তারা বেশি পাত্তা দিচ্ছে না। গত ২৪ জুলঅ ২০০১ তারিখে বিটিভি আওয়ামী লীগের খবর প্রচার করেছে ২ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড। বিএনপির ১ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড, জাপার ১ মিনিট ৩২ সেকেন্ড। জামায়াতের কেনো খবর প্রচার করেনি। ২৫ জুলা ২০০১ তারিখেও আওয়ামী লীগের ৩ মিনিট ৫ সেকেন্ড, বিএনপি ১ মিনিট ৫২ সেকেন্ড, জাপার ৫৫ সেকেন্ড, জামাতের কেনো খবর প্রচার করেনি। এই সমস্ত বিষয় থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, তারা কতো বড় ইসলাম বিদ্বেষী। তাদের আসল মতলবটা হচ্ছে জামায়াত যেহেতু ইসলামী দল, তারা কোরান-সুন্নাহর শাসনের কথাই বলবে। সাধারণ মানুষ এগুলো শুনতে পেলে তারা ধর্মীয় অনুশাসনের দিকে ঝুকে পড়তে পারে। মানুষ যাতে তাদের নোংরা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ছেড়ে ধর্মীয় শাসনের দিকে না আসতে পারে সেই জন্যই তারা জামায়াত-এ- ইসলামীর কোনো সংবাদ প্রচার করতে চায় না। আমার মনে হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চোখে আমার এই লেখাটি অবশ্যই পড়বে। দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিনীত অনুরোধ, বিটিভি অফিসে নিরপেক্ষ লোক নিয়োগ দিয়ে প্রচার মাধ্যমে দেশবাসীকে সকল রাজনৈতিক দলের খবর শোনার সুযোগ করে দিন।

মুঃ জাহাঙ্গীর আলম আনসারী
দৈনিক সংগ্রাম
৬ জুলাই ২০০১

আওয়ামী বেদীতে সুস্থ ইটিভির আত্মহত্যা প্রচেষ্টা

মাহবুব কামাল

ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ (ইথার) আবিস্কৃত হওয়ার আগে যখন রেডিও-টিভির বালাই ছিল না, তখন শাসক শ্রেণীর স্তাবকরা প্রভুর যে স্তুতি করতো তা সীমাবদ্ধ থাকতো রাজপ্রাসাদের ভেতরেই। শাসনকার্যে যুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও রাজা-বাদশা, সম্রাটদের থাকতো পোষ্য স্তাবক শ্রেণী, যাদের কাজ ছিল রাজার মহিমা, গৌরবকে আরো গৌরবান্বিত করা। তবে প্রচার মাধ্যমের অভাবে তাদের এই মহৎ(!) কাজগুলো রাজপ্রাসাদের বাইরে খুব একটা আসতো না। রাজা-রানী, সম্রাট-সম্রাজ্ঞী তাদের প্রতি নিবেদিত স্তুতি নিজেরাই উপভোগ করতো এবং স্তুতির কোয়ালিটি অনুযায়ী পুরস্কৃত করতো স্তাবককে। ব্যাপারটা অনেকটা কাজের ছেলে দিয়ে পিঠ চুলকিয়ে তাকে চার আনা-আট আনা দেয়ার মতো। আকবরের 'নবরত্ন' সভার কথা আমরা জানি। সম্রাট আকবরকে গান-বাজনা, ভাড়ামি দিয়ে এই নয় রত্ন খুশি রাখার প্রাণান্ত চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। এবং অতি অবশ্যই তা ছিল মাসোহারার ভিত্তিতে।

এখন সময় পাল্টেছে। রাজা-বাদশার নতুন নামকরণ হয়েছে প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী, নেতা-নেত্রী ইত্যাদি। আর তাদের শাসনকার্যে যুক্ত হয়েছে নানান ধরনের ইলেকট্রনিক ও পৃন্ট মিডিয়া। কিন্তু যা বদলায়নি তা হলো, স্তাবক ও চাটুকারদের দ্বারা শাসক শ্রেণীর স্তুতি ও মনোরঞ্জনের ধারা। বরং মিডিয়ার কল্যাণে পোষ্য চাটুকারদের ভাড়ামিপূর্ণ কীর্তিকলাপ সীমাবদ্ধ পরিসর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দিক দিগন্তে। অবশ্য বর্তমান কালে নিছক চাটুকারিতা উপভোগ করার স্বার্থেই মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয় না, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যও এর প্রয়োজন সমধিক।

বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়া হিসেবে বহুকাল পর্যন্ত একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল বাংলাদেশ টেভিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের। গত ৩০ বছরে বিভিন্ন সময়ে শাসক পাল্টেছে। কিন্তু পাল্টেনি এই দুই মিডিয়ার চরিত্র। পেশাদার-অপেশাদার মিলিয়ে অসংখ্য স্তাবক উদয়াস্ত প্ররিশ্রম করেছে কিভাবে শাসকের গৌরব পৌছে দেয়া যায় টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত। বিনিময়ে হাতিয়েও নিয়েছে তারা নগদ অর্থ থেকে শুরু করে বিষয়-সম্পত্তি। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরো কিছু নাম। এগুলোর মধ্যে ইটিভি বা একুশে টিভি একটা ব্যতিক্রমী ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়েছিল জাতির সামনে। শাসক শ্রেণী অথবা কোনো বিশেষ গোষ্ঠিস্বার্থের স্থুল স্তাবকতা নয়, পরিবর্তনের এক সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে হাজির হওয়া একুশে টিভি দর্শক-শ্রোতার মনও জয় করেছিল।

একুশে টিভির জন্ম হয়েছিল গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। মিডিয়াটির আত্মপ্রকাশের আগে অনেকের মধ্যেই সন্দেহের দোলাচল ছিল যে, নুতন করে আর একটি বিরক্তিকর মিডিয়ার উদ্ভব ঘটলো বুঝি। অনুপাতজ্ঞানহীন, পক্ষপাতদুষ্ট, তোষামুদে বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারের যে অসহনীয় বলয়ে আটকে আছে মানুষ সেই বলয় থেকে ইটিভি তাদেরকে আদৌ মুক্ত করতে পারবে কি এমনটা ভেবেছিলেন অনেকেই। তবে দর্শক শ্রেণীর সব সন্দেহ দূর করে ইটিভি মিডিয়া জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করলো।

সরকার, বিশেষ দল, গোষ্ঠি, কায়েমি স্বার্থ কারো হাতেই জিম্মি না হয়ে এক নির্দোষ পক্ষপাতহীন সংবাদ পরিবেশনের সূচনা করলো এই মিডিয়া। দর্শক-শ্রোতাও লুফে নিল, জামাই আদরে গ্রহণ করলো এই প্রচেষ্টা। দর্শক-শ্রোতা নিজেকে প্রশ্ন করলো ইটিভি আসলে কার? সরকারের ? আওয়ামী লীগের ? বিএনপির ? বিগ বিজনেস হাউসের ? উত্তর এলো, না। এটা তো কারো না কারো হতেই হবে। অবশেষে উত্তর এলো, এটা আসলে দর্শক-শ্রোতার।

নিরপেক্ষতার সূচক পড়ে যাচ্ছে কেন ?

আমরা এখন যে সময়ের মধ্যে বাস করছি সেটি একটি নিরপেক্ষ সময়। দলীয় সরকারের বদলে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সময়টাকেও নিরপেক্ষ বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নিরপেক্ষতা চর্চা করার সুযোগ যখন বেশি তখনই ইটিভি তার নিরপেক্ষতার সূচককে ধরে রাখতে পারছে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে মিডিয়াটি একটি বিশেষ দলের প্রতি যেন ঝুকে পড়ছে দৃষ্টিকটুভাবে। অনেকে তাই প্রশ্ন করছেন, ইটিভি কি পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার জন্যই এমন একটি নিরপেক্ষ সময়ের অপেক্ষায় ছিল ? তাদের আরো প্রশ্ন, ছোটখাটো স্বার্থে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার উদ্দেশ্য কি ছিল বড় স্বার্থে সেটাকে ব্যবহার করা ?

২৫ থেকে ৩১ জুলাই ২০০১, রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত

মিডিয়াগুলো	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জামায়াত
বিটিভি	২১:০৭ সেকেন্ড	১৪:২২ সেকেন্ড	০৫:০১ সেকেন্ড	০৩:৫৩ সেকেন্ড
ইটিভি	৩০:৪৩ সেকেন্ড	২১:৫৩ সেকেন্ড	০৮:৩৬ সেকেন্ড	০০:৪৯ সেকেন্ড
বেতার	০৭:৪৩ সেকেন্ড	০৫:৪৪ সেকেন্ড	০১:৩০ সেকেন্ড	০১:৩৪ সেকেন্ড
বিবিসি	১৫:৪৩ সেকেন্ড	০৮:৩৪ সেকেন্ড	০০:৩০ সেকেন্ড	০০:০০ সেকেন্ড
ভিওএ	০৫:২২ সেকেন্ড	০৪:৩৯ সেকেন্ড	০১:০৬ সেকেন্ড	০০:০০ সেকেন্ড

ডেমক্রেসিওয়াচ নামে একটি নিরপেক্ষ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোকে নিরন্তর ওয়াচ করে চলেছে। তালেয়া রেহমান পরিচালিত ডেমক্রেসিওয়াচ ইতিমধ্যেই জরিপ ও গণতন্ত্র সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মসূচিতে সাফল্য অর্জন করে একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান উদ্যোগটাও নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। নির্বাচনমুখর এই সময়ে মিডিয়াগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর সংবাদ পরিবেশনে কতোটা পক্ষপাতিত্ব বা পক্ষপাতহীনতার পরিচয় দিচ্ছে তা খতিয়ে দেখছে এই প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষণজাত ফাইন্ডিংস থেকে দেখা যাচ্ছে, নিউজ-ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ইটিভি বিএনপির তুলনায় আওয়ামী লীগকে প্রাধান্য দিচ্ছে। গত ১৭ জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত ইটিভিতে আওয়ামী লীগ কভারেজ পেয়েছে ১৪ মিনিট ১৮ সেকেন্ড। অন্যদিকে বিএনপি পেয়েছে ৯ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড। ২৫ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত এই মিডিয়ায় আওয়ামী লীগ পেয়েছে ৩০ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড, বিএনপি পেয়েছে ২১ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড। অবশ্য চলতি সপ্তাহে এই দুইদলের কভারেজের সময় পার্থক্য কিছুটা কমে এসেছে।

বড় রাজনৈতিক দল দুটোর জন্য সময় বরাদ্দের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, নিউজ ট্রিটমেন্ট ও অন্যান্য কিছু বিষয়ে সূক্ষ্ম কারসাজির একটা ব্যাপার চলছে যা স্পষ্টতই আওয়ামী লীগের পক্ষাবলম্বনের নামান্তর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার আনিসুল হকের 'আয়শামঙ্গল' নামের উপন্যাস অবলম্বনে টেলিফিল্ম বানানো হয়েছিল বছরখানেক আগে। এই টেলিফিল্মের সময় ও প্রেক্ষাপট হলো জিয়াউর রহমানের শাসন আমল। লেখক আনিসুল হক হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই জিয়াউর রহমানের শাসন আমলের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে টেলিফিল্মটিতে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এক বছর আগে নির্মিত হলেও টেলিফিল্মটি এতোদিন প্রদর্শিত হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই তা প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ ধরে নেয়া যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রদর্শিত হলে টেলিফিল্ম যে আবেদন সৃষ্টি করতো তার চেয়ে বেশি আবেদন তৈরির লক্ষ্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য অপেক্ষা করছিল ইটিভি। এই মুহূর্তে একটি মর্মস্পর্শী টেলিফিল্ম দ্বারা দর্শকদের ভোট প্রভাবিত করাই যে ইটিভির উদ্দেশ্য তা বোধহয় কাউকে বোঝানোর দরকার পড়ে না।

আরো দৃষ্টিকটু ব্যাপার চলছে ইটিভিতে। আওয়ামী লীগের প্রেস রিলিজকেও মর্যাদা দিয়ে তা প্রচার করা হয়েছে। এটা সকলেরই জানা আছে যে, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া তার পায়ে আর্থরাইটিস রোগে ভুগছেন। ফলে হাটা-চলায় তার বেশ অসুবিধা হয়। স্বাভাবিকভাবে হাটতে পারেন না তিনি। দেখা যাচ্ছে, ইটিভি যখন খালেদা জিয়াকে কাভার করে তখন ক্যামেরাটা তার পায়ের

দিকে চলে যায় এবং তার হাটার অসুবিধাটাকে প্রমিনেন্ট করে দেখানো হয়। অথচ ক্যামেরা থেকে দৃশ্যের এই অংশটুকু বাদ দেয়া এমন কোনো কঠিক কাজ নয়। এই অশোভনীয় ডিসপ্লের পেছনে ইটিভির কোন উদ্দেশ্য কাজ করে বলা মুশকিল। তবে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর 'তিনি তো নিজেই খোড়া, অন্যকে ধাক্কা দিয়ে সরাবেন কিভাবে' কথাটাকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা ইচ্ছা কাজ করে থাকতে পারে। গত সপ্তাহে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ইসলামপুরের কাপড় ব্যবসায়ীদের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ইটিভির খবরে বলা হলো বস্ত্র ব্যবসায়ীদের একাংশ। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে আওয়ামী লীগ মনোভাবাপন্ন লোকের সংখ্যাও নিশ্চয়ই কম নয়। কিন্তু ইটিভির 'একাংশ' শব্দটি যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নিরপেক্ষ বিটিভির সামান্য খুত

সংবাদ পরিবেশনে বিটিভির ভূমিকায় নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। বস্তুত, ইটিভি এতোদিন নিরপেক্ষতার প্রশ্নে যে জনপ্রিয়তা ভোগ করতো সেই জনপ্রিয়তা জুটছে এখন বিটিভির ভাগ্যে। অবশ্য এটাকে ভাগ্য বলা ঠিক হচ্ছে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নীতিমালাই প্রতিফলিত হচ্ছে বিটিভিতে। যদিও সময়ের দিক থেকে বিটিভিতেও আওয়ামী লীগ সামান্য বেশি সময় পাচ্ছে, তবুও নিউজ ট্রটমেন্ট পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় সেটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়।

একটা কথা না বললেই নয়। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছিল। সেবারে বিটিভিতে আলাদা কোনো কর্মসূচি ছিল না। কিন্তু এবার বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিটিভিতে 'মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে ১ আগষ্ট ২০০১ তারিখে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তবে তার নামটি যেহেতু একটি দলের সঙ্গ জড়িয়ে আছে এবং এই মুহূর্তে আমরা সবাই চাচ্ছি একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সেহেতু তার গৌরবগাথা

শতকরা গড় কভারেজ

মিডিয়াগুলো	আওয়ামী লীগ	বিএনপি
বিটিভি	৫৯%	৪১%
ইটিভি	৫৮%	৪২%
বেতার	৫৭%	৪৩%
বিবিসি	৬৪%	৩৬%
ভিওএ	৫৪%	৪৬%

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালিত বিটিভিতে প্রচার করে সেই দলটাকে আলাদা সুবিধা দেয়া মোটেও সমীচীন নয়। মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি বিষয়কে স্মরণ করার জন্য কতোগুলো বিশেষ দিবস নির্ধারিত হয়ে আছে দেশে। ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৫ আগস্ট এই দিনগুলোতে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে উৎসব বা শোক পালন করানোর উদ্যোগ নিলে সেটার একটা অর্থ থাকে এবং পৃথিবীর সব দেশেই নির্ধারিত দিনগুলোতেই আনন্দ অথবা শোক পালন করা হয়। নিত্যউৎসব বা নিত্যশোকের কোনো প্রচলন নেই কোনো দেশে। এ দেশে এটা হয়ে থাকে। কোনো বিশেষ দলের পক্ষ থেকে এমনটা করা হলে অবশ্য কারো কোনো কিছু বলার থাকে না। কিন্তু জাতীয় মাধ্যমে বিষয়টি শোভনীয় কিংবা কার্যকর কোনোটিও নয়।

মাহমুদ আলীবিহীন বিবিসিতে আওয়ামী লীগের অর্ধেক বিএনপি

বিবিসির বাংলা বিভাগ বাংলাদেশের ওপর যে কভারেজ দিচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগ সময় পাচ্ছে বিএনপির দ্বিগুণ। বিবিসি-র বিরুদ্ধে একটি চিরন্তন অভিযোগ এমন যে, এই মাধ্যমের উচ্চ পর্যায়ে যারা থাকেন তাদের মতাদর্শই প্রতিফলিত হয় সেখানে, বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় আনা হয় না। তারপর আওয়ামী লীগ বিরোধী মাহমুদ আলী এতোদিন বিবিসি-তে থাকা অবস্থায় সংবাদ পরিবেশনের যে ধারা প্রচলিত ছিল তাকে অব্যাহতি দেয়ার পর সেই ধারায় পরিবর্তন এসেছে।

মানসিক রোগ অথবা স্বার্থবুদ্ধি ?

ইটিভির সমস্যাটা কোথায় কে জানে ? আপাতদৃষ্টিতে একে সুস্থই মনে হয়। অন্তত তার অতীত পারফরমেন্সে রুচি ও বিবেচনার যথেষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। তাই মিডিয়াটির আত্মহত্যা প্রচেষ্টা অনেকের মধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখ বোধের জন্ম দিয়েছে। যে কোনো আত্মহত্যা প্রচেষ্টাই মানসিক রোগের লক্ষণ। ইটিভি কি মানসিক রোগাক্রান্ত কিংবা জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ? নাকি এর বর্তমান

ভূমিকার পেছনে রয়েছে কোনো সুদূরপ্রসারী স্বার্থবুদ্ধি ? জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে থাকা একটি প্রতিষ্ঠানের এভাবে একটি রাজনৈতিক দলের বেদীতে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা কোনোভাবেই শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

মাহবুব কামাল
সাপ্তাহিক চলতিপত্র, ৬ আগস্ট

তথ্যমন্ত্রীর প্রতি সবিনয় নিবেদন

বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোটের সরকার কাজ শুরু করেছে। নতুন সরকারে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ড. আবদুল মঈন খান। পদার্থবিজ্ঞনী, শিক্ষক, কৃতী ছাত্র সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মঈন খানকে বিএনপি মহলে একজন সজ্জন ও জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়। ড. মঈন খানকে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়ায় অনেকে খুশি হয়েছেন। তারা ভেবেছেন, একজন সজ্জন ব্যক্তি তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন।

নতুন তথ্যমন্ত্রী তার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি বিবেচনামতো তথ্য মন্ত্রণালয় পরিচালনা করবেন, এটাই প্রত্যাশিত। তার দলের ও সরকারের নীতি এ ব্যাপারে তাকে সহায়তা করবে। তবু আমি অনুভব করেছি মন্ত্রণালয়ের যাত্রা শুরুতে তাকে কিছু কথা বলা দরকার। এর পেছনে দুটি কারণ রয়েছে:

১. তথ্য মন্ত্রণালয় ছোট মন্ত্রণালয় হলেও এর প্রভাব খুব বেশি। তথ্য মন্ত্রণালয়, বিশেষ করে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিটিভির ভূমিকার ওপর প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের ভাবমূর্তি অনেকটা নির্ভর করে। যেমন, এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের জন্য অনেক কারণের মধ্যে সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদের নির্দেশে পরিচালিত বিটিভি'র 'অতি প্রচার' একটি কারণ বলে মনে করা হয়। আশা করি নতুন তথ্যমন্ত্রী ড. মঈন খানও কথাটি শুনেছেন।
২. বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে তথ্য মন্ত্রণালয় তথা বিটিভির ভূমিকা খুব সমালোচিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সমর্থক অনেক পত্রিকা ও কলামিস্টও এই সমালোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। বিএনপি সরকারের তথ্যমন্ত্রী যদি এ ব্যাপারে সচেতন না হন তাহলে তার কারণে বিএনপি সরকারেরও সর্বনাশ হতে পারে।

প্রধানত এই দুই কারণে নতুন তথ্যমন্ত্রীর জন্য কিছু কথা নিবেদন করতে চাই।
ক) আওয়ামী লীগ আমলে বিটিভির অভ্যন্তরে বহু ঘটনা ঘটেছে। প্যাকেজ অনুষ্ঠান নিয়ে দুর্নীতি, নতুন নিয়োগের নামে দলীয়করণ, প্যাকেজ অনুষ্ঠানের নামে দলীয়করণ, বিএনপিপন্থী অপবাদ দিয়ে বহু সিনিয়র কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, চাকরিচ্যুতি, পারচেজ নিয়ে দুর্নীতি, অনেক দর্শকপ্রিয় অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া, বিটিভির স্ক্রিনকে প্যাকেট অনুষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা, বিশেষ প্রডাকশন হাউসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, ভারতীয় ডাবিং সিরিয়াল আমদানি নিয়ে দুর্নীতি, ক্রিকেট খেলার স্পন্সর নিয়ে স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি ও আরো নানা বিষয় পাঁচ বছর ধরে শোনা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য দেশবাসীকে জানানো প্রয়োজন। তাই আমি প্রস্তাব করব, গত পাঁচ বছরে বিটিভির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক। উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই এই শ্বেতপত্রে থাকতে হবে। আরো প্রাসঙ্গিক বিষয় থাকতে পারে। গত পাঁচ বছরে স্পন্সর ও প্যাকেজ অনুষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা যাবে।

আমি মনে করি, নতুন তথ্যমন্ত্রীর প্রথম দায়িত্ব হবে পাঁচ বছরের কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতি জনসমক্ষে প্রকাশ করা। এটা আরো একটা কারণে প্রকাশ করা দরকার- তা হলো, এই রকম দুষ্কর্ম ও দুর্নীতি যেন নতুন তথ্যমন্ত্রী ও বিএনপি ছাত্রদলের ক্যাডারদের হাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া। যদি একই ঘটনা বিএনপির আমলেও ঘটে তাহলে তাদের দুষ্কর্ম সম্পর্কেও একদিন শ্বেতপত্র প্রকাশ হতে পারে।

'পুরনো ময়লা ঘাঁটতে চাই না'- এ অজুহাত দিয়ে তথ্যমন্ত্রী পিছপা হলে চলবে না। বিএনপি সরকার এসেই বাসস-এর অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করেছে। বাসস-এর চেয়ে বিটিভি অনেক বড় ও প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান। কাজেই বিটিভি সম্পর্কেও তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

খ) সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার-টিভি সম্পর্কে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো স্বয়ত্তশাসন দেওয়া বিএনপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। '৯১ সালেও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা ও শামসুল ইসলাম তা বাস্তবায়ন করে যাননি। '৯৬-এ আওয়ামী লীগ সরকার এসে পাঁচ বছর বেতার-টিভি যথেচ্ছভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, দলীয়করণ করে, বিএনপি হটিয়ে বিরোধী দল ও মতকে দাবিয়ে মেয়াদকালের একেবারে শেষ লগ্নে স্বায়ত্তশাসন নামে একটি বিল পাস করে গেছে, যা স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বিশষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের আলোকে হয়নি, সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্তও হয়নি। সরকারি ও দলীয় নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখার জন্য একটি প্রতারণাপূর্ণ বিল আওয়ামী লীগ সরকার বিদায়ের আগে পাস করে গেছে।

নতুন তথ্যমন্ত্রী স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে কী করবেন তা এখন দেখার বিষয়। স্বায়ত্তশাসন-এর ব্যাপারে বিএনপির কোনো বিস্তারিত পরিকল্পনার কথা কোথাও দেখিনি।বিএনপি যখন বিরোধী শিবিরে ছিল তখনো এ ব্যাপারে খুব একটা মতামত জানায়নি। বর্তমানে একটি বিল পাস হওয়ার পর স্বায়ত্তশাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে বিএনপি সরকারের ভূমিকা কি হবে তা বুঝতে পারছি না। এ প্রসঙ্গে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই , নতুন তথ্যমন্ত্রী যেন বেতার- টিভিকে সরকারি নিয়ন্ত্রন মুক্ত করার উদ্যেগ নেন। এ নিয়ে বেশি চালাকি করতে গেলে গর্তে পড়ার আশন্কা রয়েছে । আওয়ামী লীগ সরকার বেশী চালাকি করতে গিয়ে এখন কুপোকাত। সরকারি বেতার-টিভি প্রশ্নে সরকার কী পদক্ষেপ নেবে তা নিয়ে তথ্যমন্ত্রী দলের ভেতরে ও বাইরে মতবিনিময় করতে পারেন। যদিও বিরোধী শিবিরে থাকার সময়েই তা করা উচিত ছিল। তবে তথ্যমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে একটা কিছু করতে হবে। এ নিয়ে কোনো অজুহাত জনগণ ভালোভাবে নেবে না। যত শিগগির সম্ভব সরকারি বেতার ও টিভি সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হবে– এটাই প্রত্যাশা। এর অন্যতা হলে বুঝতে হবে, সরকার চালাকির আশ্রয় নিচ্ছে।

গ) বিটিভির প্যাকেজ অনুষ্ঠান গত পাঁচ বছর কোনো নীতিমালা অনুসরণ করে প্রচারিত হয়নি। সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বার্থ ও খেয়াল খুশিই ছিল প্যাকেজ নীতি। এ ব্যাপারে তাকে সক্রিয় সহায়তা দিয়েছেন বিটিভির সাবেক ডিজি। প্যাকেজ অনুষ্ঠান নিয়ে কি কি কাণ্ড হয়েছে তা শ্বেতপত্র প্রকাশিত হবে আশা করি। এখন দরকার প্যাকেজ অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। তথ্য মন্ত্রণালয়ে বিশেষজ্ঞদের হাতে যে প্যাকেজ নীতিমালা প্রণীত হয়েছিল তা পর্যালোচনা করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা দরকার। তথ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে প্যাকেজ ফোরামের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করলে আরো পরামর্শ পাবেন।

ঘ) আওয়ামী লীগ আমলে বিটিভির অনুষ্ঠানের মান খুবই নেমে গিয়েছিল। অথচ এক সময় বিটিভির অনুষ্ঠানের বেশ খ্যাতি ছিল। কলকাতার দর্শকরাও বেশ আগ্রহ নিয়ে বিটিভির অনুষ্ঠান দেখতেন। অথচ সেই বিটিভির অনুষ্ঠান আস্তে আস্তে প্রতিযোগিতা থেকে সবে গেছে।

এ ব্যাপারে নুতন তথ্যমন্ত্রী দুটি কাজ করতে পারেন।

১. বিটিভির অনুষ্ঠানের মান এত নিচে নেমে গেছে কেন তার কারণ অনুসন্ধান করা;
২. অনুষ্ঠানের মান উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা। শুধু বক্তৃতা বা নির্দেশ দিয়ে অনুষ্ঠানের মান উন্নত হবে না। এজন্য বিশেষজ্ঞ ও প্রযোজকদের পরামর্শও শোনা দরকার। বিটিভির স্ক্রিন এখন প্যাকেজ অনুষ্ঠানের দখলে চলে গেছে। নিজস্ব প্রডাকশনের সংখ্যা খুবই কম। এটা প্রত্যাশিত নয়।

ঙ) সূচনালগ্ন থেকে বিটিভির সবচেয়ে দুর্বল বিভাগ হলো খবর। গত পাঁচ বছরে এ বিভাগ আরো দুর্বল হয়েছে। পেশাদারিত্বের লেশমাত্র ছিল না। একদলীয় ও কখনো-সখনো মিথ্যা খবর প্রচার করে বিটিভির খবর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রায় পুরোটাই হারিয়েছিল। বিটিভির সামগ্রিক বদনামের একট বড় কারণ হলো খবরের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ও সীমাহীন দলীয়করণ।

বিগত আমলে প্রথমবারের মতো বিটিভি টিভি রিপোর্টিং চালু করেছিল। উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। তবে তার মান এতই নিচু যে, তা চালু না করলেই মনে হয় ভাল ছিল। বিশেষ করে ইটিভির রিপোর্টিংয়ের তুলনায় তা রীতিমতো বিসদৃশ্য। জনাব আবু সাইয়িদের দলীয়কারণ থেকে 'টিভি রিপোর্টিংও রক্ষা পায়নি।

নতুন তথ্যমন্ত্রীর আরেকটি কাজ হবে বিটিভির বার্তা বিভাগকে ঢেলে সাজানো। নতুন করে যোগ্য সাংবাদিকদের দিয়ে রিপোর্টিং সেল গড়ে তোলা। বার্তা বিভাগে চিফ রিপোর্টার ও প্রধান বার্তা সম্পাদক পদে সংবাদপত্রের অভিজ্ঞ সাংবাদিক নিয়োগ দেওয়া। বার্তা বিভাগ পরিচালনা করা সাংবাদিকদের কাজ, অফিসার বা প্রযোজকদের কাজ নয়।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের (বিশেষ করে তথ্যমন্ত্রী) দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সচিত্র বিবরণ প্রচার করলে তাকে খবর বলা যায় না। খবরকে পেশাদারি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে, পদমর্যাদ দিয়ে নয়। ভারতের নানা স্যাটেলাইট চ্যানেলের খবর এক সপ্তাহ নিয়মিত দেখলে তথ্যমন্ত্রী নিজেই বুঝতে পারবেন কোনটি খবর আর কোনটি খবর নয়। বিটিভির খবরকেও সেভাবে সাজাতে হবে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এজন্য তথ্যমন্ত্রীকে অনেক অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ক্যাবিনেট সহকর্মীদের সমালোচনা শুনতে হতে পারে। তবু কাজটি করতে হবে। তা না করতে পারলে জনাব আবু সাইয়িদের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য থাকবে না।

চ) বিটিভি বিভিন্ন সময়ে দলীয়করণের শিকার হয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে একটু বেশি হয়েছে, এই যা। তথ্যমন্ত্রীকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে বিএনপি আমলে যেন বিটিভিকে কেউ এই অপবাদ দিতে না পারে।

ছাত্রদল বা যুবদলের অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তিরা যেন বিটিভির অনুষ্ঠান বা প্যাকেজ অনুষ্ঠান দখল করতে না পারে। যোগ্য ব্যক্তি অবশ্যই সবরকম সুযোগ পাবেন। কারো নির্দেশে, হুমকিতে বা ফোনের চাপে যেন কেউ অনুষ্ঠান করতে না পারে। বিটিভি দেশের প্রতিষ্ঠান, দলের নয়। 'আওয়ামী লীগের সমর্থক'- এ অজুহাতে যেন কোনো যোগ্য বা দক্ষ ব্যক্তি অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত না হয়– তথ্যমন্ত্রীকে তাও দেখেতে হবে। তবে যারা বিগত সরকারের মিথ্যাচার ও দলীয় প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন তাদের সুযোগ দেওয়া তো তথ্যমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব হবে না।

বিএনপির উৎসাহী কর্মীরা যদি বিটিভিতে 'কালো তালিকা' করেন, সেটা হবে দুঃখজনক। বিএনপি যেন আওয়ামী লীগের মতো আচরণ না করে– তথ্যমন্ত্রীকে সবসময় এটা মনে রাখতে হবে।

ছ) আওয়ামী লীগ আমলে বিটিভির অনেক সিনিয়র কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি তাদের আবেদন বিবেচনা করা উচিত। নিচের দিকেও কারণ না দর্শিয়ে অনেককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সবার চাকরি রিভিউ করে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

জ) বিটিভিতে 'দর্শক মতামত সেল' বলে কিছু নেই। এটা মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা বড় দুর্বলতা। দর্শকদের জন্যই টিভি অনুষ্ঠান। সেজন্য নিয়মিত দর্শক মতামত সংগ্রহ করা উচিত এবং সেই আলোকেই অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করা উচিত। আর এই সেল পরিচালিত হওয়া উচিত গবেষণার শৃঙ্খলা অনুসরণ করে। ভারতের 'দুরদর্শনের' দর্শক মতামত সেল এবং মডেলেও এর রূপ দেওয়া যায়।

আমার কথাই শেষ কথা নয়। আমি কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করলাম মাত্র। আরো বহু কথা রয়েছে। তথ্যমন্ত্রী বিটিভি সংশ্লিষ্ট নানা ফোরাম, সমিতি, সংসদ ও ইউনিয়ন নেতাদের মতামতও শুনতে পারেন। সেই সঙ্গে মিডিয়া বিশেষজ্ঞ ও সিভিল সোসাইটি নেতাদের বক্তব্যও শোনা যেতে পারে।

প্রিয় তথ্যমন্ত্রী, সবার কথা শুনুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন। তথ্য মন্ত্রণালয়ে আরো কয়েকটি বিভাগ আছে। আজ শুধু বিটিভি প্রসঙ্গে লিখলাম। পরে অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কেও লেখার আশা রাখি।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর
প্রথম আলো
সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক
১৮ অক্টোবর ২০০১

প্রধানমন্ত্রী আপনার ভাষণ ও টেলিভিশন

বিশেষ মন্ত্রীদের খবর টেলিভিশনে প্রচার না হলে টেলিভিশন কর্মকর্তাদের চাকরি থাকবে কি। এতদিন থাকে নি। তা হলে! টেলিভিশনকে ওই ভয় থেকে মুক্ত করুন। দুয়ারে বাঘ বসিয়ে সাহস দেখানোর উপদেশ দেয়া যায় না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার সেদিনের বেতার ভাষণ পুরোটা শুনতে পারি নি। তবে সাংবাদিক ও টেলিভিশন সম্পর্কে আপনার অনুরোধের পর্বটি আমি শুনেছি। আপনি টেলিভিশন, রেডিও, পত্রপত্রিকার কর্মীদের অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, আপনারা ব্যক্তিবন্দনা করবেন না। প্রয়াত ব্যক্তির বন্দনা ও জীবিত ব্যক্তির তোষামোদ থেকে বের হয়ে আসুন। এতে প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর জীবিত ব্যক্তির অবস্থান হয় দুর্বল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার বক্তব্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তবে বাস্তব বড় রূঢ় এবং কঠিন। সেদিন আপনার ভাষণের পর টেলিভিশনে ইংরেজি সংবাদ শুনছিলাম। টেলিভিশনে রাত ১০টা ৩০ মিনিটের খবর প্রচার করা হয়। সেদিন ওই ৩০ মিনিটের মধ্যে ২০ মিনিট ছিল আপনার ও আপনার মন্ত্রীদের ভাষণ। আর বাকি ১০ মিনিটে দেখানো হয়েছে আওয়ামী সভানেত্রীর বক্তব্য ও খেলার খবর। এর পর কি আর মন্তব্য থাকতে পারে। বলতে পারেন কি প্রধানমন্ত্রী। শুধু জিজ্ঞাসা করা যায় ওই টেলিভিশনের বাক্সটি কি শুধু সাহেব বিবির বাক্স হয়েই থাকবে।

এ ব্যাপারে জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলের একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করতে চাই। জেনারেল জিয়া তখন রাষ্ট্রপতি। তথ্য উপদেষ্টা জনাব আকবর কবির। ঢাকার টিএসসি-তে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি অর্থাৎ মফস্বল সাংবাদিকদের সম্মেলন হচ্ছিল। আমি তখন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। ওই সম্মেলনের অতিথি বক্তা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাকে তোপের মুখে পড়তে হলো। সবার অভিযোগ সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় গ্রামবাংলার খবর থাকে না। মফস্বল সাংবাদিকরা জায়গা পায় না। অথচ ৬৮ হাজার গ্রাম নিয়েই বাংলাদেশ। বক্তাদের কথায় মনে হলো সবকিছুর জন্য দায়ী হলো সাংবাদিকরা। তাদের অভিযোগের সুরে মনে হলো সাংবাদিকরা খবরের কাগজের মালিক। তথ্য উপদেষ্টা জনাব আকবর কবির বলে বসলেন সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় সিনেমা অভিনেত্রী মেরিলিন মনরোর ছবি ছাপা হয়। কিন্তু গ্রামবাংলার খবর সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় স্থান পায় না।

এবার আমার জবাবদিহির পালা। মঞ্চে আসীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম মহামান্য রাষ্ট্রপতি এসব অভিযোগই সত্য, তবে জবাব দেয়ার কথা পত্রিকা মালিকের, আমার নয়। তবু আমার কথা আমি বলব। পত্রিকার প্রথম পাতায় গ্রামবাংলার খবর ছাপা হয় না, এ তথ্য সঠিক নয়। তবে আমাদের কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনার মন্ত্রিসভার ডজনখানেক সদস্য আছে। তাদের সবার বাসনা তাদের খবর প্রতিদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপানো হোক। ছাপানো না হলে তাদের জনসংযোগ কর্মকর্তারও বিপদ হয়। আমি দৈনিক বাংলায় চাকরি করি। এটি ট্রাস্টের পত্রিকা। আপনার মন্ত্রীদের কথা না শুনলে আমার রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই রাত ১২টা পর্যন্ত আপনার ডজনখানেক মন্ত্রীর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। তাদের খবরের জন্য প্রথম পাতার কিছু অংশ খালি রাখতে হয়। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের খবর না এলে পত্রিকার প্রথম পাতার ওই খালি অংশে কোনও কোনও দিন নামিদামী সিনেমার অভিনেত্রীদের ছবি ছাপতে হয় বৈকি। আমরা একান্তভাবেই নিরুপায়। আমার বক্তৃতার পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠান তেমন আর জমে নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আজ ট্রাস্টের কোনও পত্রিকা নেই। পত্রিকা অফিসে আগের মতো ফোন বা ধমক নেই। এখন দৌরাত্ম্য আছে মালিকের। মালিকের ইচ্ছায় সাংবাদিকদের চলতে হয়। যথার্থ অর্থে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের কোনও ট্রেড ইউনিয়ন এখন আর নেই। তবে আপনাদের শক্ত কব্জায় আছে বেতার ও টেলিভিশন। ক'দিন পর দেখব সেখানে পরিবর্তন হচ্ছে। আপনাদের লোক হম্বিতম্বি করছে। প্রতিদিন একের পর এক মুখের পরিবর্তন দেখব। মেধার কৌলিণ্যে সবকিছু নির্ধারিত হবে। আপনার পরিচিত চামচারা বিদেশে নিযুক্তি পাবে। ওরাই শেষ পর্যন্ত সবকিছুর কর্মকর্তা হবে। পারবেন এদের এড়াতে। পারবেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠতে। না পারলে এ ধরনের কথা বলে লাভ নেই। সে প্রমাণ কিন্তু আপনার ভাষণের দিন রাতেই পেয়েছি। আপনার মন্ত্রিসভার সংখ্যা ষাট। এদের সবাইকে এক মিনিট করে সময় দিলেও টেলিভিশনে এদের জন্য ব্যয় হবে এক ঘণ্টা। এ পরিস্থিতি এড়াতে হলে সবকিছুর খোলনলচে পাল্টাতে হবে। আর বিশেষ মন্ত্রীদের খবর টেলিভিশনে প্রচার না হলে টেলিভিশন কর্মকর্তাদের চাকরি থাকবে কি। এতদিন থাকে নি। তা হলে! টেলিভিশনকে ওই ভয় থেকে মুক্ত করুন। দুয়ারে বাঘ বসিয়ে সাহস দেখানোর উপদেশ দেয়া যায় না। অথচ এ ঐতিহ্য আমরা বহন করছি।

নির্মল সেন
মাতৃভূমি
২৩ অক্টোবর ২০০১

মিডিয়াওয়াচ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে লন্ডনে বাংলাভাষীরা বিবিসি বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ এনে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের পরিচালককে একটি পত্র লেখেন। নিচে চিঠিটি হুবহু তুলে দেয়া হলো।

S.A. CHOWDHURY
SECRETARY, INTERNATIONAL AFFAIRS
CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE
BANGLADESH NATIONALISTS PARTY
100 LADBROKE GROVE, LONDON W11 IPY
TEL & FAX: 01717276873, Mobile : 0956849328

Mr. Mark Byford
Director, BBC World Service
Bush House
P.O. Box 76
Strand
LONDON WC2B 4PH

13.08.2001

Dear Mr. Byford

BBC BROADCAST TO BANGLADESH

Kindly recall your letter of the 11th May 2001 in response to mine of 20th April addressed to the Director General. You assured me that your staff are trained to abide by the BBC'c principles of fair and objective coverage and that "the staff of the Bengali Section will ensure that any programmes about the election are accurate and fair"

I am sorry to have to tell you that the Bengali broadcasts to Bangladesh do not seem to stand up to your assurances.

Bangladesh is currently in the run-up to elections under a neutral and caretaker government which is genuinely trying to restore balance in the administration, especially in the electronic media. Unfortunately all my contacts in Bangladesh tell me that the BBC's Bengali output is heavily biased in favour of the Awami League. Many letters in newspaper correspondence columns bear this out. A further proof is a report by the independent organisation Mediawatch Electronic published by the prestigious newsmagazine JAIJADIN and some other newspapers. According to this report, in the week 22nd to 28th July the BBC' Bengali broadcasts gave 21.33 minutes of coverage to the Awami League as opposed to only 09.05 minutes to the other main party, Bangladesh Nationalist party.

One manifestation on the bias is in the choice of commentators and analysts. These are mostly of pro-Awami League affiliation. One particular example is Mr. A B M Musa. He is frequently presented by the Bengali Section as an objective commentator and analyst in utter disregard of the facts. Mr. Musa was BBC's correspondent in East Pakistan in the late sixties and was

dismissed for his strong pro-Awami League views. He subsequently joined the Awami League, fought elections on that party's platform and served under the Awami League government. He is commonly regarded as a spokesman and one of the staunchest publicists of the party.

May I request you to kindly and urgently look into the matter, remove the causes of the bias and restore a balance in the Bengali Section's broadcasts to Bangladesh?

Yours sincerely

cc. Mr. Gregg Dyke, Director General, BBC, Broadcasting House, London W1A 1AA

একেএম হানিফ বিটিভির নতুন প্রধান বার্তা সম্পাদক

বিটিভির প্রধান বার্তা সম্পাদক পদে শেখ আবদুস সালেককে ৪ আগষ্ট ২০০১ তারিখে তার পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে একেএম হানিফকে প্রধান বার্তা সম্পাদক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বির্তকিত ভূমিকার অভিযোগে তাকে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে উপপরিচালক (বার্তা) ফারুক আলমগীরকে তার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে বার্তা সম্পাদক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে একেএম হানিফকে পূণরায় বার্তা বিভাগের ডিসবার্সিং অফিসারের দায়িত্ব পালন ছাড়াও ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত বার্তা কক্ষের রাজনৈতিক ও আইন শৃংঙ্খলা ডেস্কের দায়িত্ব দেয়া হয়। ইত্তেফাক, যুগান্তর, প্রথম আলোসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিকগুলিতে গুরুত্বের সাথে পরিবেশন করা হয়।

রাজনৈতিক সংবাদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ডেমক্রেসিওয়াচের মিডিয়াওয়াচ ইউনিট দেশের নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্রগুলো কিভাবে নির্বাচনী কর্মকান্ডে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে কাভারেজ দিচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করছে। যে সংবাদপত্রগুলো ই পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে তা হলো জনকণ্ঠ, ইনকিলাব, আজকের কাগজ, ইত্তেফাক, প্রথম আলো, ডেইলী ষ্টার ও যুগান্তর। পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে কি পরিমাণ এবং কিভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা উল্লেখ করা। ওপরে বর্ণিত ৭টি সংবাদপত্র ১.৯.২০০১ থেকে ১০.১০.২০০১ পর্যন্ত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন কোন দলকে কতটুকু কভারেজ দিয়েছে তার
ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে। ০১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংবাদপত্রগুলোতে রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনের সংখ্যা ছিলো নিম্নরূপ:

দল	**রাজনৈতিক দলের রিপোর্টের সংখ্যা**
আওয়ামী লীগ	১৩৪৬
বিএনপি	১১২৮
জাতীয় পার্টি	১৫১
জামায়াত	৩১১
৪ দল	২১১
যৌথ	৬৩৩
অন্যান্য	১১০৬
মোট	**৪৮৮৬**

এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ওপর প্রকাশিত রিপোর্টের সংখ্যা ৫৮৪টি। রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর সংবাদ ছাড়া উক্ত ৪০ দিনের আর যে যে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রাক- নির্বাচনী প্রচারণা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘটিত নির্বাচনী সহিংসতা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক পরিচালিত অস্ত্র উদ্ধার অভিযান, সন্ত্রাসী গ্রেফতার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী কর্মকান্ডের ওপর সচিত্র প্রতিবেদন, জনসভার ছবি, সম্পাদকীয় এবং উপ-সম্পাদকীয়সমূহ। বর্ণিত সময়কালের মধ্যে পর্যবেক্ষনাধীন সংবাদপত্রগুলোতে সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে মোট ২৬৫টি। এই সম্পাদকীয় মূলত চলমান রাজনীতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকান্ড এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর ওপর জোর দিয়েছে। অন্যদিকে উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে মোট ৪৭৬টি। এই লেখাগুলো লিখেছেন দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজিবীগণ। তাদের লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে নিজস্ব রাজনৈতিক ও দলীয় মতাদর্শ, তাদের নির্বাচন ভাবনা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত।

বিভিন্ন বুদ্ধিজিবীর দলীয় মতাদর্শ সম্বলিত এবং বড় দুইটি দলের ওপর আক্রমনাত্মক কিংবা সমর্থন সূচক যে লেখাগুলো এসেছে তা প্রকাশের ক্ষেত্রে দু'একটি বাদে বাকি পত্রিকাগুলো মোটামুটি ভারসাম্য রক্ষা করেছে। লেখাগুলোর মধ্যে পক্ষপাতমুক্ত গঠনমূলক লেখার সংখ্যা ২৫৭টি।

দলীয় মতাদর্শমূলক লেখার ক্ষেত্রে আ'লীগের পক্ষে লেখা ছাপা হয়েছে ৭৯টি, বিএনপির পক্ষে ১৬টি, জামাত ও বিএনপির বিপক্ষে ২২টি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিপক্ষে ৩৬টি, জাপা (ম) পক্ষে ১টি। কোন দলকে না টেনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর যেমন ইলেকশন মনিটরিং, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং ব্যাঙ্গাত্মক আকারে লেখা এসেছে ২৭টি।

গ্রেফতার :
গত ৪০ দিনে সারা দেশে গ্রেফতারের সংবাদ এসেছে ৯৩ জন। গ্রেফতার জনিত কর্মকান্ডে আহত হয়েছে ১৫ জন এবং নিহত হয়েছে ১ জন। গ্রেফতারের কারণ মূলত: নির্বাচনী সহিংসতা, চরমপন্থী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীন কোন্দল।

ছবি :
গত ৪০ দিনের সংবাদপত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীসহ রাজনৈতিক সভা সমাবেশের ছবি বন্টনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় মোটামুটি
ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপর ছবি বন্টন নিম্নরূপ :

দল	**সংখ্যা**
আওয়ামী লীগ	৮১০
বিএনপি	৬৮৮
জাতীয় পার্টি	২৬
জামায়াত	১১৪
৪ দল	৯২
যৌথ	৪৮
অন্যান্য	৩২১
সব দলের মোট	**২০৯৯**

এছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশন ও তার আওতাভূক্ত বিভিন্ন বিভাগের ওপর ছবি এসেছে ৬১৮৬টি।

অস্ত্র উদ্ধার :

গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হিসাব অনুসারে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৪০ দিনে মোট অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ৫৩৯৯টি,
গুলি উদ্ধার হয়েছে ১৫২৪ রাউন্ড এবং বিস্ফোরক ২৭৭৩ রাউন্ড। গ্রেফতার হয়েছে ১১৮৩২ জন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে মোট গ্রেফতারকৃত সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীর সংখ্যা ৯০ হাজার। (সূত্র ইত্তেফাক ২.৯.২০০১)

রাজনৈতিক সহিংসতা :
পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে মোট ৪৭৩টি। বিভিন্ন দল, গ্রুপের মধ্যকার সংঘর্ষ, পুলিশ ও বিভিন্ন দল,গ্রুপ, তাদের সমর্থক এবং সন্ত্রাসীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ইত্যাদি মিলিয়ে এই রাজনৈতিক সহিংসতার সংখ্যা নিরুপন করা হয়েছে। যার বিভাজন নিম্নরূপ:

সংঘর্ষে লিপ্ত পক্ষসমূহ	সংঘর্ষের সংখ্যা
আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপি	২৬২
আওয়ামী লীগ বনাম জামায়াত শিবির	২৭
আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগ	১৭
৪ দলীয় জোট বনাম শরীক বিএনপি	২২
সব দল (মিশ্র)	৪২
বিএনপি বনাম জাপা	১০
বিএনপি বনাম সন্ত্রাসী	২০
পুলিশ বনাম সন্ত্রাসী	৫
আওয়ামী লীগ বনাম জাপা	১৩
জাপা বনাম জাপা	৫
আওয়ামী লীগ বনাম সন্ত্রাসী	২৪
আওয়ামী লীগ বনাম পুলিশ	১৪
অন্যান্য দল বনাম পুলিশ	১২
মোট	**৪৭৩**

আওয়ামী লীগ পুলিশ, সন্ত্রাসী, অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ, বিএনপি, জাপা, জামায়াতসহ বিভিন্ন পক্ষের সাথে সর্বাধিক ২৭২টি সংঘর্ষ লিপ্ত ছিল।
বিএনপি জড়িত ছিলো ১৬০টি সংঘর্ষে। ওপরে বর্ণিত সংঘর্ষগুলোর পরিনতিতে বর্ণিত সময় কালের মধ্যে নিহত হয়েছে ৪৬৭ জন এবং আহত হয়েছে মোট ১৬৩৭৯ জন। বর্ণিত এই আহত/নিহতের সংখ্যার মধ্যে সব দলের সদস্য, পুলিশ, সন্ত্রাসী নির্বিশেষে সবাই পড়ে। পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে দেশে যতগুলো সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তার অধিকাংশ সংঘটিত হয়েছে দেশের প্রধান দুটি দলের মধ্যে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্য।

পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে দেশে যতগুলো সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তার অধিকাংশ সংঘটিত হয়েছে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ।

শর্মিন হক
২৩ অক্টোবর ২০০১

দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৩ মাসের চিত্র
(১৬জুলাই- ১০ অক্টোবর)

ডেমক্রেসিওয়াচ তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে গত এপ্রিল মাস থেকে নিয়মিতভাবে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। এ প্রেক্ষিতে গত এপ্রিল-জুন মাসে আওয়ামী লীগ সরকারের শেষার্ধের তিন মাসে দেশের আইন-শৃংখলা

পরিস্থিতির উপর একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ জুলাই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শপথ গ্রহণের দিন থেকে ১০ অক্টোবর বিদায়ের দিন পর্যন্ত মোট ৮৭ দিন অর্থাৎ প্রায় তিন মাসের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উপর গবেষণা করা হয়। দেশের ১৩টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত আইন-শৃংখলা বিষয়ক রিপোর্টের ভিত্তিতে এই গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে। যে সব পত্রিকা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে তা হলো : ইত্তেফাক, ইনকিলাব, প্রথম আলো, যুগান্তর, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, ডেইলি স্টার, অবজারভার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সংবাদ, সংগ্রাম ও মানবজমিন। এক্ষেত্রে কোন আঞ্চলিক পত্রিকা নেয়া হয়নি।

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিরূপনে যে সব বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, তা হলো-

ক্রমিক নং	খাত	**ঘটনা**
১	রাজনৈতিক সহিংসতা	হরতাল, বিভিন্ন দলের আন্তর্দলীয় সংর্ঘষ, চাঁদাবাজি, অপহরণ, ছিনতাই, বোমাবাজি, সাংবাদিক নির্যাতন।
২	অরাজনৈতিক/সামাজিক সন্ত্রাস	চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ডাকাতি, সহিংসতা (খুন, দলাদলি ইত্যাদি), সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, অপহরণ, বেওয়ারিশ লাশ উদ্ধার, কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে নিহত/আহত, অজানা কারণে নিখোঁজ ব্যক্তি, সীমান্ত সংঘর্ষ।
৩	আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নির্যাতন/সন্ত্রাস	নিরাপত্তা হেফাজতে নির্যাতন, পুলিশের চাঁদাবাজি, পুলিশ কর্তৃক ছিনতাই, নিরাপত্তা হেফাজতে ধর্ষণ, যেখানে সেখানে পুলিশী হয়রানি।
৪	নারী নির্যাতন	হত্যা, যৌতুকের কারণে নির্যাতন, এসিড ছোড়া, ধর্ষণ, অপহরণ, শারীরিক নির্যাতন, পাচার।
৫	শিশু নির্যাতন	হত্যা, এসিড ছোড়া, ধর্ষণ, অপহরণ, যৌতুকের কারণে নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন, পাচার।
৬	দুর্ঘটনা ও আত্মহত্যা	সড়ক/রেল/নৌ দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা।

ফুটনোট :

* *হরতালের দিন ঘটে যাওয়া সকল সহিংসতাকে* একত্রে একটি ঘটনা হিসেবে ধরা হয়েছে। হরতালের সাথে সম্পৃক্ত বোমাবাজি বা সহিংসতাকে অন্য কোথাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

* নারী বলতে "জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান)", "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন- ২০০০" এ উল্লেখিত "নারী অর্থ যে কোন বয়সের নারী"কেই বোঝানো হয়েছে।

* শিশু বলতে "জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান)", "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন- ২০০০" এ উল্লেখিত "শিশু অর্থ অনধিক ১৪ বছর বয়সের কোন ব্যক্তি" কে বোঝানো হয়েছে।

* কোন ধরণের রোগে মৃত্যু, অজানা কারণে মৃত্যু যেমন- দুর্যোগ, সাপে কাটা, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুকে গণনার বাইরে রাখা হয়েছে।

*"পাচার" ধরা পড়লে পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে নেয়া হয়েছে।

যে ভাবে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে :

প্রথমত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কিত রিপোর্ট চিহ্নিত করে বিষয় অনুযায়ী আলাদা করা হয়। রিপোর্টগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য একটি গ্রীড লাইন শিটে তোলা হয়। শিটে ঘটনার সংখ্যা, আহত ও নিহতের সংখ্যা, ঘটনার বিবরণ ইত্যাদি ছাড়াও

অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্য যেমন পত্রিকার নাম, তারিখ, ঘটনা সংঘটনের স্থান ইত্যাদি রাখা হয়। একই রিপোর্ট একাধিক পত্রিকায় প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি পত্রিকার রিপোর্ট বিবেচনায় নেয়া হয়। এক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে অধিক নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়।

পূরণকৃত শিটগুলোকে কম্পিউটারে এন্ট্রি করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের জন্য ঝচঝঝ ঝড়ভঃধিৎব ব্যবহার করা হয়। বিস্তারিত ফলাফল সংযুক্তি ১ এ দেয়া হলো।

প্রাপ্ত কিছু তথ্য :

- গত তিন মাসে রাজনৈতিক কারণে ৩০৫ জন নিহত এবং ১৬,৫৩১ জন আহত হয়েছে। তিন মাসে মোট ১২৬৫টি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনায় গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪ জন মানুষ খুন হয়েছে এবং আহত হয়েছে গড়ে প্রায় ৮০২ জন। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে দলীয়/আন্তর্দলীয় সংঘর্ষে এবং বোমা বিস্ফোরনের কারণে মৃতের সংখ্যাই বেশি। শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর মাসেই দলীয়/আন্তর্দলীয় সংঘর্ষে ১১৫ জন এবং বোমা বিস্ফোরনে ২৯ জন মারা গেছে।

- অরাজনৈতিক/সামাজিক সন্ত্রাসের মধ্যে এলাকায় দুই গ্রুপে সংঘষের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী (৫৫৯টি) । গড়ে প্রতিদিন ৬.৪ জন এই কারণে খুন হয়েছে।

- পুলিশ ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক মোট ৩৪টি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটেছে গত তিন মাসে, যার মধ্যে সেনা সদস্য কর্তৃক একটি ধর্ষনের ঘটনাও রয়েছে। পুলিশের হাতে প্রায় প্রতি ৪ দিনে একজন করে খুন হয়েছে।

- সব মিলিয়ে গত তিন মাসে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ জন নারী হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। আহত হয়েছেন গড়ে ১.২ জন। গড়ে প্রতিদিন নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে ২.৬টি ।
- গত তিন মাসে মোট ৩৯টি শিশু ধর্ষনের ঘটনায় ৫ জন শিশু খুন হয়েছে এবং ধর্ষনে আহত/জখম হয়েছে ৩৫ জন।
- গত তিন মাসে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৮জন লোক সড়ক/রেল/নৌ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। মোট দুর্ঘটনার সংখ্যা ৩৮৭টি এবং প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩২ জন আহত হয়েছেন **(সারণী- ৬)** । সারা দেশে ১৬৪ জন আত্মহত্যা করেছে, যাদের মধ্যে মহিলা ৯৫ জন এবং পুরুষ ৬৯ জন। আত্মহত্যার গড় হার প্রতিদিন প্রায় ২ জন।

এই রিপোর্টে উল্লেখিত বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপে গত তিন মাসে গড়ে মৃতের সংখ্যা ২১ জনের কিছু বেশী। এর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা (গড়ে প্রায় ৮ জন) এবং আত্মহত্যা (গড়ে প্রায় ২ জন) বাদ দিলে বাকি গড়ে প্রায় ১১ জন প্রতিদিন অপমৃত্যুর শিকার হচ্ছে।

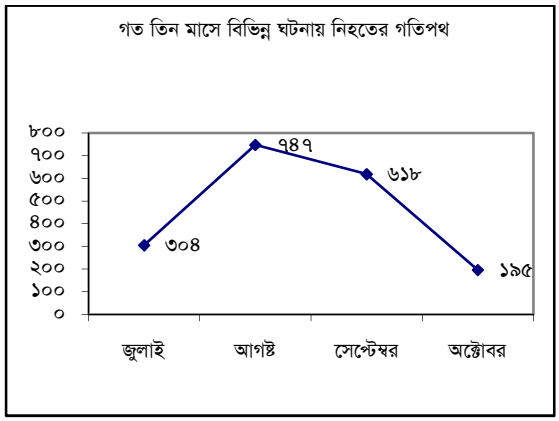

এপ্রিল-জুন এবং জুলাই-অক্টোবরের তুলনামূলক পর্যালোচনাঃ

তুলনামূলক ভাবে এপ্রিল-জুন মাসের চেয়ে জুলাই-অক্টোবর মাসে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা ও হতাহতের ঘটনা অনেক বেশী হলেও সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হয়নি, বরং উন্নতি হয়েছে। কারন, এপ্রিল-জুন মাসে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যেখানে তিন মাসে গড়ে মৃতের সংখ্যা ছিল ২৮ জনেরও বেশী, সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাসে ব্যাপক রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পরও গড় মৃতের সংখ্যা ২১.৪ জন।

তুলনামূলক চিত্রঃ এপ্রিল-জুন এবং জুলাই-অক্টোবর

ঘটনা	এপ্রিল-জুন			১৬ জুলাই-১০ অক্টোবর			হ্রাস-বৃদ্ধি		
	ঘটনার সংখ্যা	আহত	নিহত	ঘটনার সংখ্যা	আহত	নিহত	ঘটনার সংখ্যা	আহত	নিহত
রাজনৈতিক সন্ত্রাস	৫৪১	৪৯০৯	১৬৬	১২৬৫	১৬৫৩১	৩০৫	৭২৪	১১৬২২	১৩৯
সামাজিক/ অরাজনৈতিক সন্ত্রাস	১৯২৮	৬০০৫	৮৬৭	১২১৮	৪০৪৫	৫৫৯	-৭১০	-১৯৬০	-৩০৮
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নির্যাতন	৫৩	৭১	২০	৩৪	২৬৪	২২	-১৯	১৯৩	২
নারী নির্যাতন	৩৪৮	১৫৫	২০৮	২২৩	১০৫	১২৮	-১২৫	-৫০	-৮০
শিশু নির্যাতন	১৬২	১৩৯	৩৬	৮৪	৫৬	৩২	-৭৮	-৮৩	-৪
দুর্ঘটনা ও আত্মহত্যা	৯৬৩	৩৪৭৫	১২৭২	৫৫১	২৭৭৩	৮২০	-৪১২	-৭০২	-৪৫২
মোট	৩৯৯৫	১৪৭৫৪	২৫৬৯	৩৬৭৫	২৩৭৭৪	১৮৬৬			
গড়	৪৩.৯	১৬২.১৩	২৮.২৩	৪২.২৪	২৭৩.২৬	২১.৪৪			

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালীন চিত্রটিতে স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে , এসময় রাজনৈতিক সন্ত্রাস ছাড়া অন্যান্য সন্ত্রাস যেমন- সামাজিক সন্ত্রাস, নারী ও শিশু নির্যাতন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অবহেলা বা নির্যাতন ইত্যাদি কমেছে।

এই সময় সামাজিক সন্ত্রাস কমে যাওয়ার একটি কারণ হচ্ছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা প্রশাসনের কোন সমর্থন পায়নি। ফলে চুরি , ডাকাতি , ছিনতাই , চাঁদাবাজির মত সন্ত্রাসের সংখ্যা কমেছে। এছাড়া এ সময়টিতে নির্বাচনী প্রচারণার কাজে দেশের বেকার যুবকদের ব্যাপক অংশগ্রহণও সামাজিক অপরাধের সংখ্যা কমে যাওয়ার একটি কারণ হতে পারে। নির্বাচনের কারনে জমিজমা বা সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা কমেছে। অন্যদিকে একই কারনে বেড়ে গেছে রাজনৈতিক সন্ত্রাস।

রাজনৈতিক সন্ত্রাস বেড়ে যাওয়ার কারন হিসাবে ঐ সময়ে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা যায়। একটি দলীয় সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর এবং একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতাগ্রহণের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে স্বাভাবিক কারনেই আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-অবিশ্বাস এবং নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে নেতা-কর্মীদের মনোমালিন্য সংঘাত-সহিংসতায় রূপ নেয়। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ, যেমন নিরপেক্ষ পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও বৈধ অস্ত্র জমাদান, সন্ত্রাসী গ্রেফতার, সেনা নিয়োগ ইত্যাদির ফলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।

নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে ব্যাপক বোমাবাজি ও প্রাণহানির ঘটনায় জনমনে ত্রাসের সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত ১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে নির্বাচনের পর থেকে নবগঠিত সরকারের শপথগ্রহণ অর্থাৎ ২ থেকে ১০ অক্টোবর এই ক্রান্তিকালীন সময়টুকুতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনায় সংখ্যালঘুসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গত তিন মাসে রাজনৈতিক সংঘাত ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী তিনমাসের তুলনায় সামগ্রিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এ গবেষণায় ব্যবহৃত সব তথ্যই নেয়া হয়েছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে। এ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় পত্র-পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই গুরুত্ব দিয়েছে রাজনৈতিক তথা নির্বাচনী সংবাদের উপর। এই কারনে সামাজিক সন্ত্রাসের সংবাদগুলো ঠিকভাবে সংবাদপত্রে এসেছে কিনা বা ঐ সময়ে সাংবাদিকরা উক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে কিনা- এটা নিয়েও চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে।

শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী

প্রোগ্রাম অফিসার
ডেমক্রেসিওয়াচ

Appendices

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিটিভি এর সংবাদ কাঠামো

বিটিভি				
		২০ জুলাই-১০ অক্টোবর	গড় খবর	মোট খবরের শতকরা হার
নং	বর্ননা	ঘঃ মিঃ সেঃ	ঘঃ মিঃ সেঃ	
১	শিরোনাম	২:৪১:০৮	০:০০:৫৯	৩.৯৫%
২	রাষ্ট্রপতি	১:২৯:২৬	০:০০:৩৩	২.১৯%
৩	কেযারটেকার সরকার	৮:১৬:৪২	০:০৩:০১	১২.১৭%
৪	নির্বাচন কমিশন	২:৪৩:৫১	০:০১:০০	৪.০২%
৫	আাওয়ামীলীগ	৩:৫২:০১	০:০১:২৪	৫.৬৯%
৬	বিএনপি	৪:১৪:৩৮	০:০১:৩৩	৬.২৪%
৭	জাপা	১:৩৪:০৯	০:০০:৩৪	২.৩১%
৮	জামায়াত	১:০৮:৪৯	০:০০:২৫	১.৬৯%
৯	১১-দল	০:৫৬:৪১	০:০০:২১	১.৩৯%
১০	কৃশ্র জ লী / জাপা (ম)	০:১৬:১০	০:০০:০৬	০.৪০%
১১	ই ঐ জো / খেলাফত	০:১৫:৩৪	০:০০:০৬	০.৩৮%
১২	জাসদ	০:২৯:২৬	০:০০:১১	০.৭২%
১৩	মু লী / বিজেপি	০:২৩:৫৬	০:০০:০৯	০.৫৯%
১৪	অন্যান্য দল	০:০৬:৫০	০:০০:০২	০.১৭%
১৫	দেশের খবর	২৩:০৭:৪৪	০:০৮:২৫	৩৪.০১%
১৬	আর্ন্তজাতিক খবর	৯:৫৪:১৮	০:০৩:৩৬	১৪.৫৬%
১৭	খেলার খবর	৫:০৬:৫৪	০:০১:৫২	৭.৫২%
১৮	বিজ্ঞাপন বিরতি	১:২২:৩১	০:০০:৩০	২.০২%
	মোট খবর	**৬৮:০০:৪৮**	**০:২৪:৪৪**	

ইটিভি				
		২০ জুলাই-১০ অক্টোবর	**গড় খবর**	**মোট খবরের শতকরা হার**
নং	**বর্ননা**	**ঘ: মি: সে:**	**ঘ: মি: সে:**	
১	শিরোনাম	২:৫২:১৮	০:০১:০৩	৩.৩৮%
২	রাষ্ট্রপতি	০:৩৯:১৬	০:০০:১৪	০.৭৭%
৩	কেযারটেকার সরকার	২:৪৫:২৯	০:০১:০১	৩.২৫%
৪	নির্বাচন কমিশন	১:৩০:৩৩	০:০০:৩৩	১.৭৮%
৫	আাওয়ামীলীগ	৮:১২:১৯	০:০৩:০১	৯.৬৭%
৬	বিএনপি	৭:০৩:৪১	০:০২:৩৬	৮.৩২%
৭	জাপা	১:০৫:০৬	০:০০:২৪	১.২৮%
৮	জামায়াত	০:০৭:৪৯	০:০০:০৩	০.১৫%
৯	১১-দল	০:২০:৫৬	০:০০:০৮	০.৪১%
১০	ক্ শ্র জ লী / জাপা (ম)	০:০২:০৩	০:০০:০১	০.০৪%
১১	ই ঐ জো / খেলাফত	০:০০:২৫	০:০০:০০	০.০১%
১২	জাসদ	০:০৪:৩০	০:০০:০২	০.০৯%
১৩	বিজেপি/ অন্যান্য দল	০:০৩:২০	০:০০:০১	০.০৭%
১৪	শেয়ার বাজার	৩:২০:২৬	০:০১:১৪	৩.৯৪%
১৫	দেশের খবর	১৬:৪৬:৫৮	০:০৬:১১	১৯.৭৮%
১৬	আর্ন্তজাতিক খবর	১০:০৮:৪২	০:০৩:৪৪	১১.৯৬%
১৭	খেলার খবর	৭:৪৭:১৫	০:০২:৫২	৯.১৮%
১৮	বিজ্ঞাপন বিরতি	২২:০০:১৯	০:০৮:০৬	২৫.৯৩%
মোট খবর	**৮৪:৫১:২৫**	**০:৩১:১৪**		

খবর = বিটিভি এর রাত ৮:০০ ও ১০:০০ এবং ইটিভি এর রাত ৭:৩০ ও ১১:০০ এর খবর।
প্রোগ্রাম = জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ এবং নির্বাচন সংলাপ (ইটিভি) ।

বিটিভিতে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, এইচ এম এরশাদ,
মতিউর রহমান নিজামী একক কভারেজ

	শেখ হাসিনা ঘ: মি: সে:	খালেদা জিয়া ঘ: মি: সে:	এইচ এম এরশাদ ঘ: মি: সে:	মতিউর রহমান ঘ: মি: সে:	জিল্লুর রহমান ঘ: মি: সে:	মান্নান ভূইয়া ঘ: মি: সে:
খবর	২:২১:৪৩	২:৩২:০২	১:০৪:১০	০:৫৩:২৫	০:১৯:০৪	০:৩১:১৩
প্রোগ্রাম	১:০১:০৫	০:৪৮:৫০	০:৩০:০০	০:২৮:০০	০:০০:০০	০:০০:০০
মোট	**৩:২২:৪৮**	**৩:২০:৫২**	**১:৩৪:১০**	**১:২১:২৫**	**০:১৯:০৪**	**০:৩১:১৩**

ইটিভিতে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, এইচ এম এরশাদ,
মতিউর রহমান নিজামী একক কভারেজ

	শেখ হাসিনা ঘ: মি: সে:	খালেদা জিয়া ঘ: মি: সে:	এইচ এম এরশাদ ঘ: মি: সে:	মতিউর রহমান ঘ: মি: সে:	জিল্লুর রহমান ঘ: মি: সে:	মান্নান ভূইয়া ঘ: মি: সে:
খবর	২:২১:৪৩	২:৩২:০২	**১:০৪:১০**	০:৫৩:২৫	০:১৯:০৪	০:৩১:১৩
প্রোগ্রাম	**১:০১:০৫**	০:৪৮:৫০	০:৩০:০০	০:২৮:০০	০:০০:০০	০:০০:০০
মোট	**৩:২২:৪৮**	**৩:২০:৫২**	**১:৩৪:১০**	**১:২১:২৫**	**০:১৯:০৪**	**০:৩১:১৩**

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকাল : এক নজরে সাতটি মিডিয়া

	BTV			**ETV**			**Channel i**		
	News	Programs	**Total**	News	Programs	**Total**	News	Programs	**Total**
	h:m:s	h:m:s	**h:m:s**	h:m:s	h:m:s	**h:m:s**	h:m:s	h:m:s	**h:m:s**
AL	3:52:01	3:01:46	**6:53:47**	8:12:19	9:00:43	**17:13:02**	0:21:07	5:36:27	**5:57:34**
BNP	4:14:38	2:30:05	**6:44:43**	7:03:41	5:00:12	**12:03:53**	0:21:04	6:22:00	**6:43:04**
JP	1:34:09	0:37:08	**2:11:17**	1:05:06	4:02:09	**5:07:15**	0:00:00	2:22:55	**2:22:55**
JI	1:08:49	0:28:00	**1:36:49**	0:07:49	0:34:22	**0:42:11**	0:00:00	0:00:00	**0:00:00**
Others	2:28:37	3:21:12	**5:49:49**	0:31:14	2:40:43	**3:11:57**	0:00:00	1:55:40	**1:55:40**

ATN Bangla			**Betar**	**BBC**	**VOA**	
News	Programs	**Total**	**News**	**News**	**News**	**Total**
h:m:s	h:m:s	**h:m:s**	**h:m:s**	**h:m:s**	**h:m:s**	**h:m:s**
0:09:34	21:10:47	**21:20:21**	**1:23:29**	**3:31:32**	**0:42:47**	**57:02:32**
0:07:17	28:42:13	**28:49:30**	**1:30:51**	**2:59:10**	**0:41:33**	**59:32:44**
0:00:30	3:40:43	**3:41:13**	**0:29:26**	**0:19:28**	**0:09:25**	**14:20:59**
0:01:01	0:41:50	**0:42:51**	**0:22:51**	**0:07:28**	**0:03:30**	**3:35:40**
0:02:06	3:11:48	**3:13:54**	**0:28:09**	**0:10:59**	**0:00:35**	**14:51:03**

Notes:
BTV : Taken 8:00 pm Bangla &10:00 pm English news & all Political Programs.
ETV : Taken 7:30 & 11:00 pm news & all Political Programs.
Channel i & ATN Bangla : Taken all Programs & News (From 5 October 2001)
Betar : Taken 7:00 am,12:00,3:00,4:00,6:00 & 8:30 pm news .
BBC : Taken 2:00, 7:30 & 10:30 pm news .
VOA : Taken 10:00 pm news.